প্রকাশক :—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৪নং বিধান সরণি, কলি-৬

মুদ্রাকর :—শ্রীমা মুদ্রণ
৮এ, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স,
৭এ, প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-১
বাসুদেব প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং বিধান সরণি, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :

রাধা পুস্তকালয়
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি, কলি-৬

ও

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ৩৬৮, রবীন্দ্র সরণি, কলি-৬

এবং

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ভারতের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

উৎসর্গ

'পরশুরাম'

আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ও মহাগুরু পিতৃদেবের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ক'রলাম।

দীন সন্তান—শিবপ্রসাদ

পরিচয়

—পুরুষ—

ব্রহ্মা
বিষ্ণু
মহেশ্বর
কার্তিক
গণপতি

(বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্তিক) — স্বর্গের দেবতাগণ

জমদগ্নি—মুনি
ভৃগুরাম (পরশুরাম)—ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
দয়ারাম—ঐ মধ্যম পুত্র
সত্যরাম—ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
প্রসেনজিত—সামন্ত রাজা
কার্তবীর্যার্জুন—মাহেষ্মতী-পুরীর রাজা
পুণ্ডরীক —ঐ পুত্র
বসন্তক—ঐ বয়স্য
সোমদেব—ঐ পুরোহিত

বিষ্ণুপদ
বাঞ্ছারাম
কর্মফল

(বিষ্ণুপদ, বাঞ্ছারাম, কর্মফল) — ব্রাহ্মণগণ

অঙ্গিরা—শিব-মন্দিরের ব্রাহ্মণ

—স্ত্রী—

পার্বতী—মহেশ্বরের স্ত্রী
অরুণা—কার্তবীর্যার্জুনের রাণী
রেণুকা—জমদগ্নির স্ত্রী
কমলা—রত্নাবতী-পুরীর রাজকন্যা
ফুল্লরা—অরুণার দাসী

আমার কথা

'পরশুরাম' নাটক পৌরাণিক উপাখ্যান হ'তে সংগৃহীত। এই নাটক রচনার প্রেরণা দেন নাট্য জগতের উদীয়মান নট, মায়াকণ্ঠ শ্রীপান্নালাল চক্রবর্ত্তী ও চিত্র এবং নাট্য জগতের খ্যাতিনামা নটী চিত্রা মল্লিক। নাটক রচনা-কালে পান্নাবাবুর কাছে ব'সে যেখানে যেভাবে রূপদান প্রয়োজন, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমি লিখেছি। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজে কলম ধ'রে অজস্র ভুল-ত্রুটি সংশোধন ক'রে ও স্তোত্র সংযোজনা ক'রে, নাটকখানি জনসমাজে চলার উপযোগী ক'রে নিয়েছেন। শেষে পান্নাবাবু ও চিত্রাদি প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে নিজেদের দায়িত্বে কলিকাতার সুবিখ্যাত 'ভোলানাথ অপেরার' শিল্পীবৃন্দের সহায়তায় এই 'পরশুরাম' নাটকখানি অভিনয় করান। সারা বৎসর ধ'রে সুনামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে এই নাটকের অভিনয় চ'লতে থাকে।

আমার লেখনী চিরদিনের জন্য থেমে যেত, যদি না পান্নাবাবু ও চিত্রাদি'র শুভ দৃষ্টি আমার উপর প'ড়তো। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি অশেষ ঋণী। তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে ভোলানাথ অপেরার কুশলী শিল্পীদের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। এই নাটকের আহুতি মন্ত্রগুলি সুপণ্ডিত সনৎকুমার শাস্ত্রী মহাশয় আমায় সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

এই নাটকখানির প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে আমাকে খুবই উৎসাহিত ক'রেছেন এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিভিন্ন সংলাপে কিছু কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন ক'রে নাটকখানির উৎকর্ষসাধনে আমাকে সাহায্য ক'রেছেন। তাঁর কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। নাটকখানি নাট্যামোদিদের উপভোগ্য হ'লে ও য্যামেচার পার্টি'র অভিনেতাদের মনঃপূত হ'লে আমার চেষ্টা ও শ্রম সার্থক হবে ব'লে মনে ক'রব। ইতি—

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
বাহিরখণ্ড, হুগলী

নিবেদন

স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য প্রভাতে, এই 'পরশুরাম' পৌরাণিক নাটকখানি বর্ত্তমান যুগে তুলে ধ'রলাম নাট্যামোদিগণের ও নাট্য-শিল্পীবৃন্দের নিকট।

এই নাটকখানি, ঘটনা-প্রবাহের বিস্ময়কর বৈচিত্রে এবং সংলাপের অপূর্ব মাধুর্যে, আশাকরি নাট্যামোদিগণকে ও নাট্য-শিল্পীবৃন্দকে মুগ্ধ ক'রতে সক্ষম হবে।

দ্রুত মুদ্রণ-কার্য্য করায়, যদি কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘ'টে থাকে, তাহা সংশোধিত হবে।

নাট্য-শিল্পীবৃন্দের ও পাঠকগণের কাছ থেকে নাটকখানির উৎকর্ষ সাধনে কোন অভিমত পেলে, সাদরে ও কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হবে।

বিনীত—
প্রকাশক

পরশুরাম

প্রস্তাবনা

কৈলাস ধাম

গীত কণ্ঠে বৈতালিকের প্রবেশ

[গানের মাঝে মহেশ্বর ও পার্বতী আসিবেন]

গীত

নমো নমো নমঃ, মহেশায় নমঃ।
নমো পার্বতী, তোমার চরণে নমঃ।
চন্দ্রদীপ্ত হর তব ভাল মাঝে
শিরেতে গঙ্গা সদাই বিরাজে ;
হে মাত তারিণী, কলুষ-নাশিনী
নতি করি, দোষ ক্ষম ॥ [প্রস্থান]

মহেশ্বর। এ কি ! এত আলো কেন পার্বতী ? কারা আসছে আজ ? কাদের আগমনে কৈলাস আজ বর্ণচ্ছটায় প্রদীপ্ত ?

পার্বতী। তাই তো ! মরা গাছে ফুল ফুটে উঠেছে। পক্ষীকুল কলকণ্ঠে মুখরিত ? জানি না, কোন্ অতিথি আজ দ্বারে আসছেন।

মহেশ্বর। আসছেন নয়। এসেই পড়েছেন।

পার্বতী। কই ?

মহেশ্বর। শুনতে পাচ্ছো না নুপূরের নিক্কন ?

পার্বতী। না তো।

মহেশ্বর। কানে আসছে না মুরলীর ধ্বনি ?

পার্বতী। না, না।

মহেশ্বর। আঘ্রাণে পাচ্ছো না স্বর্গীয় সৌরভ ?

পার্বতী। না, না, না।

মহেশ্বর। তুমি ধ্যান-মগ্না যোগিনী। তাই— [বিষ্ণুর প্রবেশ]

বিষ্ণু। তাই মহাদেবী ভূ-লোকের কোন খবর রাখেন না।

পার্বতী। খবর রাখি নে বলেই কৈলাসে আজ ভূ-লোক, দ্যুলোক, গোলক নেমে এসেছে। মহেশ্বর, দেখো, দেখো, কে এসেছেন।

মহেশ্বর। বলেছি তো পার্বতী। নারায়ণকে না দেখলেও শুনেছি ওর নূপুর-নিক্কণ, শুনেছি ওর পাগল করা মুরলী। বলো, বলো জগন্নাথ, এ দীনের আলয় —

বিষ্ণু। কেন এসেছি ? তুমি টের পাওনা ?

মহেশ্বর। না।

বিষ্ণু। শোনো না কি প্রলয়ের গর্জন ?

পার্বতী। না—না।

বিষ্ণু। ব্রাহ্মণের ক্রন্দন কি শোনো না ?

মহেশ্বর। ব্রাহ্মণের ক্রন্দন !

বিষ্ণু। শোনো, পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি চিত্রসেন যজ্ঞ করে পুত্র লাভ করেছিলেন।

পার্বতী। তারপর ?

বিষ্ণু। কিন্তু ব্রহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আশীর্বাদ লাভ করেও, সেই শিশুকে তিনি পঞ্চম বৎসর বয়সে হারিয়ে ফেলেন।

মহেশ্বর। হারিয়ে ফেলেন ! কিন্তু ব্রাহ্মণদের পরিণাম ?

বিষ্ণু। তারা ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে জর্জরিত। তাই মাতা বসুমতী আজ থর থর করে কাঁপছেন, চোখের জল তাঁর ফুরায় না।

পার্বতী। মহেশ্বর !

মহেশ্বর। [ত্রিশূল লইয়া] সংহার চাই—সংহার। আমি রুদ্র মূর্তিতে পৃথিবীর বুকে— [কমণ্ডলু লইয়া ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। সৃষ্টি করো প্রলয়। আমি ডাকি প্লাবন।

মহেশ্বর। তুমি দেবী, অসুর নাশিনী মূর্তিতে—

পার্বতী। পৃথিবীর ক্ষত্রিয় কুল বিনাশ করবো। থামো থামো মহেশ্বর, থামো চতুর্মুখ। এখনই বুঝি স্বর্গ মর্ত ভেঙে পড়ে।

ব্রহ্মা। পড়ুক, পড়ুক। তবু ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মত্ব রক্ষার জন্য—

মহেশ্বর। ক্ষত্রিয়ের বিনাশ চাই। আকাশে সৃষ্টি করব ধূমকেতু—

বিষ্ণু। মহেশ্বর!

ব্রহ্মা। বাতাসে ছড়িয়ে দেব বিষের দহন। তারপর মড়কে, জলোচ্ছ্বাসে— ক্রন্দনে, মহাত্রাসে ভরিয়ে দিই ক্ষত্রিয়ের জীবন।

মহেশ্বর। ভৈরব! ভৈরব! কাল ভৈরব।

পার্বতী। নারায়ণ! নারায়ণ!

বিষ্ণু। কান পেতে শোনো, আমাদের পদভারে পৃথিবীতে ধ্বংসের ঝড় উঠেছে। গ্রহ নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হতে চলেছে। ঝড় থামিয়ে দাও মহাদেবী, সৃষ্টিকে বাঁচাও। কল্যাণময়ী মূর্তিতে জীবজগৎ রক্ষা করো।

পার্বতী। ওঁ শান্তি!

মহেশ্বর। তাহলে তো ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হবে না, নারায়ণ।

বিষ্ণু। হবে।

ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মত্ব রক্ষা হবে না।

বিষ্ণু। হবে।

মহেশ্বর। বেদ, গায়ত্রী, যাগ যজ্ঞ—

বিষ্ণু। সবই রক্ষা হবে মহেশ্বর।

ব্রহ্মা। কে সে সকল ভার নেবে, পার্বতী?

পার্বতী। নারায়ণ।

ব্রহ্মা
মহেশ্বর } । নারায়ণ!

বিষ্ণু। তোমরা মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন। নইলে পূর্বস্মৃতি ভুলে যেতে না।

ব্রহ্মা। সে কি ?

পার্বতী। কেন স্মরণ হচ্ছে না, ঐ মহাযন্ত্রীর ইঙ্গিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। উনি যে ভাবে চালান, তারা সেই ভাবে ঘোরে। মহেশ্বর, চতুর্মুখ, তোমরা নিদ্রা ভেঙে দেখো, এত দিনে নারায়ণের ষষ্ঠ অবতার রূপে জন্ম গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে। উনি নবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

মহেশ্বর। [মোহাচ্ছন্ন হইয়া জাগিয়া] হ্যাঁ হ্যাঁ –সব মনে পড়েছে পার্বতী।

ব্রহ্মা। আমারও মনে পড়েছে মহেশ্বর। চন্দ্রবংশোদ্ভূতা গাধী-রাজকন্যা সত্যবতী সুপুত্র লাভের আশায় তার স্বামী তাপস ঋচিককে দিয়ে দুটি চরু প্রস্তুত করিয়েছিলেন।

বিষ্ণু। কিন্তু চরু ভাগে ভুল হয়েছিল।

পার্বতী। হ্যাঁ হ্যাঁ—একটি ছিল মায়ের, অপর চরুটি ছিল মেয়ের।

মহেশ্বর। এবং ঋচিকের অনুপস্থিতিতে ক্ষত্রিয় মায়ের জন্য নির্দিষ্ট যজ্ঞ-চরু ভুল করে সত্যবতী খাওয়ায় তার গর্ভেই যমের দোসর সদৃশ ক্ষত্রিয় নন্দন জন্ম নিতো।

ব্রহ্মা। কিন্তু নেয় নি। কেন না, সত্যবতীর চোখের জলে -

বিষ্ণু। ঋচিকের মন গলে গিছলো। তাই তিনি—

পার্বতী। সেই দোষ খণ্ডন করে পুত্রের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী এক পৌত্রের ভাগ্য নির্ণয় করেছিলেন।

মহেশ্বর। তাই তপস্বী ঋচিকের ডাকে সাড়া দিতে সত্যবতীর পুত্র সুপণ্ডিত জমদগ্নি মুনির ঔরসে—

বিষ্ণু। আমাকেই তার পুত্ররূপে যোনী-জন্ম নিতে হচ্ছে।

ব্রহ্মা। পৃথিবীতে তোমার যে বড় কষ্ট হবে নারায়ণ ?

বিষ্ণু। ভক্ত আমার প্রাণ, ভক্ত আমার দেহ। তাদের আকুল আহ্বানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি যে অবতীর্ণ হই চতুর্মুখ।

মহেশ্বর। তাহলে এতদিনে নারায়ণের সত্য সত্যই ষষ্ঠ অবতার রূপে জন্ম নেবার প্রয়োজন হ'ল !

ব্রহ্মা। হবে না মহেশ্বর ? ধর্ম রক্ষার জন্য উনি যুগে যুগে জন্ম না নিলে কে বিনাশ করবে অধর্মের বীজ ?

পার্বতী। চচুর্মুখ !

ব্রহ্মা। ধার্মীকগণের ধর্ম রক্ষা করবে কে ? অনাচার, অবিচার আর কুশাসনের মূলোচ্ছেদ করবে কোন জন ? হে নারায়ণ, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই সৃষ্টিকর্তা, তুমিই ধ্বংসের দেবতা। অনন্ত শয্যায় অবস্থান কালে তুমিই আমাদের সৃষ্টি করেছো। তাই ত্রিজগতে তুমি নমস্য। [প্রস্থান]

বিষ্ণু। তাহলে মহেশ্বর !

মহেশ্বর। কতদিনে আবার ফিরে আসবে নারায়ণ ?

বিষ্ণু। ফিরতে দেরী হবে মহেশ। ক্ষত্রকুল ধ্বংস না করে আর ফিরছি না। স্বর্গে লক্ষ্মী রইল, রইল আমার ত্রেত্রিশ কোটি দেবতা, [কাঁদিতে কাঁদিতে] বড় ব্যাথা নিয়ে পৃথিবীতে চলেছি। রক্তে পৃথিবী ভেসে যাবে, শোকে মানুষ পাগল হবে, তবু যেতে হবে, তবু যেতে হবে—উপায় নাই। [প্রস্থান]

মহেশ্বর। ধ্বংস—ধ্বংস ! ক্ষত্রিয় কুলের ধ্বংস চাই। পৃথিবী কাঁদছে। শোন শোন পার্বতী—ঐ সেই ক্রন্দনের ধ্বনি। ক্ষত্রিয়ের নির্যাতনে পৃথিবীর মানুষ আজ বলির পশু। আর না, আর না। আমি রুদ্র।

পার্বতী। আমি রুদ্রাণী।

মহেশ্বর। আমি ভৈরব।

পার্বতী। আমি ভৈরবী।

মহেশ্বর। আমি মহাকাল।

পার্বতী। আমি মহাকালী।

মহেশ্বর } আমরা ভৃগুরামের হাতের কুঠার। যে আজ ষষ্ঠ অবতার।
পার্বতী } সংহার ! সংহার ! [প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস পুরী

ভৃগুরামের প্রবেশ

ভৃগুরাম। ঐ ঐ সূর্য অস্তাচলে চলেছে। গোধুলির ম্লান রেখা পৃথিবীতে নেমে যাচ্ছে। গো-বৎস হাম্বা হাম্বা করে ফিরে চলেছে। পক্ষী-শাবক, পথ হারা পথিক সকলেরই মুখে সেই চিরন্তন 'মা,মা' বুলি। কেবল আমিই সৃষ্টি ছাড়া ভিক্ষুকের মত উৎসব-মুখর পৃথিবীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাঁদছি! কোথায় আমার মা?

কার্তিকের প্রবেশ

কার্তিক। দাদা, দাদা, দা—! একি! তুমি!

ভৃগুরাম। কেন ভুত দেখে চমকে উঠলে নাকি?

কার্তিক। না, তুমি ভুতের সামিল হাত পা বিশিষ্ট একটি জীব।

ভৃগুরাম। তা ঠিক। নইলে পিতামাতার কোল ছেড়ে শিশুকাল থেকেই এই অভুই স্থানে পড়ে থাকি? কৈলাসে অনেক ভুত নেচে থাকে—

গণপতির প্রবেশ

গণপতি। তুমি হলে তাদের মধ্যে একজন। নইলে ব্রাহ্মণ হয়ে—

কার্তিক। সন্ধ্যাহ্নিক ভুলে—

ভৃগুরাম। অব্রাহ্মনের কাজ করছি। কিন্তু কেন করছি জানো?

গণপতি। অস্ত্রশিক্ষার অহংকারে।

ভৃগুরাম। না।

কার্তিক। পাণ্ডিত্যের গর্বে।

ভৃগুরাম। না, না।

গণপতি। শক্তির দর্পে।

ভৃগুরাম। না, না, না।

কার্তিক। তাহলে পাগলামির নেশায়। তুমি পাগল হয়ে গেছ ভৃগুরাম।

ভৃগুরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক ধরেছ ভাই। আমি এক অদ্ভুৎ নেশায় পাগল হয়ে গেছি। জন্ম মৃত্যুর ঠিকানা হারিয়ে, ধর্ম-কর্ম বিসর্জন দিয়ে, সেই আশার জলধির পিছনে ছুটে যাবো।

গণপতি। ভৃগুরাম।

ভৃগুরাম। সেখানে জ্ঞানের পরিধি নেই, নেই বিদ্যার সীমারেখা। সন্ধ্যাহ্নিক, যাগযজ্ঞ, ব্রত সেই কৌস্তুভের কাছে তুচ্ছ, মূল্যহীন। জানো, জানো ভাই, তার নাম কি?

কার্তিক। কি?

ভৃগুরাম। মাতৃপদ বন্দনা।

গণপতি। তুমি উন্মাদ।

ভৃগুরাম। অমনি উন্মাদ হয়েই থাকতে দাও ভাই। ওই আমার সাধনার ধন। দ্বার ছেড়ে দাও। গুরুদেব মহেশ্বরের কাছে বিদায় নিয়ে—

কার্তিক। মায়ের নাম করে কৈলাস ছেড়ে পালিয়ে যাবে? না, হবে না। আদেশ নেই।

ভৃগুরাম। আদেশ নেই!

গণপতি। না। পিতা মহেশ্বর জননী পার্বতীর সঙ্গে আগম নিগম তত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। তাই দ্বার রক্ষার ভার আমার উপর। দ্বার ছাড়তে পারব না।

ভৃগুরাম। কিন্তু—আমার ব্যাথাটা বুঝে দেখো।

কার্তিক। বুঝতে চাই না।

ভৃগুরাম। আমি যে সাপের বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছি, চিন্তাকর ভাই।

গণপতি। প্রয়োজন নেই।

ভৃগুরাম। কি দুর্নিবার আকর্ষনে আমি ছুটে চলেছি, ভেবে দেখো !

কার্তিক। দরকার কি ?

ভৃগুরাম। ওঃ, তোমরা পিতামাতার সন্তান তো ! বিপদে সান্ত্বনা পাও, ক্ষুধায় অন্ন পাও, ব্যাধিতে মা'র হাতের স্নেহের পরশে আরাম পাও বলে ? কিন্তু আমার ? স্নেহ নেই, মায়া নেই—আশা নেই। সমস্তই মরুময় ঘন তমসাবৃত আঁধার—একটা বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দ্বার ছাড়ো ভাই।

গণপতি—বলছি হবে না। এর পর বিরক্ত করলে তোমার নাক আমি ফাটিয়ে দেব।

ভৃগুরাম। সাবধান গণপতি।

কার্তিক। চোখ পাকাচ্ছো যে, করবে কি তুমি ? গণপতির মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবে নাকি ?

ভৃগুরাম। সে শাস্তি শনি ওকে দিয়েছিল। আমি শনি নই, তাই মাথার খুলি উড়িয়ে না দিলেও একটা গজদন্ত আমি ভেঙে দেব।

গণপতি। এত দর্প ! তবে রে মূর্খ।

[ভৃগুরাম ও গণপতি উভয়ের মল্ল যুদ্ধ। শেষে একটি গজদন্ত ভাঙিয়া গেল। গণপতি রণে ভঙ্গ দিয়ে পলাইল।]

কার্তিক। পালাবি কোথায়, আমি তোকে ছাড়ছি নে। [অস্ত্র লইয়া অগ্রসর]

ভৃগুরাম। সাবধান, আঘাত করলে তোকেও আমি বাঁচতে দেব না।

কার্তিক। আমাকে ? বলি আক্কেল সেলামীর কথা শুনেছিস্ ? ছি-ছি-ছি ! পিতাকেও বলিহারি, তিনি আর অস্ত্র শেখাবার লোক পেলেন না। দেব,

যক্ষ, গন্ধর্ব গেল, কোথাকার কোন্ একটা ষাড়, তাকে অস্ত্র শেখাচ্ছেন। ছ্যা!

ভৃগুরাম। সংযত হয়ে কথা বল কার্ত্তিক।

কার্তিক। আমি গাছের পাতা নই যে তোর নিশ্বাসে উড়ে যাব। বেশী বাড়াবাড়ী করিস্ না। মা আমারও আছে।

ভৃগুরাম। বলিস্ কি রে কার্তিক? তোর মা আছে? তুই তো শরবনে দম আটকে মরছিলি? মা কোথায় পেলি?

কার্তিক। কি, আমার মা নেই?

ভৃগুরাম। জানি জানি। কীর্তিকা তো? সে তো একটা নক্ষত্র। সে না তুলে আনলে ঐ ময়ূর তোর বনেই ঘুড়ে বেড়াতো।

কার্তিক। থাম্ ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। মায়ের ব্যথা - তুই কি বুঝবি? যে যোণী-জন্ম পেল না, গর্ভব্যথা বুঝলো না, মায়ের স্তন পর্যন্ত পান না করে পরগাছা হয়ে যে মানুষ হয়েছে তার কাছে মায়ের মূল্য কতটুকু? তুই আর মায়ের কথা মুখে আনিস না। যা যা পথ ছাড়।

কার্তিক। এই যে ছাড়ছি।　　[অস্ত্রাঘাত]

ভৃগুরাম। বটে! এত শক্তি!　　[উভয়ের যুদ্ধ]

সহসা মহেশ্বরের প্রবেশ

মহেশ্বর। করো কি, করো কি ভৃগুরাম? ও যে তোমার ভাই!

ভৃগুরাম। আমার দোষ ছিল না গুরুদেব।

মহেশ্বর। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি, সব দেখেছি।

কার্তিক। কি দেখেছেন পিতা? গণপতির অবস্থা কি হয়েছে, দেখেছেন?

মহেশ্বর। তাও দেখেছি কার্তিক। ছি-ছি-ছি। সে মূর্খের মত কাজ করেছে, তাই উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে।

কার্তিক। পিতা!

মহেশ্বর। তবে তার কাছে এ কলঙ্ক হলেও, আমার পক্ষে এ গৌরব।

কার্তিক। কিসের গৌরব? যে শিশুকাল থেকে কৈলাসে পড়ে মানুষ হ'ল, যাকে আপনি অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে যোদ্ধা করে গড়ে তুললেন, সে যে আজই কীর্তির ধ্বজা উড়িয়ে দিলে, আপনি চোখে দেখেও তার শাস্তির ব্যবস্থা না করে, তাকে আশীর্বাদ করলেন?

মহেশ্বর। সেটা বোঝার মত তোমার ক্ষমতা নেই কার্তিক। তুমি যাও।

কার্তিক। যাচ্ছি। ওকে বাইরে একবার পেলে হয়। হুঁ। মজাটা দেখাচ্ছি। [প্রস্থান]

মহেশ্বর। ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। গণপতির কি হবে গুরুদেব?

মহেশ্বর। আজ থেকে তার নাম হবে 'এক দন্ত মহাকায়।'

ভৃগুরাম। [প্রণাম করিয়া] তাহলে গুরুদেব—

মহেশ্বর। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর। কার্তিকের সমতুল্য তুমি। আশীর্বাদ করি, তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-বিশারদ হবে, আর হবে চারি যুগের অস্ত্রগুরু। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। মনে রেখো, অস্ত্রে তুমি সুপণ্ডিত হলেও শাস্ত্র-শিক্ষায় তোমার এখনো বর্ণ পরিচয়ও হয় নি।

[আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান]

ভৃগুরাম। গুরু, গুরু, গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর। গুরু দেব পরং ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। পথ হারা, জ্ঞান হারা মানুষের রক্ষা-কবচ ঐ গুরু-মন্ত্র। কিন্তু স্নেহ-হারা, মাতৃ-হারা সন্তানের কাছে তার মূল্য কতটুকু? মাগো, তোমার ঐ দুর্বার আকর্ষণে এই ঘন তমসাবৃত রাতে ঝড়, বৃষ্টি, পাহাড়, নদী অতিক্রম করে ছুটে চলেছি, তোমার পায়ে একটু ঠাঁই দিয়ো জননী, ঠাঁই দিয়ো। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কার্তবীর্য্যের রাজধানী—মহামায়ার মন্দির।

অরুণার প্রবেশ

অরুণা গলায় বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিল।

এক দেবদাসী আসিয়া নাচিতে নাচিতে মহামায়াকে আরতি করিতেছিল। অরুণা আসিয়া গলবস্ত্রে মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমার স্বামীর মঙ্গল কর মা।

দেবদাসী অরুণাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল।

অরুণা। [উঠিয়া] কি হ'ল! কেন ও উপহাস করে চলে গেল? কে ঐ মেয়েটি?

সোমদেবের প্রবেশ

সোমদেব। স্বর্গের একজন দেবদাসী, মা।

অরুণা। কেন এসেছিল?

সোমদেব। পূজা-আরতির জন্য।

অরুণা। প্রতিদিনই কি সে এসে থাকে?

সোমদেব। প্রতিদিনই।

অরুণা। আমাকে দেখে সে উপহাস করলো কেন বলতে পারেন আপনি?

সোমদেব। মর্তের মানুষ যে বড় কাঙাল মা। ধনে ঐশর্য্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও মর্তের মানুষের কাঙালীপণা দেখেই সে হেসেছে।

অরুণা। না, না, না। সে হাসির অর্থ—

সোমদেব। নিষ্কাম দান-ব্রত আচরণ।

অরুণা। আমার স্বামী যে বিদেশে! একমাত্র তাঁর মঙ্গল কামনা ছাড়া দানব্রতে—

সোমদেব। তোমার গতি নেই। জানি মা, তুমি স্বাধ্বী, তোমার গতি তোমার

পতি। তোমার ইষ্ট দেবতা, তোমার দেহ ও মনের রাজা, মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন। কিন্তু তাঁরও মঙ্গল হবে যে ঐ দান-ব্রতে।

অরুণা। আমি মানি না।

সোমদেব। এতে পরকালেরও কাজ হবে।

অরুণা। আমি চাই না।

সোমদেব। তাহলে তুমি কি চাও মা?

অরুণা। স্বামীর বিজয়, তাঁর কল্যাণ আর আমার -

সোমদেব। তোমার –

অরুণা। দুঃস্বপ্নের প্রতিকার?

সোমদেব। তেমন কাজ যদি আমার দ্বারা সম্ভব না হয়?

অরুণা। তা হলে জানবো আপনি অব্রাহ্মণ।

সোমদেব। ঠিক ঠিক একেই বলে স্বাধ্বী রমণী, আদর্শ কল্যাণী।

অরুণা। ব্রাহ্মণ!

সোমদেব। আর লুকাতে পারলি না নিজেকে। অপরকে পোড়াতে গিয়ে নিজে দগ্ধ হয়ে গেলি বেটি!

অরুণা। বাবা!

সোমদেব। জানি রে বেটি জানি। তোর অন্তরে অন্তরে প্রেমের ফল্গুধারা বইছে। স্বামীর জন্য তুই যোগিণী। জ্বলতে থাক মা, জ্বলতে থাক। ব্রাহ্মণ দ্বারা লৌকিক আচার অনুষ্ঠান যত করিস্ না করিস - তোর অন্তরের নির্মল আকুতি রাজাকে বর্মের মত রক্ষা করবে।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

অরুণা। একটা কথা—

সোমদেব। সেটা আমিই তোকে জিজ্ঞাসা করছি মা। মায়ের হাতের খাঁড়াটা ঠিক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিস তো?

অরুণা। আপনি কি সর্বজ্ঞ?

সোমদেব। না রে পাগলী মা, না ; আমি তোর একটি নগণ্য ছেলে। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] হ্যাঁ, আমি পক্ষকাল ধরে এই মন্দিরে রাজার মঙ্গলের জন্য স্বস্তয়নে ব্রতী থাকবো। কিন্তু তোর কাজ তুই করে যাস্ মা — কেন না, তোর আগে পরিচয় হ'ল দেশের জননী — তারপর হ'ল রাজরাণী।

[প্রস্থান]

অরুণা। আমার কাজ আমায় করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করবো। কারণ আমি আগে মা। কিন্তু নারায়ণ, শুনেছি তুমি অবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হয়েছ। ধড়াচূড়া নিয়ে আসোনি, এসেছ বীরের বেশে। আমি তোমাকে দেখতে চাই তুমি কত বড় বীর, তোমার কেমন সে রূপ। [প্রস্থান]

বসন্তকের প্রবেশ

বসন্তক। বাপ্ রে, বাপ রে! ব্যাপারটা যেন খুব গুরুচরণ বলে মনে হচ্ছে তো। মুখ রাখিস্ মা মহামায়া।

বাঞ্ছারামের প্রবেশ

বাঞ্ছা। পাওনার বেলায় ভাগ পাই যেন ভায়া।

বসন্তক। দয়ারাম ও সত্যরামের মাথা নিয়ে মহারাজকে রক্ষা করিস্ জগদম্বা।

বাঞ্ছা। কিন্তু প্রাপ্যের বেলায় দেখাও যদি অষ্টরম্ভা ?

বসন্তক। চলি মা, চলি। ছেলে দুটোকে আনতে চলি।

বাঞ্ছা। আমি তোকে দেব নরবলী।

বসন্তক। এই কেরে ব্যাটা ?

বাঞ্ছা। তুই বা কে রে ঠ্যাটা ? একি! গুরুদেব যে ? দাঁড়াও দাঁড়াও চললে কোথায় ?

বসন্তক। সব কাজেই তোকে কৈফেয়ৎ দিতে হবে ? কেন ? কেন ?

বাঞ্চা। কেন, তা জানি না। তবে কৈফেয়ৎ না দাও—ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেয়ো না যেন। দোহাই তোমার।

বসন্তক। তার মানে?

বাঞ্চা। মানেটা আমি না জানলেও, জানে একজন।

বসন্তক। সেটা আবার কে?

বাঞ্চা। তোমার ঘরেতে তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষ যেটি আছে সে। তার কাছ থেকেই ছাত্র হয়ে শিখে নিয়ো, বুঝলে?

বসন্তক। মাথা ফাটাবো।

বাঞ্চা। অপরের মাথা ফাটাবে পরে। তোমার নিজের মাথা গোটা থাকে কি না দেখো।

বসন্তক। আমার? আমার আবার গোটা থাকবে না কেন?

বাঞ্চা। থাকবার কথা নয়ই বটে। কেননা নিজের গাঁজায় যখন দম লাগাও ঐ টেকো মাথা থেকে তখন কেবল ধোয়াই বেরোবে বটে।

বসন্তক। থাম্ ব্যাটা, থাম্।

বাঞ্চা। থামতে বললেই আমার ঘাম ছুটবে।

বসন্তক। তবে যা না। তাদের নিয়ে আয় না।

বাঞ্চা। যে আজ্ঞে। এবার হাওয়ায় গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাবে।

[প্রস্থান]

বসন্তক। আজকের বিচারের জন্য আমি রাজা। কি দণ্ড দেব, শূলী? না না, ফাঁসী। ধুর—দেবতার থানে একেবারে বলী--মানে দুফাঁক। মর্ ব্যাটা বামনে ছোঁড়ারা।

নেপথ্যে বাঞ্চারাম। ঠাকুর।

বসন্তক। আসছে তাহলে। আমি হৈ হয় রাজ কার্তবীর্যার্জুন বনে গেলাম যে। হে—হে। আমাদের চোদ্দপুরুষ ফোঁটা তিলক কেটে পুরোহিত সেজে চং ভং চঃ সংস্কৃত আউরে তবু পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতো।

আর আমি—'ক' লিখিতে কলম ভাঙি, তবুও বরাতের জোরে আজ বিচারপতি।

বাঞ্ছারাম বন্দী দয়ারাম ও সত্যরামকে লইয়া আসিল।

াঞ্ছা। এই নাও ঠাকুর, রইল তোমার মাল। বাপ্ রে বাপ! এ কাজ আবার মানুষে করে?

সন্তক। কি বললি ব্যাটা?

য়ারাম। তাইতো—একি কথা তোমার ভাই? বিচারপতিকে 'ঠাকুর' বলে?

ত্যরাম। যোগ্যতা না থাকলেও তিনি আজ বিচারপতি।

য়ারাম। পৃথিবীতে চিরকাল এমনি প্রহসনই চলে ভাই। মানুষ মনে মনে ঠিক বোঝে তার নিজের যোগ্যতা কতটুকু, কি তার প্রাপ্য। অথচ—

সন্তক। অথচ কি?

ত্যরাম। যোগ্যতার অধিক প্রাপ্য সে আদায় করতে ব্যস্ত। আর তারই জন্য—

য়ারাম। পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত, বিপ্লব। ছোট হয়ে সে থাকবে না।—এ মানুষের জন্মগত স্বভাব।

সন্তক। বটে! জানো তোমাদের কেন এখানে আনা হয়েছে?

ত্যরাম। জানি।

সন্তক। কি জানো তুমি?

য়ারাম। এই জানি যে, মাতালের নেশার সামগ্রী যোগাতে না পারলে তার উচ্ছৃঙ্খলতায় মাথা আর গোটা থাকে না।

ত্যরাম। আর তেমনি পরিণতির জন্যই আমাদের এখানে আনা হয়েছে।

া। জানোই যদি বন্ধু, তবে যোগাড় করে দিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

সন্তক। বাঞ্ছারাম!

বাঞ্ছারাম। এঁজ্ঞে আমি ঠিক আছি। মনিবের কাছে উঁচুকে নীচু বলতে, নীচুকে উঁচু বলতে আমার কিন্তু মোটেই ভুল হয় না।

সত্যরাম। নইলে চাকরী জোটে? যেমন মনিব তেমনি তার চাকর।

বসন্তক। কথার কাঠামো খুব শিখেছ দেখছি। কিন্তু তোমাদের আয়ু আর বেশীক্ষণ নেই, তা বোঝো?

দয়ারাম। রাজার কাজ যখন বিদূষক দিয়ে চলে তখন সেটা নূতন করে আর জানাতে হয় না রাজার হাতে দুদণ্ড বাঁচলেও বিদূষকের হাতে আর আয়ু এক দণ্ডও থাকে না।

বসন্তক। বোঝো ঠ্যালা। নাও এবার—

দয়ারাম। কিন্তু আমরা বন্দী হওয়ার সত্যকার কারণটা কি বিদূষক, সেটা এখনও জানতে পারি নি।

সত্যরাম। অথচ আমরা বন্দী।

বাঞ্ছারাম। ওহে ছোকরা সেটাও জানো নি? সেটা রাজকর—কর না দিলে সব গড়বর। বুঝলে?

বসন্তক। তুমি তিন দিন ধরে দয়ারাম আর সত্যরামকে কারাগারে আবদ্ধ রেখেছ, অথচ আনবার আগে করের কথা শোনাও নি ওদের?

বাঞ্ছারাম। এঁজ্ঞে -শুনিয়েছি তো।

দয়ারাম। কাকে? কখন?

বাঞ্ছারাম। এঁজ্ঞে সবাইকে। সবাই যখন ঘুমিয়ে ছিল, মনে মনে তখন—

বসন্তক। বাঞ্ছারাম!

বাঞ্ছারাম। প্রভু, তপোবনে গাছপালা পর্যন্ত চোখ লাল করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং মনে মনে ছাড়া সামনে গিয়ে জোরে জোরে কথা বললে, আমি যে ছাই হয়ে যেতুম—ওদের ধরে আনতো দয়াময়? [প্রস্থান]

বসন্তক। শোন দয়ারাম, সত্যরাম—মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন রাজধানীতে উপস্থিত না থাকায়—

তাঁর কাজ আপনার মত অযোগ্য লোককে দিয়ে চলে না, বিশেষ ক'রে আপনি বিদূষক। আপনার কাজ ভাড়ামি করা। রাজকার্য নয়।

সন্তক। রাজা আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন।

ত্যরাম। সে আদেশ মানি না।

[illegible] অরুণার প্রবেশ

রুণা। আর যদি আমি বলি ?

ত্যরাম ও দয়ারাম—মায়ের এমন আদেশ সন্তানের জন্য নয়।

রুণা। বটে ! তোমরা তা'হলে রাজোদ্রোহী ?

য়ারাম। না, মা, আমরা তাপস, ধ্যান ধারণা পূজা ছাড়া আমাদের অন্য চিন্তা নেই। রাজদ্রোহীতা কাকে বলে, আমরা জানি না।

অরুণা। কর দেবে না, তাহ'লে ?

য়ারাম। তপস্বীরা কারো প্রজা নয়, মা। তারা একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই মাথা নত করে, ভক্তিরূপে কর তাঁকেই দিয়ে থাকে, সেই আমাদের রাজা। অন্য রাজা আমরা মানি না।

সন্তক। মাথা যাবে।

ত্যরাম। আমার মাথাটাই নেন ভাই, দাদাকে বাঁচিয়ে দিন—দয়া করুন।

য়ারাম। না সত্যরাম, তোরই বেঁচে থাকা প্রয়োজন। দাদা নিরুদ্দেশ যখন, তখন তুই না বেঁচে থাকলে পিতামাতাকে কে সান্ত্বনা দেবে ভাই ? কে মোছাবে তাঁদের চোখের জল ? ক্ষুৎ-পিপাসায় তাঁদের আহার্য্য-পানীয় যোগাবে কে ? ভাইকে বাঁচিয়ে আমারই মাথাটা নিন বিদূষক।

ত্যরাম। না দাদা। আমি অযোগ্য, অক্ষম। আমার চেয়ে তোমার বেঁচে থাকা অধিক প্রয়োজন। বিদূষক, আমার মাথাটাই তাড়াতাড়ি—

ারাম। না—না, বিদূষক। ও যে আমার ভাই—আমার চোখের মণি, বুকের পাঁজর ! ওকে বাঁচিয়ে আমাকে নাও।

অরুণা। বিদূষক!

বসন্তক। মা?

অরুণা। আর দেরী নয়। মহামায়ার সামনেই ওদের বলিদান করুন, আমার আদেশ।

বসন্তক। উত্তম। মহারাজের আদেশকে হয়ত উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু মহারাণীর আদেশকে নয়। থাক্ গে, পুরস্কারটা যেন মোটা মোটি—[প্রতিমার কাছে অগ্রসর হইয়া] একি! মহামায়ার হাতের খাঁড়া!

অরুণা। খাঁড়া?

বসন্তক। খাঁড়া নেই! খাঁড়া নেই!

সত্যরাম। মা ব্রহ্ম-রক্ত চান না।

দয়ারাম। একেই বলে দেবতার লীলা!

অরুণা। মা, মা, সত্যই তুই লীলাময়ী। ব্রহ্ম-রক্ত তুই চাস না?

বসন্তক। নিশ্চয় চায়। আমি অন্য অস্ত্র আনছি মা, এই বাঙ্গারাম।

[প্রস্থান]

অরুণা। এখন কেউ নাই—ওরে পাগল ছেলেরা, পালিয়ে যা, পালিয়ে যা তোরা। এই রাক্ষসের দেশ থেকে মানুষের দেশে পালিয়ে যা। যেখানে প্রীতি-প্রেমের পুণ্য বাঁধনে মানুষকে দেবতা ক'রতে পারে, সেইখানে—যা—যা।

দয়ারাম। গেলে, আপনাকে শাস্তি পেতে হবে যে, মা?

অরুণা। তাই হোক।

দয়ারাম। আমরা ম'রতে জানি, কিন্তু পালাতে জানি না, মা

সত্যরাম। আমরা তাপস—আমাদের যোগ সত্যের আশ্রয়, সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে পালানো নয়, মা.

অরুণা। জানি, কিন্তু আমিও যে তোদের আর এক মা। আমার ব্যথাটা বোঝ, বাবা।

ারাম। বুঝতে পারছি। কিন্তু যেখানে উপায় নেই, সেখানে আপনি আর বাধা দেবেন না, মা।

ত্যরাম। মৃত্যুকালে আমাদের আর দুর্বল ক'রে তুলবেন না।

রুণা। আমার কথাটা রাখ্‌বি না বাপধনেরা?

ারাম। রাখতাম, যদি বুঝতাম আমাদের জন্য আপনাকে দণ্ড ভোগ ক'রতে হবে না।

ত্যরাম। যদি বুঝতাম, মহারাজ আপনার উপর কোন অবিচার ক'রবেন না।

রুণা। অবিচার! দণ্ড! অবিচারের কথা কি বলছিস্ বাবা? দণ্ডের কথা শোনাচ্ছিস্ মানিক? বেঁচে থেকে রাজার দেওয়া দণ্ড বরং সহ্য হবে কিন্তু তোরা সন্তান হ'য়ে দণ্ড দিয়ে যাবি, তা আমি সহ্য ক'রব কেমন ক'রে বাপ্? না—না, তোরা পালিয়ে যা। আমার অন্তরের কথা শুনে তোরা দূরে চলে যা, সন্তান। পালা—পালা, আমি বলছি।

তরবারি লইয়া বসন্তক ও বাঞ্ছারামের প্রবেশ

ন্তক। কি বলছেন রাণী মা?

ণা। [শ্লেষভরে] বলছি কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করো। এদিন পাবে না। এ সুযোগ আসবে না। জহ্লাদ! কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে নীরব রইলে কেন? তোলো খাঁড়া, কাজ সেরে নাও। দেরী ক'রলে বিঘ্ন ঘটবে। পৃথিবীতে ঝড় উঠবে, ভূমিকম্প দেখা দেবে। ব্রহ্মরক্ত নাও, নাও—তোমরা মানুষ হ'য়ে মানুষের কাজ করো। অনেক পুণ্য হবে। বাহ্‌বার সঙ্গে মোটা পুরস্কার পাবে। [প্রস্থান]

ন্তক। [অসি বাঞ্ছাকে দিয়া] দেখ বাঞ্ছা, এক কোপেই দুটোকে শেষ ক'রে দিবি। তাহলেই মোটা পুরস্কার।

বাঞ্ছা। নাও, এইখানে বসো দুজনে। ঠাকুরকে শেষ ডাকা ডেকে নাও।

বসন্তক। আমি মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

দয়ারাম। মা, মহামায়া! ব্রহ্ম-রক্ত চাস্ মা? নে নে, তাই নে মা। আমার বুকের রক্ত-জবায় তুই তুষ্ট হ জননী

সত্যরাম। আমার মায়ের দুঃখকে তুই ভুলিয়ে দিস্ মা। আমার পিতার বেদনাকে তুই শীতল করিস্। জীবিত থেকে ভক্তি-প্রেমের অঞ্জলি দিচ্ছি, মৃত্যুর পর শোনিতার্ঘ্য ঐ পায়ে মা গ্রহণ করিস্।

বসন্তক। জোরে বাঞ্ছা।

বাঞ্ছারাম। [অসি তুলিয়া] মা—

[মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ভৃগুরামের প্রবেশ]

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী।
দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্বদুঃখহা।।
আরাধ্যা পরমা মায়া তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া॥
দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥
দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্।
পরাশরমুখাৎ পূর্বমশ্রৌষং মাতৃসংস্তবৌ॥
যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ॥

বসন্তক। কে তুই?

। মানুষ।

দয়ারাম। না, ঈশ্বরের দূত।

সত্যরাম। না হয় দেবতা।

গুরাম। না, আমি দেবতা নই। তোমাদেরই মত সাধারণ মানুষ।

বসন্তক। এখানে তোর কি প্রয়োজন?

দয়ারাম। তোমার মত দুষ্ট কীটের বীরোচিত কার্য দেখতে।

সত্যরাম। আর দেখতে, ব্রহ্ম-রক্ত পান ক'রে তোমার ক'টা হাত গজায় তাই।

বসন্তক। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। যুবক, কোন অধিকারে এখানে প্রবেশ ক'রেছিস? [ভৃগুরামের প্রতি]

ভৃগুরাম। মায়ের মন্দিরে সকল মানুষের সমান অধিকার, সেই অধিকারে।

বিশ্বাস হয় না।

রাম। যদি বলি অত্যাচার অবিচার যেখানে দানা বেঁধে উঠেছে, তারই তিকার কল্পে, মানুষের দাবিতে এসেছি।

সন্তক। তাও বিশ্বাস হয় না।

গুরাম। যদি বলি, নিয়মের রাজত্বে মানুষ যেখানে পশুর ন্যায় আচরণ করে, সেখানে তার পশুত্ব নাশ ক'রে ধর্ম সংস্থাপন ক'রতে।

ন্তক। আমি পশু?

য়ারাম। তারও অধম।

ন্তক। নির্ঘাত শূলে যাবে।

গেলে তোমাকে না নিয়ে নয়।

গুরাম। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম-বধের কারণটা কি, জানতে পারি? কি অপরাধে, কার চক্রান্তে তাপসগণের এই দুর্গতি?

চক্রান্ত কি আবার? রাজকর দেয় না যে ওরা। কর না দিলে যে সব গড়বড়! রাজকর না দিলে শূলে যেতে হয় জানিস্ না?

রাম। রাজকর! রাজকর তোমরা দাও না?

না।

রাম। দিই না, এবং দেব না।

বসন্তক। 'শোন্, ব্যাটাদের কথা শোন্। ব্যাটারা মাটি ফুটে গজিয়ে উঠে
কিনা ?

ভৃগুরাম। না ভাই, রাজা দেশের শাসক। কর না পেলে তাঁর শাসনকা
চলে না। সুতরাং কর দিতেই হবে। তোমরা যাও, কর নিয়ে এসো
যতক্ষণ না তোমরা ফিরে আসবে, ততক্ষণ তোমাদের জন্য আমার মা
জামিন রইল। ব্রাহ্মণ, আমাকে বন্দী করুন।

বসন্তক। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। নাও ঠ্যালা।

দয়ারাম। কোন প্রয়োজন নেই। আগেই বলেছি, আমরা তাপস, একমা
ঈশ্বর ছাড়া অন্য রাজা মানি না।

সত্যরাম। তাই রাজকরও দিই না।

ভৃগুরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাপসদের তো রাজকর দেওয়ার অধিকার নেই। ব্রাহ্ম
আপনি জেনে শুনে ব্রহ্মবধে লিপ্ত হয়েছিলেন কেন ?

বসন্তক। ব্যাটা, আমার উপর টেক্কা ? জমদগ্নির ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে যে
চায়।

ভৃগুরাম। তোমরা জমদগ্নির সন্তান।

দয়ারাম। হ্যাঁ, জমদগ্নি আমাদের পিতা।

ভৃগুরাম। তোমাদের মা রাজনন্দিনী ?

সত্যরাম। হ্যাঁ রাজনন্দিনী রেণুকা আমাদের মা।

ভৃগুরাম। তাহ'লে তুমি ?

দয়ারাম। আমি দয়ারাম।

ভৃগুরাম। আর তুমি ?

সত্যরাম। আমি সত্যরাম।

ভৃগুরাম। দয়ারাম সত্যরাম, ঋচিক-নন্দন জমদগ্নি তোমাদের পিতা
রাজনন্দিনী রেণুকা দেবী তোমাদের মা ? আর তোমাদের বড় ভাই

দয়ারাম। জন্মাবধিকাল শুনে আসছি। তিনি কৈলাসধামে শাস্ত্র এবং অস্ত্র শিক্ষায় রত আছেন।

সত্যরাম। তাই আমাদের তাকে কাছে পাবার সৌভাগ্য হয় না। আর কোন দিন হবে কি না জানি না।

বসন্তক। আরে বাবা? এরা যে কথার পাহাড় নামিয়ে দিলে। ওরে ও বাঞ্ছা, তুইও যে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনছিস্। নে খাঁড়া তোল, মার কোপ।

ভৃগুরাম। শোনো ঘাতক, শুনুন রাজকর্মচারী, আপনারা রাজার আদেশ পালন ক'রতে এসে,—বিবেক, ধর্ম বিসর্জন দিয়ে অন্যায়ের পথে চ'লেছেন। কিন্তু আমি কর্তব্য পালন ক'রতে চলেছি রক্তের টানে, স্নেহের দুর্বার আকর্ষণে। এরা আমার কে জানেন বিদূষক?

বসন্তক। কে? কে তোমার?

ভৃগুরাম। এরা আমার বুকের পাঁজর, চোখের মণি। ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে এরা আজ ঘাতকের খড়্গতলে। আর ভৃগুরাম তাই পাষাণের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

দয়ারাম। তা'হলে তুমিই আমাদের দাদা?

সত্যরাম। দাদা! দাদা তুমি!

ভৃগুরাম। হ্যাঁ, আমিই সেই ভৃগুরাম।

বসন্তক। ওরে বাঞ্ছা, ধর ধর ব্যাটাদের। নইলে আমাদের মাথা যাবে।

বাঞ্ছা। ব্যাটারা! [অগ্রসর]

ভৃগুরাম। সাবধান ঘাতক! শোনো বিদূষক। জানো না ভৃগুরামের প্রতাপ, জানো না তার শক্তির প্রাচুর্য্য। আমি নিজের হাতে এদের বন্ধন মোচন ক'রে নিয়ে চ'ললাম। সাধ্য থাকে এগিয়ে এসে বাধা দাও।

বাঞ্ছা। জয় মা। [খাঁড়া উত্তোলন]

ভৃগুরাম। তিষ্ঠ। আর এক পা অগ্রসর হ'লে তোমাদের দুজনকেই এই মন্দিরে মায়ের সামনে বলি দেব। যতক্ষণ না আমরা দৃষ্টির বাইরে চলে

যাই, ততক্ষণ—ততক্ষণ তোমরা ঐখানে, ঐভাবে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। এস ভাই সব।

[দয়ারাম ও সত্যরামকে লইয়া প্রস্থান]

বাঞ্ছারাম—ও ঠাকুর মশাই, আমি কি এমন ক'রেই সং সেজে থাকবো ? বলি ব্যাপারটা কি ?

গীতকণ্ঠে কর্মফলের প্রবেশ

গীত

বুঝিস্ হ'ল কি এটা ?
দেবী যারে রাখে, তারে মারতে পারে কোন্ ব্যাটা ?
তুই হলিরে আস্তো ঢোঁড়া
অস্ত্র থেকেও তাইতো খোঁড়া,
এবার নিজের গলায় খাড়া দে বসিয়ে, যাক ল্যাঠা।

বসন্তক। কি বললি ব্যাটা ?

কর্মফল। ব'লতে হবে কেন, চোখেই তো দেখলেন ঠাকুর, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। [প্রস্থান]

বসন্তক। হ্যাঁ রে বাঞ্ছা, কি নামটা ব'ললে যেন, জগদগ্নি ব্যাটা ভৃগুরাম, নয় ?

বাঞ্ছা। আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

বসন্তক। চল্ চল্ ফিরে যাই আগে। তারপর মুনি ব্যাটাদের গোঁফ দাঁড়ি কামিয়ে, গালে চুণ কালি দিয়ে রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দেব। আয় বাঞ্ছা, আয়। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

নর্মদার তীর-সংলগ্ন পথ

কলসী লইয়া রেণুকার প্রবেশ

রেণুকা—অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য স্বামী অধীর প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন। জল না পেলে তাঁর আহ্নিত হবে না। কিন্তু চোখের জলে পথ যে দেখতে পাচ্ছি না। ওরে দয়া, ওরে সতু, তোরা চ'লে গেলি, কিন্তু আমার যে আর মা, ব'লতে পৃথিবীতে কেউ রইল না রে! বাবা আমার—দুখীনির অঞ্চলের নিধি, দরিদ্রের জীর্ণ কুটির আলো করা ধন, আয়, ফিরে আয়; অমি যে তোদের মা। ওরে রাম, কতযুগ তোর চাঁদ মুখখানা দেখিনি। দয়াময়, আর কত যন্ত্রণা দেবে! কতদিন, কতদিন যে রামের মুখে মা-মা ডাক শুনিনি আমি।

[মাতৃ-স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম—মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী।
দেবী ভূ-রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্বদুঃখহা॥
আরাধ্যা পরমা মায়া তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া॥
দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যঃ সর্বদুঃখাদ্‌বিমুচ্যতে॥
দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্।
পরাশরমুখাৎ পূর্ব্বম শ্রৌষং মাতৃসংস্তবৌ॥

যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখীভবেৎ]

ভৃগুরাম। মা-মা-কৈ মা! কোথায় আমার মা—
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী ?

রেণুকা। কে! কে মা-মা ব'লে ডাকে? এ যেন কতকালের পরিচিত কণ্ঠ; এ মা ডাক—[কলসী পড়িয়া গেল]

ভৃগুরাম। একি! কলসী প'ড়ে গেল যে মা? [নিকটে আসিল]

রেণুকা। হ্যাঁ-হ্যাঁ-বাবা [রেণুকা ঘোমটা টানিয়া দিল]

ভৃগুরাম। না-না লজ্জার কি আছে মা। লজ্জা পেলে তো হবে না। আমি যে তোমার সন্তান তুল্য। সন্তানের কাছে মায়ের ঘোমটা আপনিই খ'সে পড়ে যে মা।

রেণুকা। কে তুমি বাবা? দেখে মনে হয় তুমি –

ভৃগুরাম। আমি? আমাকে চিনবে না মা। আমি সৃষ্টির ব্যতিক্রম। কিন্তু তোমার মলিন বসন, রুক্ষ কেশ, চোখে জল—অথচ স্নেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইছ—কে তুমি? কি হ'য়েছে? চোখে জল! কাঁদছো কেন মা?

রেণুকা। না-না-কাঁদবো কেন? তোমার মুখে ঐ মা ডাক শুনে মনটা যেন কেমন ক'রে উঠল। অনেক দিন সন্তানের মুখে মা ডাক শুনিনি কিনা বাবা, তাই চোখে জল এলো। [চক্ষু মুছিয়া]

ভৃগুরাম। ব'লবে না মা?

রেণুকা। দুঃখীর কথা কি আর শুনবে বাবা, ঐ সব কথা বলাও যায় না, আর বোঝানও যায় না—তুমি যেখানে যাচ্ছো, যাও।

ভৃগুরাম। তাই যাচ্ছি মা—ব'ললে যদি ব্যাথা পাও, তা' হ'লে থাক। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] হ্যাঁ, জমদগ্নি মুণির আশ্রমটা কোথায় ব'লতে পারো মা?

রেণুকা। সেখানে তোমার কি প্রয়োজন বাবা?

ভৃগুরাম। সেই কুটিরে আমার মা আছে। আমি জমদগ্নি মুনির সন্তান। আচ্ছা, চলি মা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

রেণুকা। ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। কে তুমি?

রেণুকা। আমি তোর সেই অভাগিনী মা। [ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল]

ভৃগুরাম। মা! তুমি সেই রাজার নন্দনী—আমার রেণুকা মা!

[প্রণাম করিয়া পায়ের তলায় বসিল]

রেণুকা। আমার ভৃগুরাম, আমার আনন্দ দুলাল! [চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন] একি! একি—আমি জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখছি?

ভৃগুরাম। না মা, আমি সত্যই যে তোমার পাদ-বন্দনা ক'রতে এসে আমার স্থান নিজেই বেছে নিয়েছি, জননী। এই বুকে হাত দিয়ে একবার দেখো মা—তোমার এতটুকু মমতার অভাবে এখানে কত জ্বালা, কত হাহাকার, কিরূপ ব্যথার কুণ্ডলীতে এ হৃদয় ভ'রে উঠেছিল জননী!

রেণুকা। জানিরে বাবা, জানি। মায়ের কি আর জানতে বাকী থাকে? [টানিয়া তাহাকে তুলিল] সন্তান যে মায়ের নাড়ীর স্পন্দন—তাই যত দূরেই সে থাকুক, শ্বাস নিলে মা টের পায়। রাম! [গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল]

ভৃগুরাম। মা!

রেণুকা। এত বড় হ'য়ে তুই ঘরে এসেছিস। আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! কিন্তু—

ভৃগুরাম। ও কি, ব'লতে গিয়ে থেমে গেলে কেন? কি হ'য়েছে মা? তোমার চোখে জল কেন?

রেণুকা। তুই তো আমায় কাঁদিয়ে রেখে গিয়েছিলি বাবা, কাঁদবো না?

[হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

ভৃগুরাম। ওকি! অমন ক'রে কাঁদছো! আমাকে ব'লবে না মা?

রেনুকা। কি শুনবি? আমি তো না হয় পাষাণ হ'য়ে গেছি, কিন্তু আসতে না আসতেই তোর বুকটা আমি তেমনি পাষাণ দিয়ে কি ক'রে ভেঙে দিই? দয়া, সতু আমাকে কাঙাল সাজিয়ে রেখে গেছে ব'লে, মা হ'য়ে আমিও কি ক'রে তোকে—

ভৃগুরাম। আর ব'লতে হবে না মা। আমি বুঝেছি। তুমি চুপ করো। ঘাতকের খড়্গতল হ'তে তোমার দয়া, সতুকে আমি মুক্ত ক'রেছি। তারা ফিরে এসেছে।

রেণুকা। রাম, তারা ফিরে এসেছে?—তারা মুক্ত! ওরে রাম, আমি বেঁচে আছি শুধু দেবতার বরে। আমার আজ কত আনন্দ! তিন পুত্র আজ আমার ঘরে—ভৃগুরাম, দয়ারাম, সত্যরাম!

ভৃগুরাম। হ্যাঁগো মা।

রেণুকা। আমি জানতাম বাবা, তুই বেঁচে থাকলে আমার বাছারা ম'রবে না। ম'রতে দিবি না।

ভৃগুরাম। জানতেই যদি মা একথা, তা'হ'লে দশমাস দশদিন গর্ভধারণের পর জগতের বুক থেকে আমার পরিচয় মুছে দিয়ে সেই দুর্গন্ধময় নরকে আমায় ফেলে দিয়ে এসেছিলে কেন জননী?

রেণুকা। নরক কি রে? সে যে স্বর্গ—সে যে দেবাদিদেবের বাসভূমি!

ভৃগুরাম। না মা, পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত শিশুর কাছে সেই নরক। স্বর্গ হ'চ্ছে পিতামাতার স্নেহের কোল। স্বর্গের সিংহাসনও তার কাছে মূল্যহীন।

রেণুকা। ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। বলো মা, বলো—কেন তোমার অকৃপণ স্নেহের দুর্গে এতটুকু আমার আশ্রয় হয়নি? কেন কৈলাসের কঠিন পাথরে আমাকে আছাড় দিয়ে মারতে গিয়ে ফেলে এসেছিলে?

রেণুকা। না রে না, পাগল ছেলে। মা কি কখনোও নিজের ছেলেকে মারতে পারে? না—না—মারতে যাবো কেন?

ভৃগুরাম। তবে?

রেণুকা। তোর জীবনের ওপর অভিশাপ ছিল বাবা।

ভৃগুরাম। অভিশাপ! অভিশাপ কি মা?

রেণুকা। সে অনেক কথা বাবা, তবে এইটুকু জেনে রাখ, তোর পিতামহী সত্যবতী ভুল ক'রে তার মায়ের চরু খেয়েছিল। সেই অপরাধে তোর পিতামহ ঋচিক তাপস—

ভৃগুরাম। তার পৌত্রকে এমনি শাপগ্রস্থ করেছেন? মা!

রেণুকা। দুঃখ করিসনে বাবা, আমি তাই তোর জীবনে শান্তির জ্যোছনা ফুটিয়ে তুলতে পাষাণীর মত শঙ্করের আশ্রমে রেখে এসেছিলাম।

ভৃগুরাম। তুমি তো ভুলে ছিলে মা! কিন্তু আমার? আমার দুঃখের কথাটি একবারও ভেবেছিলে কি?

রেণুকা। ভেবেছিলাম বাবা। কিন্তু ঐ পথ ছাড়া যে অন্য উপায় ছিল না।

ভৃগুরাম। কিন্তু আমি যে, রাজার ঐশ্বর্য্যের চেয়েও এমন বড় ঐশ্বর্য্যকে [রেণুকাকে দেখাইল] নর্মদার তীরে হারিয়ে ফেলেছিলাম, মা।

রেণুকা। ক্ষ্যাপা ছেলে। ওরে, মাতা পুত্রের এমনি সম্পর্ক যে, একটাকে টান দিলে আর একটা ছুটে আসে। যাক, এখন তুই আশ্রমে যা বাবা, ঐ যে আশ্রম।

ভৃগুরাম। আর তুমি?

রেণুকা। আমি তোর পিতার সন্ধ্যাহ্নিকের জল নিয়ে যাচ্ছি। বুঝিস তো, ব্রাহ্মণের কাছে সন্ধ্যাহ্নিক কি বস্তু।

ভৃগুরাম। তবে তাই হোক মা তোমার আদেশই আমার শিরোধার্য। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। যুগযুগান্তরের জমাট বাঁধা দুঃখ ভুলে তোমার পায়ের নীচে অনেক দিনের পর আজ ঘুমিয়ে প'ড়বো। তোমার শীতল হাতের স্পর্শ দিয়ে তুমি আমার সমস্ত ক্লান্তি ঘুচিয়ে দিয়ো মা। [প্রস্থান]।

রেণুকা। তাই তো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে আসে। আমি যাই, নইলে জলের জন্য স্বামীর সান্ধ্যাহ্নিক হবে না। [দূরে লক্ষ্য করিয়া] কিন্তু ও কি! কারা আসছে যেন! রাজার লোকজন হবে মনে হচ্ছে। নদীতে জলকেলি ক'রতে আসছে নিশ্চয়। না, আর দেরী নয়, কোন পথে পালাই? ঈশ্বর, তুমি সহায় হও। আমাকে পথ দেখিয়ে নির্বিঘ্নে আশ্রমে পৌঁছে দাও প্রভু। [কলসী লইয়া প্রস্থান]

[বসন্তকের প্রবেশ]

বসন্তক। প্রভুর কি দয়া। তিনি কিনারা দিয়েছেন দেখছি। মাস খানেক বাদে তবু মানুষের আওয়াজ পাওয়া গেল। আজ দেখছি সুপ্রভাত হ'য়েছিল। কিন্তু বাবা, নদীর ধারে এই হরীতকী বনে এত স্ফূর্তি আসে কি করে? আমি একা নাচলেই তো মহারাজ সন্তুষ্ট হবে না। কাকেই বা ডাকি? কই গো কামিণী-মনমোহিণী?

[বাঞ্ছারামের প্রবেশ]

বাঞ্ছারাম। কামিনী আসেনি, আমি এসেছি গুরু; মহারাজ কামিনীকে নিয়ে—

বসন্তক। মহারাজ কামিনীকে নিয়ে জলকেলী ক'রছেন!

বাঞ্ছারাম। বুঝেছো, তিনি আমাদের কাছে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

বসন্তক। পৃথিবী যে গোল বৎস। সেই জন্য এত গোলযোগ। যতই যাও না কেন—যেখান থেকে বেরুবে ঠিক সেই খানে এসে পৌঁছাবে। যাক, সোমরস এনেছো তো?

বাঞ্ছারাম। আঁজ্ঞে এনেছি গুরু। খানিকটা দেব? খেয়ে অমর হবে।

বসন্তক। ওরে বাবা! ও হচ্ছে আমার সুন্দরীর অভিশাপ আমাকে স্পর্শ ক'রতে নেই। আর স্পর্শ ক'রলেই আমার উপর রাগ ক'রে সুন্দরী বারটান দেবে।

বাঞ্ছারাম। বারটান কি গুরু? সে কি জিনিষ?

বসন্তক। সে তো বোঝাতে পারবো না। আর বুঝলেও ব'লতে পারবো না সে যে, কি জিনিষ! যার পরিবারের হ'য়েছে—সেই বোঝাতে পারবে বাপধন। ওই জিনিষ খেয়ে আমার জলজ্যান্ত সংসার নষ্ট ক'রব না। তার চেয়ে তুই খা, আমি দেখি।

[নর্তকী সহ কার্তবীর্য্যের প্রবেশ]

কার্তবীর্য্য। কোথা যাও কামিনী, ধরা দাও। তোমার অনুরাগে আজ আমি অন্ধ। এ জগতে কেবল তুমি আর আমি। আমি আর তুমি—তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রতে ধর্মাধর্ম মানবো না। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য বিচার ক'রবো না। বলো, তুমি আমায় ভালবাস কি না?

বসন্তক। মহারাজকে ভাল বাসতেই তো ওদের জন্ম।

বাঞ্ছারাম। সুতরাং মহারাজকে ভাল না বাসাই তো পাপ।

কার্তবীর্য্য। বলো কামিনী, আমার কাছ হ'তে ভালবাসার কি প্রতিদান চাও?

বসন্তক। মহারাজ, প্রতিদান কি ব'লছেন! আপনি তো ওকে সর্বস্ব দান ক'রে ব'সে আছেন।

বাঞ্ছারাম। মহারাজ, এইবার দেবরাজ ইন্দ্রের দান গ্রহণ করুণ।

কার্তবীর্য্য। সোমরস? চমৎকার। স্বর্গের সুধা আর মর্তের সুরা। এই সুরাপানে চোখের সামনে তুলে ধরে রঙিন আলো। কামিনী, সুরা দাও—তোমার ঐ মোহিনী মূর্তির ভিতরে আমিও বিলীন হ'য়ে যাই। [সুরা দিল] বসন্তক, তুমিও খাও, এ যে অমৃত।

বসন্তক। মহারাজ, আমি তো দেখেই মাতাল হ'য়ে গেছি। আর খেয়ে কি হবে?

বাঞ্ছারাম। গুরু, তুমি একটু স্পর্শ ক'রে দাও না। আমি খেয়ে অমর হব।

কার্তবীর্য্য। অমর হবে সুরাপানে? হা-হা-হা, বসন্তক নাও, নাও গ্রহণ করো।

বসন্তক। মহারাজ, আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ যে নেশা করে নি। তাই প্রথম খেতে যেন কেমন—কিন্তু কিন্তু হচ্ছে।

কার্তবীর্য্য। দোষ কি? তোমার ব্রাহ্মণত্ব যাবে না। নাও, গ্রহণ করো। [বসন্তক গ্রহণ করিল] নাও, খাও-খাও [বসন্তক তাহার নাক টিপিয়া খাইল] খেলে বুঝতে পারবে। হা-হা-হা, এ জগৎ-সংসারে যখন জন্মালেই ম'রতে হবে, তখন ভোগ ক'রে নাও, কি বল কামিনী?

বাঞ্ছারাম। গুরু, আর দেবো সোমরস? সেবন ক'রবেন?

বসন্তক। অবশ্য, অবশ্য।

বাঞ্ছারাম। [বসন্তককে সোমরস দিল, সে খাইল, পরে বাঞ্ছাও আড়াল করিয়া নিজে খাইল। নর্তকী মহারাজকে সোমরস দিল]

কার্তবীর্য্য। বসন্তক? দেখো, দেখো, সামনে তোমার কামিনী।

বসন্তক। খাবো, আবার খাবো। কামিনী, সোমরস দাও।

কার্তবীর্য্য। হা—হা—হা! চমৎকার ব্রাহ্মণ। কামিনী, শুনলে আমার

প্রিয়তম বন্ধু কি বলছে ? যাও, তুমি ওকে নিজের হাতে সোমরস দাও, যাতে ও নিজেকে আরও সুন্দর ক'রে তুলতে পারে।

[নর্তকী নিজের হাতে বসন্তককে সোমরস খাওয়াইল]

বসন্তক। মহারাজ ! এ আমায় কি অমৃত পান করালেন ?

কার্তবীর্য্য। তোমায় খুব ভালবাসি কিনা, তাই। আরও চাই ? নর্তকী আরো দেবে ? আরও তুমি খাবে ? তারপর জলকেলী ক'রবে। পারবে বসন্তক - পারবে ? কামিনীকে নিয়ে তুমি জলকেলী ক'রতে পারবে ?

বসন্তক। নিশ্চয়ই পারবো। কামিনীকে নিয়ে আমি জলে ডুবে ম'রবো।

বাঞ্ছারাম। আর জল থেকে উঠবেন না, গুরু ? তা'হলে আমার কি হবে ?

বসন্তক। থাম্ বাবা, থাম্। একটু ফুর্ত্তি ক'রতে দে।

কার্তবীর্য্য। এসো—এসো, কামিনী ! তোমার নৃত্যের সুললিত ছন্দে আমায় মুগ্ধ ক'রে তোলো। [নর্তকীর নাচ] এসো, ধরা দাও—না জানি কি বাঁধনে আমাকে বেঁধেছো ! সুন্দরী কামিনী ! এসো, বুকে এসো। তোমাকে বুকে ধ'রে আমার এই জ্বালাময় বুকে একটু শান্তির পরশ পাই। কেন ? অভিমান ? আমাকেই এগিয়ে যেতে হবে ? তাই চলো, কামিনী ! এসো বসন্তক। ঐ নদীর জলে যাই। এ হৃদয়ের জ্বালা যদি শীতল হয়। [নর্তকী সহ প্রস্থান]

বসন্তক। ওরে বাঞ্ছা, চল্‌না হতভাগা।

বাঞ্ছারাম। ডুবে ম'রবে ? চলো, গুরু, চলো। [জড়াজড়ি করিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

জমদগ্নি মুনির আশ্রম

জমদগ্নি আসিতেছিল

নেপথ্যে জমদগ্নি ! সন্ধ্যাহ্নিক হবে না ! সন্ধ্যাহ্নিক হবে না ! সন্ধ্যা আজ কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবে ! ধর্ম গেল, কর্ম গেল, পিতৃপুরুষ স্বর্গচ্যুত হ'ল ! [প্রবেশ করিয়া] কে ?

রেণুকার প্রবেশ

রেণুকা। আমি গো। আমাকে কি তুমি চিনতে পারছো না ?

জমদগ্নি। ওঃ—তুমি ! [রুক্ষস্বরে]

রেণুকা। তুমি অমন ক'রছ কেন ? তবে বুঝি আমার দয়া, সতু ঘরে ফিরে আসে নি !

জমদগ্নি। [রুক্ষস্বরে] দয়া, সতুর কথা পরে হবে। এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করি, আমার মুখের দিকে চেয়ে তার সঠিক উত্তর দাও।

রেণুকা। তুমি বড় উত্তেজিত হ'য়েছো বুঝতে পারছি। তাই হয় গো, তাই হয়। সংসারে যারা আশার আলোক-বর্তিকা, যাদের জন্য সারা সংসারট ঝলমল ক'রতে থাকে, সেই সন্তানেরা না থাকলে, সে স্থান তখন মরুভূমি হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আর তো সে দুঃখ হবার কথা নয়। আজ কে এসেছে দেখেছ ?

জমদগ্নি। আমি না দেখলেও ক্ষতি নেই। তুমি দেখেছ তো ?

রেণুকা। দেখিনি আবার ? সত্যি, তাকে এতদিন কাছে না পাবার জন্য বুকে কি নিদারুন জ্বালা নিয়ে বেঁচে ছিলাম, তুমি বুঝবে না।

জমদগ্নি। বুঝিনি, বুঝবো না, বুঝতে চাই না, এবং ভবিষ্যতেও কখনো বোঝার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে ক'রব না। তুমি যাও—।

রেণুকা। আচ্ছা, আচ্ছা। আগে তুমি সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নাও, তার পর বুঝিয়ে দেব।

জমদগ্নি। দরকার নেই। তোমার হাতের জলে পিতৃলোকের তর্পন ক'রে তাদের নরকগামী ক'রব না।

রেণুকা। [ভীষণ ভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া] কি ! কী বললে ? আজ আমার হাতের জলে পিতৃতর্পণ চ'লবে না ! কি বলছো তুমি ?

জমদগ্নি। বলবার আর কি রেখেছো তুমি ? বেদ গেল, গায়ত্রী গেল, তপস্যা নিয়ম নিষ্ঠা গেল ! কি করলি, স্বেচ্ছাচারিণী ?

রেণুকা। চুপ ! যে স্বেচ্ছাচারী হয়, সেই অপরকে স্বেচ্ছাচারিণী বলে।

জমদগ্নি। বটে ! তুমি স্বেচ্ছাচারিণী নও ? তাহ'লে তুমি কি ?

রেণুকা। মহাশক্তির অংশ-সম্ভূতা, আমি সতী নারী।

জমদগ্নি। না, তুমি দ্বিচারিণী।

রেণুকা। সাবধান, ব্রাহ্মণ ! এখনো আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। অমন নিদারুণ ভাষা শুনলে চন্দ্র সূর্য্য আর আকাশে উঠবে না। পৃথিবী ভূমিকম্পে ফেটে প'ড়বে, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে তোমার এই সাধনার তপোবন।

জমদগ্নি। সে জলোচ্ছ্বাস চলছিল কোথায়, নদীর ঘাটে ?

রেণুকা। কি ! কি ব'লছ তুমি, ঋষি ?

জমদগ্নি। বলছি, এক রাজপুরুষের জল-ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হ'য়ে ধর্মকর্ম ভুলে ছিলে, তাই নয় কি ? ব'লতে পারো, আমার এ কথা মিথ্যা ?

রেণুকা। মিথ্যা, সম্পুর্ণ মিথ্যা—এ তোমার ধর্ম-বিগর্হিত কথা।

'গ্নি। তোমার ধর্ম বুঝি স্বামীর সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য জল আনার ছলে পথে গিয়ে পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করা ?

ণুকা। তুমি কি বুঝবে নিষ্ঠুর, সে আমার কে ?

গ্নি। আমি মূর্খ, আমি অজ্ঞ—শাস্ত্রে আমার বর্ণ পরিচয়ও হয়নি। পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার আমার কাছে তমসাবৃত। শুধু জ্ঞান সঞ্চয় ক'রেছ তুমি ! তুমি বিদুষী রমণী-শ্রেষ্ঠা ! ওঃ ! এমনি ক'রেই ছলনাময়ী নারীদের বিহার হয়, চলে অভিসার !

রেণুকা। সাবধান, ব্রাহ্মণ ! অসংযত ভাষা তোমার মুখে শোভা পায় না। মনে হয়, আজ তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ ক'রেছে। কি ব'লবো—যদি না তোমাকে সকল তীর্থের সার ব'লে মনে ক'রতাম, যদি না হ'তে আমার ইষ্ট-দেবতা ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরেরও বড় ব'লে যদি না তোমায় জ্ঞান করতাম—তাহ'লে এই তপস্বিণী নারীর অভিশাপে তুমি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠতে।

দগ্নি। রেণুকা !

রেণুকা। কিন্তু না, আমি জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবো, তবু আমার দহনে আঁচও তোমায় স্পর্শ ক'রবে না। বলো, তোমার কি উদ্দেশ্য ?

জমদগ্নি। শাস্ত্রমতে, তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম হ'তে পতিত।

রেণুকা। বলো কি, সমাজ বিধানকারী ব্রাহ্মণ! ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে কতকগুলো অশাস্ত্রীয় বিধান রচনা করার নাম বুঝি তোমাদের শাস্ত্র ?

জমদগ্নি। রেণুকা !

রেণুকা। যার সর্বনাশ ক'রতে ইচ্ছা করো, ধর্মাধর্ম, বিবেক, বিচার বাদ দিয়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, তারও পর চলে তোমাদের প্রহসন ? যুক্তি, প্রমা ব্যতিরেকেও তোমাদের মনের শাস্ত্রে সতী হয় অসতী ?

জমদগ্নি। বটে ! এই ভাষণই বুঝি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ? এই উক্তি বুঝি আশ্রম-বাসিনী স্বাধ্বী রমণীর পরিচয় ? এমনি গরলই বুঝি মনের মধ্যে সারাজীবন জমিয়ে রেখেছিলি, পাপিষ্ঠা ? এই, কে আছিস ? দয়ারাম

কাঠের বোঝা লইয়া দয়ারামের প্রবেশ

দয়ারাম। কেন পিতা, ডাকছেন আমায় ? কোন প্রয়োজন আছে ?

জমদগ্নি। হ্যাঁ। প্রয়োজন হ'য়েছে—রাখ ওখানে কাঠ, ধর কুঠার।

দয়ারাম। কুঠার কি হবে পিতা ?

জমদগ্নি। তোমার ঐ কুঠারের আঘাতে তুমি মাতৃ-হত্যা করো।

দয়ারাম। মাতৃ-হত্যা ! সে কি পিতা ? আমরা দু'ভায়ে মরণের হাত থেকে বেঁচে ফিরে এলাম। আশ্রমে পা দিতে না দিতেই আপনার কাষ্ঠছেদন ক'রতে গেলাম। ক্ষুৎ-পিপাসায় আমি কাতর। এই অব আমায় সান্ত্বনা দেবেন, না এমন নিষ্ঠুরতম আদেশ !

জমদগ্নি। হ্যাঁ, এই নিষ্ঠুরতম আদেশ তোমাকে পালন করতে হবে।

দয়ারাম। পারবো না। আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

জমদগ্নি। ওঃ, তুমি অক্ষম ! তাহ'লে তুমি পারবে না ? সত্যরাম-

সত্যরামের প্রবেশ—তাহার মাথায় কাঠ

সত্যরাম। আমিও আপনার আদেশ পালনে অক্ষম, পিতা !

জমদগ্নি। আমার আদেশ—

দয়ারাম। রাখবো না।

জমদগ্নি। আমার নির্দেশ—

সত্যরাম। মানবো না।

রেণুকা। পিত্রাদেশ পালন করো দয়ারাম, আমি আদেশ দিচ্ছি।

দয়ারাম। ফিরিয়ে নাও আদেশ, মা! আমি অক্ষম।

রেণুকা। সত্যরাম, তুমি তোমার পিতার অদেশ পালন কর—আমি বলছি।

সত্যরাম। সত্যরাম তোমার আদেশে পাহাড় ফাটাতে পারে, প্রয়োজনে ম'রতে জানে, কিন্তু অমন কঠিন আদেশ পালন ক'রতে সে পারবে না, মা।

জমদগ্নি। বটে ! তাহ'লে তোমরা কাপুরুষ।

সত্যরাম। অমন কাপুরুষ হ'য়ে বেঁচে থাকাও গৌরবের বস্তু পিতা, তবু মাতৃ-হত্যা ক'রে বেঁচে থাকা অগৌরবের।

দয়ারাম। যে মা দশমাস, দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রেছে, তার শিরে কুঠারের আঘাত ? না—না, পারব না পিতা, পারব না, এ অসম্ভব !

রেণুকা। পারতে হবে দয়ারাম। তুমি না ভৃগুরামের ভাই ? তুমি না স্থূর্য্যতপা ঋষির পুত্র ? পারতে হবে।

দয়ারাম। পাষান দিয়ে এবুক গড়া হ'লে হয়ত পারতাম, মা। কিন্তু এই রক্ত-মাংসের শরীরে এমন অসাধ্য কাজ সাধন করা সম্ভব নয়।

জমদগ্নি। সত্যরাম, তুমিও তাহ'লে পারবে না ?

সত্যরাম। পিতা উন্মাদ হ'লে, পুত্রগণ তো উন্মাদ হ'তে পারে না।

জমদগ্নি। তবে কি বুঝবো, তোমরা আমার সন্তান নও ?

দয়ারাম ⎫
সত্যরাম ⎭ পিতা !

রেণুকা। স্বামী! তুমি না নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ? একথা তুমি উচ্চারণ ক'রতে পারলে? মনে নেই সে দিনের কথা? যেদিন, রাজার নন্দিনী হ'য়ে, আত্মসুখের জন্য, ঐশ্বর্যের জন্য, কোনো রাজপুত্রের গলায় বরমাল্য না দিয়ে দিয়েছিলাম—সত্যানুরাগী আজন্ম-সাধক, ঋচিক নন্দনের গলায়! কিন্তু, আজ তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে যেন, সেই তাপস-নন্দন তুমিও নও, দেবতার আসন থেকে তোমার স্থান অনেক নীচে!

জমদগ্নি। সাবধান, প্রগল্‌ভা নারী।

দয়ারাম }
সত্যরাম } পিতা!

জমদগ্নি। দূর হ'য়ে যাও এই তপোবন হ'তে, তাপস কলঙ্ক। যে নারী ধর্মহীনা—

দয়ারাম। সাবধান, পিতা। এর পরে আপনাকেও ক্ষমা ক'রতে ভুলে যাবো।

সত্যরাম। ভুলে যাবো ধর্মের দোঁহাই—ভুলে যাবো ন্যায়ের নিয়ম।

রেনুকা। ছি, ছি! কি হ'চ্ছে তোমাদের—দয়ারাম, সত্যরাম?

দয়ারাম। কি হবে, মা! আর একবার, পিতা ঐ কথা উচ্চারণ ক'রলে ঐ জিভখানা আমি উপড়ে নিয়ে আবর্জনা স্তূপে ফেলে দেব।

জমদগ্নি। এতদূর স্পর্ধা তোদের? পিতাকে অসংযত ভাষায় অপমান করলি? এই পাপের শাস্তি তোদের নিতেই হবে। অহিংসার সাধক, আজন্ম তপস্বী, জমদগ্নিমুনি আজ পুত্র-হত্যা, এমন কি স্ত্রী-হত্যা ক'রতেও দৃঢ়-সংকল্প! জগদীশ্বর, সবই তোমার ইচ্ছা! আজ যদি আমার ভৃগুরাম থাকতো—

[ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম। কে ডাকে, রাম রাম বলে? অগ্নিক্ষরা মন্ত্রে কে আমাকে আহ্বান করে? আশ্রমের সন্ধান না পেয়ে আবার আমায় এই পথেই, ফিরে আসতে হ'ল [প্রবেশ করিয়া] এই যে, মা! তুমি আমায় ডাকছিলে?

রেনুকা। [কাতর কণ্ঠে] ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। তোমার পাগল করা ডাক, আবার আমায় তোমারই পায়ে টেনে এনেছে, মা! [প্রণাম করিল]

রেনুকা। ঐ তোমার পিতা। ওঁকে আগে বন্দনা করো।

ভৃগুরাম। ইনিই পিতা? [প্রণাম করিল]

দয়ারাম } সত্যরাম } দাদা! দাদা—[জড়াইয়া ধরিল]

ভৃগুরাম। ভাই!

জমদগ্নি। ভৃগুরাম! কাছে এসো। সামনে তোমার বিরাট কর্তব্য।

ভৃগুরাম। [কাছে গেল] কর্তব্য সাধনের জন্যই তো এতদূর ছুটে এসেছি, পিতা!

দয়ারাম। আমাদের সম্মুখ থেকে স'রে যাও দাদা—স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেললে আর পারবে না।

সত্যরাম। হৃদ্‌পিণ্ডটাকে ছিঁড়তে পার তো, তাহ'লে দাঁড়াও, নইলে পালাও দাদা, পালাও—।

ভৃগুরাম। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না তো! ভাইদের মুখ বিষন্ন, মায়ের মুখ মলিন, চোখে জল! কি হ'য়েছে, মা তোমার?

রেনুকা। তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করো, রাম।

জমদগ্নি। সে কথা শোনার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভৃগুরাম। প্রশ্নের উত্তর!

জমদগ্নি। সন্তানের কাছে বড় কে—মাতা না পিতা?

রেনুকা। শঙ্করের ছাত্র তুমি। উত্তর দাও রাম—কে বড়?

ভৃগুরাম। মা! শাস্ত্র শিক্ষা শেষ ক'রেছি মাত্র। শাস্ত্রপাঠ এখনো যে অনেক বাকী। একথার উত্তর কেমন ক'রে দেব, মা?

রেনুকা। বিবেকের কাছে পাঠ নিয়ে উত্তর দাও। তোমার মনের শাস্ত্রে বড় কে? পিতা না মাতা?

ভৃগুরাম। সে প্রশ্ন আজ আমারও। কে বড়?

জমদগ্নি। তোমারও!

ভৃগুরাম। না হবে কেন পিতা? আপনারও পিতা মাতা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি, আপনি কাকে বড় ক'রেছিলেন?

দয়ারাম। উত্তর দেন পিতা?

সত্যরাম। বলুন—বলুন পিতা, কে আপনার কাছে বড়?

ভৃগুরাম। আপনি যাকে বড় ব'লে মনে ক'রেছেন, আমার মনের শাস্ত্রেও সেই বড়, পিতা!

জমদগ্নি। অর্থাৎ বলতে চাইছ, মা'ই তোমার কাছে বড়?

ভৃগুরাম। বিচারকের আসনে ব'সে আপনিইতো সে বিচার শেষ ক'রলেন, পিতা!

দয়ারাম। একথা এতটুকু শিশুও জানে, যে মাতা পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছেন—?

সত্যরাম। তিনিই সন্তানের কাছে বড়

জমদগ্নি। বৃহৎ যোনী এ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম হ'চ্ছে বীজপদ পিতা, অথচ সেই ব্রহ্ম কি ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে নিকৃষ্ট?

ভৃগুরাম। বোধিরের কাছে সুমিষ্ট সঙ্গীতের মূল্য কি, পিতা?

দয়ারাম। কিন্তু মূল্য থাকে তখন—

রেনুকা। যখন তার মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে, সেই সঙ্গীত—রূপ, রস, ছন্দে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। ভৃগুরাম—তোমার জ্ঞান না থাকলেও আমি জানি—

ভৃগুরাম। জননী জন্ম-ভূমিশ্চ, স্বর্গাদপি গরিয়সী; আর—পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ। তাহ'লে স্বর্গাদপি গরিয়সী মা-ই আমার কাছে বড়।

রেনুকা। সত্যই রাম, মা বড়ো। কিন্তু তোমার সেই মায়ের গুরু যখন তোমার পিতা, তখন আমি তোমায় বলছি পুত্র—তোমার পিতাই বড়।

ভৃগুরাম। একি বলছো মা—পিতা বড়! এ কি ক'রে সম্ভব! তোমাদের শাস্ত্রে হয়তো পিতা বড়। কারণ, তিনি তোমার স্বামী, ইষ্ট। কিন্তু জগৎ-শাস্ত্রে সন্তানের কাছে যে মা-ই বড়। পিতা বড়, এ কি ক'রে সম্ভব?

রেনুকা। হ্যাঁ, বাবা। আমি বলছি তোমার পিতাই বড়। আর আজ হ'তে

তোমার সাধনার একমাত্র মন্ত্র—পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ। তোমার পিতাই হ'চ্ছে—

ভৃগুরাম। যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা। তাই না মা?

জমদগ্নি। তাই যদি সত্য ব'লে জেনে থাকো, তাহ'লে এই কুঠারের আঘাতে তোমার দুই ভাইকে তুমি হত্যা করো। ধর কুঠার।

[কুঠার দিল জমদগ্নি]

ভৃগুরাম। পিতা!

জমদগ্নি। কর ভ্রাতৃ হত্যা। এ তোমার পিতার আদেশ।

ভৃগুরাম। পিতার আদেশে ভ্রাতৃ-হত্যা ক'রবো?

দয়ারাম। কারণ জানতে চাইবে না, দাদা!

ভৃগুরাম। ভৃগুরাম এত অধার্মিক নয়, ভাই।

সত্যরাম। তাহ'লে কাজ শেষ করো তাড়াতাড়ি।

ভৃগুরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শেষ ক'রতে হবে বৈ কি! জগৎ যা পারে না, মানুষ যা শোনে না, মাতৃ-দর্শন ক'রতে এসে আমাকে তাই ক'রতে হবে?

দয়ারাম। দাদা!

ভৃগুরাম। ওরে আমি তোদের দাদা নই, আমি তোদের জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু! এরপর পৃথিবীতে ভাই যেন কারো না জন্মে।

সত্যরাম। দাদা!

ভৃগুরাম। ওরে, পালিয়ে যারে—পালিয়ে যা। এই জহ্লাদ দাদার দৃষ্টি থেকে তোরা পালিয়ে যা। যেখানে নেই এই দাদা, নেই এমন নিষ্ঠুর জনক, সেইখানে তোরা পালিয়ে যা, ভাই!

রেণুকা। ভৃগুরাম! পিতার আদেশ পালন কর।

ভৃগুরাম। দয়ারাম!

দয়ারাম। এই আমি, তোমার পদতলে ব'সেছি, দাদা!

রেণুকা। ওরে আমার দয়ারাম—!

দয়ারাম। মা! আশির্বাদ কর, আবার যেন তোমার কোলে ফিরে আসি, জননী!

রেণুকা　বল ভৃগুরাম, পিতা স্বর্গঃ- পিতা ধর্ম্মঃ।

ভৃগুরাম। হ্যাঁ মা, পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ।

[মাথায় কুঠারের আঘাত করিলে, দয়ারাম পড়িয়া গেল]

রেণুকা। দয়ারাম—!

ভৃগুরাম। পিতা—পিতা—আপনার আদেশ পালন ক'রতে আজ ভ্রাতৃ হত্যা ক'রলাম! জগতে আর দ্বিতীয় জন এ কাজ ক'রবে না! আপনি পরিতৃপ্ত? বলুন, পিতা!

জমদগ্নি। না বৎস। এখনও অতৃপ্ত আমি। পরিতৃপ্ত কর।

রেণুকা। পরিতৃপ্ত কর, ভৃগুরাম! তোমার পিতা আরো রক্ত চায়! দাও—দাও,—আরো রক্ত দাও—পরিতৃপ্ত কর! এখনও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকি। ওরে সত্যরাম, আয়—আয়, তোর পিতার বাসনা তৃপ্ত ক'রতে দানবরূপী মানুষের সম্মুখে দাঁড়া।

সত্যরাম। এই তো মা, আমি হাসিমুখে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। কই, আমার চোখে তো এক ফোটা জল নেই! দাদা—দাদা আমায় হত্যা কর।

ভৃগুরাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শুধু হত্যা! রক্ত চাই – পিতার আরও রক্ত চাই! এখনও পিতা তৃপ্ত নন! সত্যরাম—তুমি তোমার ইষ্ট-দেবতার কাছে শেষ প্রণাম জানিয়ে নাও, ভাই।

রেণুকা। ওরে সত্যরাম, ডাক—ডাক বাবা! তোর ইষ্টদেবতাকে শেষ ডাকা ডেকে নে। বল—পিতা স্বর্গঃ।

সত্যরাম। না না মা, আমার ইষ্ট দেবতা তুমি—তোমাকে প্রণাম জানাই, জননী জন্মভূমিশ্চ—

রেণুকা। সাবধান সত্যরাম! ও কথা আর উচ্চারণ ক'রো না। ভৃগুরাম! বল পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ।

ভৃগুরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ মা—পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ।

[সত্যরামের মাথায় কুঠারের আঘাত করিল, সে পড়িয়া গেল।]

রেণুকা। সত্যরাম!

ভৃগুরাম। পরিতৃপ্ত পিতা ? আপনি পরিতৃপ্ত ? বলুন—আর পারি না পিতা! চারিদিকে শুধু রক্ত! আমার কর্ত্তব্য শেষ।

জমদগ্নি। না, এখনো তোমার মা বাকী।

ভৃগুরাম। এর পরেও মা! মা, তুমি কাঁদছো ? বীর প্রসবিনী মায়ের চোখে জল! মা, তুমি চঞ্চল কেন ?

রেণুকা। চঞ্চল! চঞ্চল আমি তো হইনি বাবা। চঞ্চল হ'য়েছো তুমি!

ভৃগুরাম। কই—না তো! আমি একটা ভূমিকম্প, একটা জলোচ্ছ্বাস, আমার চঞ্চলতা নেই, আমি নিশ্চল পাথর!

[ভৃগুরাম থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল]

জমদগ্নি। তাহ'লে আমার আদেশ পালন করো, বৎস!

ভৃগুরাম। আমি পারবো না, পিতা।

রেণুকা। পারবে না ? আমার দুই পুত্র গেছে! আমাকেও হত্যা কর! তবেই বুঝবো—তুমি আমার সন্তান। আর তা না হ'লে জানবো—তুমি কাপুরুষ!

ভৃগুরাম। কি ? কি ব'ললে মা ? তোমার ছেলে কাপুরুষ!

[কুঠার লইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু কাঁপিতে লাগিল]

জমদগ্নি। ভৃগুরাম! আমি এখনও অতৃপ্ত, মাতৃ-হত্যা কর।

রেণুকা। তোল কুঠার ভৃগুরাম, মন্ত্র উচ্চারণ কর।

জমদগ্নি। ভৃগুরাম, মাতৃ-হত্যা ক'রতে এত দ্বিধা কেন ? তাহ'লে কি বুঝবো, তুমি কুলটার গর্ভজাত সন্তান ?

ভৃগুরাম। পিতা! যা ব'লতে হয় আমাকে ব'লবেন—মায়ের অপমান সহ্য ক'রব না। তাহ'লে হয়তো আপনাকেই—

রেণুকা। ভৃগুরাম! ঐ কথা আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। আমারও যে ও কথা শোনা মহাপাপ।

জমদগ্নি। এই জন্য কি তোকে শঙ্করের আশ্রমে পাঠিয়েছিলাম ?

ভৃগুরাম। না পাঠালে বোধ হয় সংসার আমাকে এমন জহ্লাদ ক'রে তুলতো না!

জমদগ্নি। ভৃগুরাম! আমার আদেশ পালন ক'রবে কিনা?

ভৃগুরাম। তোমার আদেশ, পালন ক'রবো নিশ্চয়ই পিতা।

রেণুকা। কুঠার তোল বৎস! মাতৃ-হত্যা কর।

ভৃগুরাম। এও কি সম্ভব, পিতা?

রেণুকা। কেন সম্ভব নয়?

ভৃগুরাম। এ যে মাতৃ হত্যা!

রেণুকা। তাহ'লে ভ্রাতৃ-হত্যা কি ক'রে সম্ভব হ'লো?

ভৃগুরাম। সে তোমারই আশির্বাদে।

রেণুকা। তোল তোমার পরশু।—মাতৃ-শির লক্ষ্য করো, আমি তোমায় আশির্বাদ ক'রবো।

ভৃগুরাম। তোমার আশির্বাদে—?

রেণুকা। ভ্রাতৃ-হত্যা মহাপাপে তুমি লিপ্ত হ'য়েছো, বৎস! তোমার পিতা তোমাকে সে মহাপাপ হ'তে মুক্ত ক'রবেন। তোল—তোল রাম, তোমার পরশু। বলো, পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ—

ভৃগুরাম। বেশ তাই হোক মা। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ—এ কি হ'লো—হাত যে নড়েনা! ওকি! দূরে যেন এক ঘনীভূত মেঘমালা—প্রকৃতির স্বচ্ছ শুভ্র আকাশখানা গ্রাস ক'রতে কালান্তকের মত ছুটে আসছে। কেন,—কেন— অন্তরের এমন ব্যাকুল স্পন্দন? যেন একটা বিরাট ব্যবধান —মাতা পুত্রের সম্বন্ধটুকু বিছিন্ন ক'রতে—শানিত খড়্গ তুলে ধ'রেছে!

জমদগ্নি। কি হ'লো ভৃগুরাম? আমাকে পরিতৃপ্ত ক'রতে কেন তোমার কুঠার মাতৃশির লক্ষ্য ক'রে নিথর, নিশ্চল?

রেণুকা। ভৃগুরাম! তোমার পিতার আদেশ পালন কর, বৎস!

ভৃগুরাম। না - না, ও পিতা নয়, ও পূজার্হ নয়, জীবন্ত নরক—নর-রাক্ষস!

রেণুকা। সাবধান পুত্র! আমার সম্মুখে, আমার পতি-নিন্দা ক'রো না। তাহ'লে হয়তো মাতাপুত্র সম্বন্ধ ভুলে আমি তোমায় হত্যা ক'রবো।

ভৃগুরাম। ভৃগুরামকে হত্যা? তুমি পারবে মা? পারবে?

রেণুকা। পারবো না, পুত্র? সতী নারীর ক্ষমতার শক্তির পরিচয় তুমি পাওনি, এইবার পাবে। দেখো তবে সতী নারীর ক্ষমতা মা মহামায়া, বলদৃপ্ত পুত্রের সম্মুখে দাবানলের মত জ্ব'লে ওঠ, প্রলয় গর্জনে খসে পড়ুক ভাস্কর ঐ ব্যোমতল হ'তে বিশ্ব বিলোড়ন ক'রে। মা মহামায়া!—রক্তজবা-মণ্ডিত ত্রিশূলধারিনী-ঘূর্ণিতলোচনা ভীষণা বিশ্ব-চরাচর প্রসবিনী, মা!

ভৃগুরাম। মা-মা, শান্ত হও, মা!

রেণুকা। তোল কুঠার। বল, পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ—

ভৃগুরাম। পিতা স্বর্গঃ, কিন্তু কুঠার যে আমার উঠছে না, মা। আমি অক্ষম!

রেণুকা। আমি আশীর্বাদ করছি পুত্র। আমার আশীর্বাদে তুমি সক্ষম হবে। বলো, পিতা স্বর্গঃ। [ভৃগুরামকে স্পর্শ করিল]

ভৃগুরাম। পিতা স্বর্গঃ। [মায়ের মাথায় কুঠার বসাইল, রেণুকা রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া গেল] মা - মা! এ কি! সারা অঙ্গটা যে থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠছে। চতুর্দ্দিকে কারা যেন অট্টহাসি হাসছে! সৃষ্টির একি বৈলক্ষণ! একি অভিনব লীলার মহিমা! সব অন্ধকার! কোথায় পিতা, কোথায় মাতা! বিশ্বজুড়ে একি আলোড়ন! গ্রহ, নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হ'য়ে গেল! প্রলয় সূচনা! ঘন ঘন বিদ্যুৎ পশ্চাতে বজ্রাঘাত নিয়ে সৃষ্টিকে ধ্বংস ক'রে দিল! বিরাট জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! বলুন পিতা, পরশু এখনও অতৃপ্ত, কার রক্ত চাই?

জমদগ্নি। ক্ষান্ত হও বৎস, ক্ষান্ত হও, আমি পরিতৃপ্ত। তোমার বীরোচিত কর্মে আমি বিস্মিত। তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র, আর আমার আশীর্বাদে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পিতৃভক্ত সন্তানরূপে পরিচিত হ'য়ে চারিযুগে অমর হ'য়ে থাকবে। আজ থেকে তোমার নূতন নাম-করণ হ'ল, 'পরশুরাম'।

ভৃগুরাম। পরশু এখনো অতৃপ্ত, বলুন, কার রক্ত নেব?

[কুঠার নাচিতেছিল]

জমদগ্নি। আর প্রয়োজন নেই। স্থির হও, বৎস! আমি তোমাকে মনোমত বর দেব।

ভৃগুরাম। বর! বর আমি নেব না, পিতা।

জমদগ্নি। কিন্তু আমি যে এখানে আবদ্ধ। তোমার পিতৃভক্তির জন্য আমি পরিতৃপ্ত। যা চাইবে তুমি তাই পাবে। বল, কি বর চাও?

ভৃগুরাম। বেশ। তাহ'লে এই বর দিন, আমার মা ও ভায়েরা এখনই পুনর্জীবিত হ'য়ে ওঠুক।

জমদগ্নি। আর কিছু?

ভৃগুরাম। আর, সেই সঙ্গে আপনি মাকে যে 'অসতী' ব'লেছিলেন—স্বীকার করুন, তিনি সতী।

জমদগ্নি। হ্যা, বৎস! আমি স্বীকার করছি, তোমার মা শুধু সতী নয়, সতীকুল-রাণী। [জমদগ্নি কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিয়া দিল]

[রেণুকা, দয়ারাম ও সত্যরাম পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল]

দয়ারাম। মা—মা, কি ভীষণ স্বপ্ন! পলকে সৃষ্টির বুকে স্রষ্টার একি অভিনব লীলার মহিমা! [দয়ারাম উঠিল]

সত্যরাম। একি? কোথায় আমি? কোথায় পিতামাতা! [সত্যরাম উঠিল]

জমদগ্নি। বৎসগণ! তোমাদের শঙ্কা দূর কর। তোমরা অম্লানবদনে জীবন পরিত্যাগ ক'রে, ব্রাহ্মণজাতির গৌরব চির অক্ষয় ক'রে তুলেছ। আমি তুচ্ছ মানব—অজ্ঞান, অন্ধ, বুঝতে পারি না ঈশ্বরের কর্ম-কাণ্ডের সূক্ষতা। যাও, এখন তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দাও।

দয়ারাম। পিতা! মায়ামুগ্ধ ভ্রান্ত জীব আমরা। বৃথা মায়ার বাঁধনে প'ড়ে আমিও দিন অতিবাহিত করছিলাম। এই অসার সংসার-মায়া ত্যাগ ক'রে, নিষ্কাম পবিত্র চিত্তে ঐ পরাৎপর পিতামাতার রক্তিম চরণতলে আশ্রয় নিলাম। ঐ পবিত্র স্থান ছেড়ে আর কোথাও যাবো না। [প্রস্থান]

জমদগ্নি। সত্যরাম! [সত্যরাম উঠিল]

সত্যরাম। পিতা! আর ভয় নাই! আপনাদের ঐ সারল্যমণ্ডিত স্নেহের নন্দন-কাননে ব'সে স্নেহের অন্ন ভক্তিভ'রে গ্রহণ ক'রবো; দোষ দেখলে, এই অবোধ সন্তানের অপরাধ ক্ষমা ক'রে একে বুকে তুলে নেবেন। [প্রস্থান]

জমদগ্নি। রেণুকা। [রেণুকা উঠিল]

রেণুকা। প্রভু! স্বামী, দেবতা! [কাছে এসে প্রণাম করিল]

জমদগ্নি। এস, হৃদয়-বল্লবী রেণুকা আমার! ওগো সতীরাণী—তোমার মহিমায় আজ আমি পরিতৃপ্ত।

রেণুকা। পরশুরাম! কাছে এসো। আশির্বাদ করি, পুত্র!

ভৃগুরাম। না মা, না,—ভয় হ'চ্ছে, পাছে ঐ আদরের জন্য আবার আমি মাতৃ-ঘাতী হই —!

জমদগ্নি। না, বৎস! এবার তুমি রাহু-মুক্ত।

রেণুকা। ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। পায়ের ধুলো দাও মা। আবার আমি শাস্ত্রশিক্ষা ক'রতে— [প্রণাম করিতে গেল] একি! আমার হাতের পরশু কেন খুলছে না!

রেণুকা। মাতৃহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হ'য়েছ যে, পুত্র!

ভৃগুরাম। তাহ'লে উপায়? পিতা?

জমদগ্নি। তোমার মা'ই তার বিধান দেবে, পুত্র।

রেণুকা। জগতের প্রতিটি তীর্থ ভ্রমণ ক'রে, যথাযোগ্য তীর্থ-ক্রিয়া ক'রলে—ঐ হাতের পরশু খসে প'ড়বে, বৎস!

ভৃগুরাম। তাহ'লে আমাকে সেই আলোক-তীর্থে যেতে হবে, মা! কিন্তু কোথায় সে আলোক?

[গীতকণ্ঠে কর্মফলের প্রবেশ]

গীত

আলোক আছে অন্ধকারের পারে ;
উদাস পথিক, হারাস না দিক ;
পৌছাবি ঠিক উষার দ্বারে।
(সেথা) অশ্রুরাশি বাঁশী হ'য়ে, হাসি মুখে বাজে,
শান্তি যেথায় ভ্রান্তি চিতায়, হয় না কো ছাই লাজে।

দুখরে সেথায় সুখের পাশে,
প্রাণ ভীত নয় মৃত্যুত্রাসে ;
নাদ ব্রহ্ম মহাকাশে,
বাজে সেথায় বিনা তারে।

ভৃগুরাম। দাঁড়াও পথিক, দাঁড়াও।

কর্মফল। পথে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি ভাই, মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে আয়
[প্রস্থান

ভৃগুরাম। তাহ'লে সেই আলোকতীর্থেই চলি, মা। আর হ'ল না তোমার সেবা করা, হ'ল না কো, প্রেমভক্তির পুষ্প চন্দনে অঞ্জলি দেওয়া ! তোমার এ সন্তান কুক্ষনে কু-গ্রহের বিভীষিকার মত পৃথিবীতে এসে ঠিকরে প'ড়েছিল। কিন্তু আজ সে নিজের চরম পরিনতিকে বরণ ক'রতে, বিনা অভিযোগে মুখ বুজেই চ'লে যাচ্ছে ! [প্রস্থানোদ্যোগ]

জমদগ্নি। ওরে আমার হতভাগ্য পুত্র !

ভৃগুরাম। পিতা, পিতা !

রেনুকা। আর কি ফিরবি না বাপ ?

ভৃগুরাম। ফিরবো ! মা, আমি কান পেতে রইলাম। তোমার ডাক যেদিন শুনতে পাবো, সেই দিন মা—সেই দিন, পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকলেও ঐ স্নেহের কোলে আবার আমি ঝাঁপিয়ে প'ড়বো। [প্রস্থান

রেনুকা। ওরে রাম, ফিরে আয়—! ওরে দয়া, ওরে সতু, তোদের দাদা চ'লে যাচ্ছে ! ওকে ধররে বাপ, ওকে ধর। চোখ দুটো আমার আঁধার হ'য়ে গেছে—চোখের জলে আমি পথ দেখতে পারছি না—আমায় ধর—স্বামী আমায় ধর।

জমদগ্নি। চলো রেণুকা—আশ্রমে চলো—কাতর হ'য়ো না। তোমার রাম সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে আবার তোমার ডাকে, তোমারই কোলে মা, মা বলে ঝাঁপিয়ে প'ড়বে। চলো, আশ্রমে চলো। [উভয়ে প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রত্নাবতী পুরীর পথ—দূরে চণ্ডীকার মন্দির

[গীতকণ্ঠে কর্মফলের প্রবেশ]

গীত

আমার মায়ার ছলে,
বিশ্বের রথ থেমে যেতে পারে একটি মাত্র পলে।
আজ যেবা হাসে, সেই কাঁদে কাল,
আজ যে ধনী, কাল সে রাখাল ;
এমনি কপাল, আমি চিরকাল
রচে থাকি ধরাতলে ॥

কর্মফল। আহা! কমলা আসছে অনেক আশা নিয়ে। এই পথ দিয়ে সে চণ্ডীকার মন্দিরে যাবে। কিন্তু পথটা—

[ফুলের সাজি লইয়া কমলার প্রবেশ]

কমলা। পথটা এখনো যেন শেষ হ'তে চায় না। রৌদ্রে মাটি ভীষণ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কি ক'রে চলি এবার?

কর্মফল। কে গা তুমি অমন হেলে-দুলে চলেছ? গায়ের উপর উল্টে প'ড়বে নাকি?

কমলা। না, পথিক না, পথটা বড় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে কি না, তাই—

কর্মফল। পথে একা চলতে গিয়ে লোকের ঘাড়ে পড়তেও লজ্জা নাই। যাও বাছা যাও—এমন সময় একা পথে চ'লো না। বাড়ী যাও।

[প্রস্থান]

কমলা। লোকটি বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা কেন বললে? চণ্ডীকার মন্দিরে

চলেছি। মায়ের পুকুরে স্নান ক'রে, ফুল বাগান থেকে ফুল তুলবো। মালা গেঁথে মাকে সাজাবো। তবে কি যার জন্য আমার পূজা ক'রতে যাওয়া, সেই ভৃগুরামকে আমি স্বামী রূপে পাবো না?

কমলার গীত

না পাই যদি এ জীবনে,
ধ্যানের মাঝে আঁকবো তাঁকে, রাখবো ভক্তি সিংহাসনে।
নাহি চন্দন, না জানি তপ,
তার নাম হবে আরতি জপ।
প্রেমের আতপ বিল্বফলে
অর্ঘ্য দেব সেই চরণে।

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ]

কার্ত্তবীর্য। পুরুষের চরণের জন্য তুমি কাঁদছো! এ দেশের নারীরা কেবল কাঁদতেই জানে দেখছি। আমি কিন্তু তোমাকে হাসি দিতে পারি সুন্দরী, যদি—

কমলা। আমি আপনার মনের মানুষ হই, কেমন?

কার্ত্তবীর্য। হা—হা—হা! বুদ্ধিমতী মেয়ে না হ'লে এমন বুদ্ধিমত্যার পরিচয় দেয়? তুমি কার কন্যা বলতো?

কমলা। কি প্রয়োজন পরিচয়ের? আপনি যেরূপ এগিয়ে পড়েছেন, তারপর আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।

কার্ত্তবীর্য। মানে, বলতে চাইছ, আমাকে তোমার খুব পছন্দ হ'য়েছে।

কমলা। হবে না? আপনি কি যে সে লোক?

কার্ত্তবীর্য। আমাকে চেনো?

কমলা। চিনবো না? আপনার মত দামী লোককে না চিনলে তো আপনারই অপমান?

কার্ত্তবীর্য। তুমি খুব বাচাল হ'য়েছ দেখছি। আমি তোমার পরিচয়

জানতে চাইছি। তারপর চিন্তা ক'রবো, তোমাকে গ্রহণ করা চ'লবে কি না।

কমলা। সে কি! আমি যে আপনার জন্য পথে এসে দাঁড়িয়ে আছি!

কার্ত্তবীর্য। তুমি তাহ'লে অভিমানিকা?

কমলা। সাবধান রাজা। আমি আপনার ঔদ্ধত্যের পরিমাপ ক'রতে চেয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম, ত্রিভুবন-বিজেতার চরিত্রের আদর্শ? জানতে চেয়েছিলাম, আপনার মহত্ত্বের পরিচয়! বুঝতে চেয়েছিলাম, নারীরা আপনার নাম শুনে ভীত হয় কেন। কিন্তু কমলা আপনাকে ভয় পায় না।

কার্ত্তবীর্য। কমলা! রত্নাবতী পুরীর রাজকন্যা কমলা তুমি। না, না, কমলা, তোমাকে ভয় পেতে হবে না। যদি আমার কথা শোনো—

কমলা। শুনবো, শুনবো সে দিন, যে দিন আমার পিতৃ-মাতৃ ও ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছি; আপনার মত লম্পট, ধর্মজ্ঞান হীন কালকূটের বিষ-দাঁত ভেঙে দিতে সক্ষম হ'য়েছি। সেই দিন শুনবো, যে দিন আপনার রক্তে তর্পণ ক'রে আমার পিতৃবংশের স্বর্গীয় আত্মাদের তৃপ্তিদান ক'রতে পশ্চাদ্‌পদ হইনি।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

কার্ত্তবীর্য। তবে রে শয়তানি [অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া], না না, থাক। সামান্য একজন রমণী ত্রিভুবন বিজেতার ক্রোধের পাত্রী হ'তে পারে না।

কমলা। রাজা!

কার্ত্তবীর্য। শোনো কমলা, আমি এই পথে দিগ্বিজয়ে চলেছিলাম। কিন্তু দিগ্বিজয়ের পথ তুমি এখানেই রোধ ক'রে দিয়েছো। সুতরাং তোমাকে না নিয়ে আর ফিরছি না, তবে পথে দাঁড়িয়ে কাপুরুষের মত তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলঙ্কের ভাগী হব না। তোমাকে একপক্ষ কাল সময়

দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমার সাধ্য থাকে আমি তোমার দর্প চূর্ণ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বীরের মত তোমাকে নিয়ে যাবো। নচেৎ যুদ্ধক্ষেত্রে জীব বলি দিয়ে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ ক'রব।

[প্রস্থান]

কমলা। ঐ নশ্বর দেহ তোমায় পরিত্যাগ করতেই হবে রাজা। তুমি যা পাপ সঞ্চয় ক'রেছ, অনন্ত নরক ছাড়া তোমার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের আমি সাহায্য নেব, সর্বোপরি আছেন ভৃগুরাম। পিতৃ-পুরুষগণ, আপনারা অপেক্ষা করুন, ঐ পাপাত্মার রক্তে আপনাদের আত্মার তৃপ্তিদান ক'রব। আপনারা আশীর্বাদ করুন।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমদগ্নি মুনির আশ্রম-সংলগ্ন উপবন

আশ্রমের ভিতর হইতে স্তোত্র পাঠ হইতেছিল

স্তোত্র

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

[ধর্মদাসের প্রবেশ]

ধর্মদাস। এইটাই তো আশ্রম ব'লে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতে আমার কিছুতেই ভুল হয় নি। কাকে ডাকি? আশ্রমে কে আছেন?

[সত্যরামের প্রবেশ]

সত্যরাম। কস্তম্? তুমি কে?

ধর্মদাস। পরে বলছি। এইটাই কি?—

সত্যরাম। জমদগ্নি মুনির নাম শুনেছ? এটা তাঁর আশ্রম। পথ ভুল করোনি তো? কোথায় যাবে?

ধর্মদাস। তা হ'লে ঠিক এসেছি। আমি—

সত্যরাম। আরে কি হ'য়েছে তোমার? অত হাঁকাচ্ছো কেন তাই বলো। কোনো কথাই বলে না। যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর নেই। ভারি মুশকিল তো!

ধর্মদাস। বলছি দেবতা, বলছি। আমার—

সত্যরাম। আবার কাঁদছো যে, হ'ল কি তোমার? ভয় পেয়েছে? বলো।

ধর্মদাস। একটু সামলাতে দাও, বলছি।

সত্যরাম। দাদা! দাদা!

[দয়ারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। কি রে, কি হ'য়েছে সত্যরাম, ডাকলি কেন ভাই?

সত্যরাম। দেখো তো, কোথা থেকে এল এ লোকটা। জিজ্ঞাসা করতে কিছু ব'লতে পারছে না। কেবল কাঁদছে।

দয়ারাম। কি হ'য়েছে বৃদ্ধ? অত কাঁদছো কেন?

ধর্মদাস। আমার মা! আমার মা! [ক্রন্দন]

সত্যরাম। তোমার মা!

ধর্মদাস। কেউ তাকে দয়া ক'রলে না দেবতা। বড় বড় রাজ-রাজাদের কাছে গেছি। কেউ তাকে দয়া ক'রলে না।

দয়ারাম। তোমার মাকে রাজ-রাজারা দয়া করেনি! কে তোমার মা?

ধর্মদাস। আমার মা গো, আমার মা। রত্নাবতী পুরীর—[ক্রন্দন]

সত্যরাম। রত্নাবতী পুরীর! দাদা, কিছু বুঝতে পারছো?

দয়ারাম। তাই তো! বলি ও বৃদ্ধ, কি হ'য়েছে, কিছু ব'লতে পারছো না? তোমার ওটা কি বাঁধা?

ধর্মদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এইটার জন্মেই ছুটে এসেছি দেবতা। কিন্তু মাথাটা আমার গোলমাল হ'য়ে গেছে। তাই—[ভূর্জপত্রে লিখিত পত্র দয়ারামের হাতে দিল।]

সত্যরাম। কি লেখা আছে ভূর্জ পত্রে দাদা?

দয়ারাম। [পাঠ করিয়া] মাহেশ্বতীপুরীর অধিপতি মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন রত্নাবতী পুরী অবরোধ ক'রেছেন। তাই রাজকুমারী কমলাদেবী আমাদের সাহায্য চান।

[রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। কমলাদেবী আমাদের সাহায্য চান!

ধর্মদাস। হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী। দয়া করুন। কেউ মাকে দয়া ক'রল না। সব বড় বড় রাজাদের কাছ থেকে ঘাড়-ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছি।

রেণুকা। ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে তোমাকে! তোমার অপরাধ?

সত্যরাম। অন্যায় ক'রেছিলে নিশ্চয়?

ধর্মদাস। অন্যায় না, ছাই। পরাণের দায়ে ছুটেছিনু ব'লে। বলো আপনারা, ছুটবো নি? এই হাত দুটো দিয়ে যে মাকে মানুষ করেছি আমি! তার কত ময়লা না জানি খাবারের সঙ্গে আমার পেটে চ'লে গেছে।

দয়ারাম। বৃদ্ধ!

ধর্মদাস। সে অসুখে প'ড়লে কত রাত জেগে জেগে সেবা ক'রেছি। ধর্ম গেছে, কর্ম গেছে—কেবল এখনো সেই শিবের সলতে টুকুর মুখ চেয়ে আমি বসে ছিনু। এবার তাও বুঝি আর থাকে না।

রেণুকা। কাঁদতে হবে না বৃদ্ধ। আমাকে ভাবতে দাও।

ধর্মদাস। ভাবতে গেলে আর কিছু থাকবে না মা ঠাকরুণ। তোমার পায়ে

ধরছি। তোমার বড় ছেলে ভৃগুরাম তো। তেনাকে পাঠিয়ে দিলে, একাই তিনি—

সত্যরাম। দাদা? তিনি তো আশ্রমে নেই।

ধর্মদাস। নেই বললে চ'লবে না বাবা। আনিয়ে নাও।

দয়ারাম। দাদা এখন ফিরবেন না। তিনি তীর্থে গেছেন।

ধর্মদাস। হা পোড়া কপাল! অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়। তা হ'লে, মা লক্ষ্মী?—

রেণুকা। খুব সমস্যায় ফেলেছ বৃদ্ধ। কেননা আশ্রমের গুরু এখন তপস্যায় মগ্ন। সপ্তাহকাল যাবৎ তিনি আসন ছেড়ে উঠবেন না। আমার এই দুই ছেলে আমার আজ্ঞাবাহী হ'লেও, এদের পিতার অনুমতি ছাড়া আমি মা হ'য়ে কি ক'রে পত্রের জবাব দিই বলো?

ধর্মদাস। তা হ'লে তো আর দাঁড়াবার সময় নেই মা ঠাকরুণ। আমি বিমুখ হ'য়ে চ'ললাম।

দয়ারাম ও সত্যরাম। } মা?

রেণুকা। (উপরে হাত জোড় করিয়া) একি বিপদে ফেললে ঈশ্বর! জ্ঞানত জীবনে কোন পাপ করিনি।

ধর্মদাস। মা?

রেণুকা। পুর্ণিমার পর দিন ব্রাহ্মণ অতিথিকে দ্বারে এনে দিয়েও তাঁকে পারণ না করিয়ে চোখের জলেই বিদায় দিতে হবে!

ধর্মদাস। মা ঠাকরুণ। উত্তর দাও মা। দেরী ক'রলে ওদিকে আমার যথা-সর্বস্ব তলিয়ে যাবে।

রেণুকা। কি করি? একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে কর্তব্য। কাকে ফেলে কাকে রাখি? ওরে দয়া, ওরে সতু অতিথিকে পারন না করিয়ে ছাড়িস্ নি, অথচ মাকেও তোরা বাঁচতে দে, মাকেও তোরা বাঁচতে দে।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

দয়ারাম। বৃদ্ধ, তুমি ভিতরে চলো।

ধর্মদাস। গেলে কি ফল হবে বাবা ?

সত্যরাম। হবে হবে, প্রসাদ পাবে, আর তোমাদের রাজকন্থার ভাগ্য ভাল হ'লে বাবার ধ্যান ভেঙে যাবে, কিম্বা বড় দাদা এসে হাজির হবেন। যাও না।

ধর্মদাস। তবে চলো, এদ্দুর এসে শেষ চেষ্টাটা ক'রেই যাই। আর সেই সঙ্গে বুঝে যাই—ধর্মের ফল বাতাসে নড়ে কি না।

[প্রস্থান]

দয়ারাম। সতু, আমি আতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা দেখি। তুই এইখানে একটু থাক্ ভাই। ঐখানে আশ্রম মৃগটা চরছে, ঐ খানে ময়ূরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো হিংস্র পশু যেন এসে জীব-জন্তুকে আক্রমণ না করে, তুই লক্ষ্য রাখিস ভাই।

[প্রস্থান]

সত্যরাম। দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ? বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ফুল তুলতে যাই, পূজো হবে।

[তীর্থ-যাত্রীর বেশে সহসা রাজা প্রসেনজিতের প্রবেশ]

প্রসেনজিত। পিপাসার্ত হ'য়ে এদিকে এলাম। এ কোনো মুনি-ঋষির আশ্রম হবে ব'লে মনে হচ্ছে। ঐ ছেলেটি তাপস বালক !

সত্যরাম। যা, আর তো দেখতে পারছি না। আমার আশ্রম-মৃগটা চ'লে গেল। কোনদিকে গেল দেখলেন ?

প্রসেনজিত। ভাল কথা। আমি কোথায় পিপাসার্ত হ'য়ে এলাম—একটু জল পান ক'রব ব'লে—

সত্যরাম। ও আপনি জলপান ক'রবেন ? আচ্ছা আসছি। আপনি ঐ গাছ থেকে বল্কলগুলো তুলে রাখুন না, বৃষ্টি আসছে, নইলে ভিজে যাবে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) হ্যাঁ দেখুন, ঐ যে হোমের

(হস্তিলটা) দেখতে পাচ্ছেন, একটু লক্ষ্য রাখবেন যেন কোনো পশু না মাড়িয়ে ফেলে।

[প্রস্থান]

প্রসেনজিত। আচ্ছা ছেলে তো? দেহে রাজ-পোষাক নাই, দেখে তাক্ বানিয়ে দিলে। আশ্চর্য!

[কর্মফলের প্রবেশ]

কর্মফল। যারা লোকালয়ের বাইরে থাকে, তাদের কাছে সভ্যতার আলোক পৌঁছায় না মহারাজ। তাই তাদের সভ্যতা মানুষের বাইরে ব'লে ধরে নিতে হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

প্রসেনজিত। কথাটা ঠিক। মূর্খের সঙ্গে বাস ক'রলে পণ্ডিতকে মূর্খের থেকে পৃথক ক'রে চেনা যায় না।

কর্মফল। মহারাজ। আপনি সাতটি পুত্র যমকে দিয়েছেন ব'লে তীর্থের নাম ক'রে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে এখানে এলেন কেন?

প্রসেনজিত। কেন এখানে এলাম? বুকের ভিতরের আগ্নেয়গিরি থেকে আজ তিরিশ বছর ধ'রে আমাকে দগ্ধ ক'রছে—

কর্মফল। মহারাজ!

প্রসেনজিত। সেই জ্বালায় আমি জলতে জলতে ছুটে এসেছি। যদি রেণুকা মাকে কোথাও দেখতে পাই। যদি জ্বালা নিভে যায়।

কর্মফল। এ দিকে কোথায় জমদগ্নি মুনির আশ্রম? জানেন কি?

প্রসেনজিত। ভাই, কি জানি?

কর্মফল। জানেন না?

প্রসেনজিত। কি ক'রে জানবো? স্বয়ম্বর সভা থেকে আমি প্রতিমা বিসর্জন ক'রেছি যে?

কর্মফল। সে কি মহারাজ!

প্রসেনজিত। বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে আজন্ম পালিতা রেণুকা মা; দেব,

গন্ধর্ব, কিন্নরকে উপেক্ষা ক'রে, ভিখারী ব্রাহ্মণ জমদগ্নির গলায় যে দিন বরমাল্য দিয়েছিল, সেদিন— !

কর্মফল। সেদিন রাজ বেশ পরিয়ে ?—

প্রসেনজিত। না না, সে দিন চীরবাস পরিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কর্মফল। তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ? তারপর ?

প্রসেনজিত। সালঙ্কারা, সীমন্তিনী নিরাভরণা হ'য়ে তেজোদীপ্ত মূর্তিতে বিজয়িনীর হাসি হেসে স্বামীর হাত ধ'রে সেই যে সে চ'লে গেছে, আজো সে তার বাবাকে ক্ষমা ক'রতে পারে না বলে ফেরে না।

কর্মফল। মহারাজ !

প্রসেনজিত। সে অভিমানিনী ব'লে তার সেজেছে। কিন্তু আমি যে রেণুকার পিতা ! তাই—

[পাত্রে জল লইয়া সত্যরামের প্রবেশ]

সত্যরাম। তাই আপনার মান পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে। নেন মশাই, গলাটা ভিজিয়ে নেন।

কর্মফল। তুমি এনাকে চেনো তাপস ?

সত্যরাম। ওনার সঙ্গে সম্পর্ক আমার জল দানের—প্রয়োজন কি চেনার ? খেয়ে নেন না মশাই এই জলটা। জাত মারবার লোকই আমি নই।

প্রসেনজিত। আচ্ছা দাও জল। [জলপান]

সত্যরাম। অমন চংমং ক'রছেন কেন মশাই ? সেজে চুরি ক'রতে গিয়ে ধরা পড়ে পালিয়ে এসেছেন নাকি ?

কর্মফল। তাপস, পালাও ভাই, পালাও—এক্ষুনি গর্দান যাবে।

প্রসেনজিত। না তাপস, গর্দান যাবে না, যদি একটা উপকার কর।

সত্যরাম। উপকার ? অভ্যাস নেই, আচ্ছা শুনি আগে, তারপর দেখা যাবে।

প্রসেনজিত। এখানে জমদগ্নি মুনির আশ্রমটা কোনখানে জানো ?

সত্যরাম। জেনে আর কি হবে মশাই, ঐ মুনি ছাড়া তাদের গুষ্টি শুদ্ধ কুঠারের এক এক ঘায়েই কাত।

প্রসেনজিত। য়ঁ্যা! কথাটা সত্য তাহ'লে। এতদিন বিশ্বাস করি নি। মা গো! [ক্রন্দন]

সত্যরাম। কাঁদলে আর হবে কি মশাই, রাজা প্রসেনজিত এক মাত্র কন্যাকে অর্থ খরচের ভয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল যখন, তখন তাঁর মেয়ে আর নাতীদের অমন দুর্গতি হবে না? কি বলবো—ঐ রাজাটাতো একটা আছতো গাধা।

[সহসা রেণুকার প্রবেশ]

সত্যরাম। একি আপনি!

রেণুকা। পাজী ছেলে কাকে কি বলছিস রে? চিনিস্ ইনি কে? [প্রণাম করিল]

সত্যরাম। এতদিন না চিনলেও আজ একবারের দেখাতেও মহাপুরুষকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি মা। দাদামশাই, এই ছোট নাতীকে আশীর্বাদ যা করবেন তা বুঝতেই পারছি। তবু চক্ষু-লজ্জার খাতিরে একটু পায়ের ধূলো নিয়ে গেলাম।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

রেণুকা। আমার কি সৌভাগ্য আজ! বাবা, আমাকে চিনতে পারেন কি আপনি? আমি আপনার রেণুকা।

প্রসেনজিত। এ কি দেখছি!

রেণুকা। যা শুনেছিলেন, সব সত্য। শুধু আমি নই, আমার ছেলেরাও জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

প্রসেনজিত। তাহ'লে বেঁচে উঠলি কি ক'রে মা?

রেণুকা। আমার স্বামীর যোগবলের দ্বারা বাবা।

প্রসেনজিত। কিন্তু আজও মা তুই তেমনি চীরবেশ, তেমনি নিরাভরনা?

রেণুকা। এ যে গৌরবের সামগ্রী বাবা। স্বামীর দেওয়া এই সাজের মূল্য সমস্ত রাজৈশ্বর্য্যের চেয়েও অনেক মূল্যবান।

কর্মফল। চেয়ে দেখুন মহারাজ, এমনটি আর কখনো দেখেছেন? দেখেছেন কি এইরূপ সাম্যমূর্তি, এমনি বিজয়িনী হাসি? সতীত্বে, মাতৃত্বে এমনি গরীয়সী—এমনি লাবণ্যময়ী? মহারাজ, আজ সত্যই আপনার বানপ্রস্থ যাবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত।

[প্রস্থান]

প্রসেনজিত। ঠিক। আজ আমি দৌহিত্রগণের হাতে রাজশক্তি তুলে দিয়ে—

রেণুকা। রাজশক্তি, আপনি তাদের হাতে দেবেন বাবা, দেবেন ঠিক?

প্রসেনজিত। নিশ্চয়।

রেণুকা। বুকখানা ভেঙে যাবে না তো বাবা?

প্রসেনজিত। না মা।

রেণুকা। যখন যে অবস্থায় তাদের প্রয়োজন হবে?

প্রসেনজিত। সেই অবস্থায় তারা পাবে মা।

রেণুকা। কথা দিয়ে কথা রাখবেন? কারো চক্রান্তে বা খেয়ালের বশে কথা ভেঙে যাবে না তো?

প্রসেনজিত। না, না, না। পাগলী মেয়ে, তুই যে আমার রক্ত মাংস, তুই এখন আমার চোখের জ্যোতি। তোর অভিমান সাজে না মা। কিন্তু তোর এই ছেলেটার অভিমান সাজলো!

[ধর্মদাসের প্রবেশ]

ধর্মদাস। তা হ'লে মা জননী?—

রেণুকা। আমি কথা দিলাম ধর্মদাস। তুমি ফিরে গিয়ে রাজ-কুমারীকে ব'লবে, তাকে রক্ষার জন্য আগামীকাল একটা রাজশক্তি যাচ্ছে।

প্রসেনজিত। কোথায় যাবে মা? কার রাজশক্তি?

[দয়ারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। আপনার অর্পিত রাজশক্তি আপনার এই বড় নাতী নিয়ে রত্নাবতী পুরী রক্ষা ক'রতে যাবে। [প্রণাম]

প্রসেনজিত। তাই নাকি? কার বিরুদ্ধে ভাই?

দয়ারাম। মহারাজ কার্তবীর্য্যার্জুনের বিরুদ্ধে।

প্রসেনজিত। সর্বনাশ! সে কি কথা! তাহ'লে তো হবে না মা।

রেণুকা। হবে না কি বাবা? আমি যে আপনার সামনে রাজদূতকে কথা দিলাম।

প্রসেনজিত। মুখের কথা আবার কথা? দিয়েছ ফিরিয়ে নাও।

রেণুকা। সে কি পিতা? কথা দেওয়া মানে জাত দেওয়া যে।

প্রসেনজিত। তা কি করা যাবে? ওরে মাথা বাঁচাতে হ'লে বড় গাছের আওতায় থাকতে হয়। ঝড়ে বড় গাছই ভাঙে, তবু লতাগুল্ম ছেঁড়ে না। বিপদকে টেনে এনো না মা।

দয়ারাম। তা'হলে সৈন্য আমাদের হাতে দেবেন না?

প্রসেনজিত। সৈন্য পরিচালনা ক'রতে জানো? না ভাই না, ও আর ছেলের হাতের মোয়া নয় যে কেড়ে খেলেই হ'ল। তাছাড়া কার্তবীর্য্যার্জুন আমার স্বজাতী—

দয়ারাম। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা চলবে না, কেমন?

প্রসেনজিত। মরার পালক কার গজিয়েছে ভাই যে, হৈহয় রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রবে! তার চেয়ে তোমরা আমার প্রাসাদে চলো ভাই।

রেণুকা। তপস্বীর সন্তানেরা বনের ফল খেতেই ভালবাসে বাবা। সম্পদে তাদের রুচি থাকে না। ভোগে তাদের স্পৃহা নেই—থাকে কেবল ত্যাগে। কর্ত্তব্যে তারা বিমুখ।

ধর্মদাস। মা?

রেণুকা। যাও দূত। কথা যখন দিয়েছি, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি এক হ'লেও

আমার সন্তানেরা যাবে, তুমি নির্ভয়ে যাও। অত্যাচারী ও অধার্মিক দমন পরম ধর্ম।

জয়ারাম। হয়ত তাকে রক্ষা ক'রতে পারবো কি না জানি না, তবে আমরা রাজ-কুমারীকে বিপদে ফেলে নিজেদের জীবনও বাঁচাবো না। মাতৃ-আশীর্বাদে আমরা জয়ী নিশ্চয়ই হব।

[প্রস্থান]

প্রসেনজিত। ও সব ছাড় মা। পরের দায়ে মাথা দিতে যাস্ না।

রেণুকা। পর কে? বিপদের সময় আত্ম-পর জানি না বাবা।

প্রসেনজিত। তা নাই জানিস্—তবে তপস্বীনীর ধর্মযুদ্ধ বিদ্যা নয়।

রেণুকা। না, স্বামী সেবা; তার সঙ্গে আরো একটা ধর্ম আছে বাবা। সেটা বিপন্নকে আশ্রয় দান এবং কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা।

প্রসেনজিত। শক্তিতে না কুলালে?

রেণুকা। জীবন দেব, তবু ধর্মচ্যুত হবো না।

প্রসেনজিত। ও সব দুর্বুদ্ধি। তোর সন্তানদের আমার হাতে ছেড়ে দে, তাদের সিংহাসনে বসাবো আমি।

রেণুকা। বনের পশুদের সে সিংহাসন দেবেন। ভিখারী ব্রাহ্মণের জন্য আপনার উঁচু মাথা নীচু হ'য়েছে। সুতরাং তাঁর ছেলেরা ঐ সিংহাসন বিষ্ঠার মত জ্ঞান করে।

প্রসেনজিত। রেণুকা, ভুল বুঝিস্নি। এ দিন আর আসবে না। আমি বাবা হ'য়ে আত্ম-সম্মান ত্যাগ ক'রে তোর কুঠিরের দ্বারে এসেছি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নে। তোকে এইভাবে দেখে আমার বুক খানা ফেটে যাচ্ছে। ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আমার ঘরে রাজভোগ খাবি চল।

রেণুকা। কি বললে বাবা, রাজভোগ?

প্রসেনজিত। সেই সঙ্গে বিপুল ঐশ্বর্য্য।

রেণুকা। আমার ঐশ্বর্য্যের কাছে তোমার রাজ-ঐশ্বর্য্যের কোন মূল্য নেই। আমার ঐশ্বর্য্যের কথা তুমি কি জানবে বাবা? কি ঐশ্বর্য্য আমার এই পাতার কুটিরে! আমার শান্তি, আমার শাঁখা, সিন্দুর আর চীরবাসের মূল্য সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরীর থেকেও মূল্যবান।

প্রসেনজিত। বটে! আমাকে এমনি ক'রে অপমান কর্‌লি? তোর আশ্রমের ভিতরে গিয়ে সেখানটা একবার দেখার ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু আর যাচ্ছি না। আমি চললাম।

রেণুকা। যান, যান, যান। যে আমার স্বপ্ন, যে আমার স্বর্গ, যে স্থানের মাটি আমার তীর্থক্ষেত্র; আপনার মত নীচ, অধার্মিক পিতার পাদস্পর্শে আমার স্বামীর সেই পবিত্র আশ্রমকে কলুষিত ক'রতে আমিও দেব না। আর আপনি যদি আমার পবিত্র আশ্রমে পদার্পন করেন, তাহ'লে আমি কন্যা হ'য়ে আপনার পায়ে ধ'রে আপনাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেবো। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।)

প্রসেনজিত। প্রতিশোধ! এর প্রতিশোধ চাই। আজই গিয়ে আমি অযাচিতভাবে মহারাজ কার্ত্তবীর্যার্জুনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। দেখি, ঐ দর্পিতার দর্প চুর্ণ হয় কি না।

[প্রস্থান]

(রেণুকা খুব তেজোদ্দীপ্ত নয়নে পায়চারী করিতেছিল)

রেণুকা। দয়ারাম! সত্যরাম!

[যুদ্ধ-সাজে দয়ারাম ও সত্যরামের পুনঃ প্রবেশ]

দয়ারাম। যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী হ'য়ে এসেছি মা।

সত্যরাম। মা, আমিও এসেছি।

রেণুকা। এই তো আমি চাই, বাবা।

দয়ারাম। আজ তুমি হাসি মুখে নয় কেন, মা? মলিন বদন কেন তোমার?

রেণুকা। না বাবা, না। এসো, কাছে এসো, স্নেহের দুলাল আমার। আজ

আমার কত আনন্দ। কত গৌরব! আমার সন্তানেরা যাবে আজ বীর-বেশে বীরের গৌরব অর্জন ক'রতে। হে, জগদীশ্বর!—

সত্যরাম। তোমার চরণের আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের বিদায় দাও, মা (মায়ের চরণে নতজানু হইয়া)।

দয়ারাম। মা, আমরা শুধু শক্তি ভিক্ষা চাই তোমার কাছে। তুমি যে শক্তি-দায়িনী, মাতৃ-আদেশ পালনে তোমার সন্তান যেন সক্ষম হয়।

রেণুকা। বাবা, যোগী-ঋষির সন্তান তোমরা। জগতের তেত্রিশ কোটি দেবতাগণ তোমাদের শক্তি যোগাবেন। আমি আশীর্বাদ করি বাবা। ন্যায় ও ধর্মের জয় সুনিশ্চিত।

দয়ারাম। আয় ভাই, আয়। মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি। ধর্মযুদ্ধে জয় আমাদের অনিবার্য।

[প্রস্থান]

সত্যরাম। ঠিক, ঠিক। যথা ধর্মঃ, তথা জয়ঃ।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রত্নাবতী পুরীর রাজ-প্রাসাদ

(বেগে কমলার প্রবেশ)

কমলা। এত দর্প তার! রাজা কার্তবীর্যের মহিষী ক'রবে আমাকে? না, না, আমার কেশাগ্র স্পর্শ করার তার ক্ষমতা নেই। আমি যদি সতী নারী হই, মনে মনে ভৃগুরাম ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষকে জেনে না থাকি, আমি দেখবো ত্রিভুবন বিজয়ী কার্তবীর্যের সহস্র বাহু কোথায় উড়ে গেছে।

(ধর্মদাসের প্রবেশ)

ধর্মদাস। কার্তবীর্যের সহস্র বাহু উড়ে গেছে! কে একাজ ক'রলে মা? কবে ক'রলে?

কমলা। কেউ এখনো করেনি জ্যাঠামশাই। কেউ না পা'রলেও আমি পারব।

ধর্মদাস। সবার দ্বার থেকে ফিরে এসেছি মা। বড় বড় রাজারা—

কমলা। কেউ দয়া ক'রলে না? ক'রবে না জানি। তেলা মাথায় তেল দেওয়া তাদের অভ্যাস। যাক্, যাক্—প্রদীপের শেষ শিখা নেভার আগে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবো! পৃথিবী জানবে, ত্রিভুবন-বিজেতার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছে—

ধর্মদাস। রাজরাজারা এগিয়ে না এলেও গরীব বামুনের ছেলেরা এগিয়ে এসেছে।

কমলা। এগিয়ে এসেছে! কার সন্তান তারা?

ধর্মদাস। শেষে ভূর্জ্য-পত্রে লিখে যাঁর স্মরণ নিয়েছিলে, মা।

কমলা। জমদগ্নি মুনির? তাহ'লে ভৃগুরাম এসেছে?

(দয়ারামের প্রবেশ)

কমলা। আর একজন?

দয়ারাম। যুদ্ধক্ষেত্রে।

কমলা। ম'রতে এসেছেন?

দয়ারাম। কেন কল্যাণী, দেহে রাজপরিচ্ছদ নেই দেখে? বহুমূল্য তরবারি নেই বলে? কিন্তু ফলাহারী যোগীদের অস্ত্র কি জানেন?

কমলা। জানি। বিল্বপত্র আর ভাঙা ঘট।

দয়ারাম। না। তারও বড় অস্ত্র আছে —

ধর্মদাস। কি সে অস্ত্র?

দয়ারাম। সত্য, ধর্ম এবং মায়ের আশীর্বাদ।

কমলা। হৈহয় রাজা বিষ্ণুর অংশোদ্ভুত, পরাক্রমশালী পুরুষ।

দয়ারাম। তাই তাপসদের তিনি গ্রাহ্য করেন না? কিন্তু আপনার জানা উচিত, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ আমাদের এক পূর্বপুরুষের পদাঘাত বুক পেতে গ্রহণ ক'রে জর্জরিত হ'য়েছিলেন।

কমলা। আমাকে ক্ষমা করুন সাধু। আপনাকে আমি পরীক্ষা ক'রছিলাম। এখন বুঝলাম, সত্যকার সুহৃদ আপনারা।

ধর্মদাস। মা! ঐ শত্রুরা চীৎকার ক'রছে। পালিয়ে যাও মা, ওদের ঋণের কথা পরে ভেবো।

নেপথ্যে—জয়, মহারাজ কার্তবীর্যের জয়।

কমলা। এ ঋণ পরিশোধ দেবার দিন পাবো কিনা জানি না, তবে আপনাদের স্নেহের ঋণে মাথা আমার বিক্রীত। [ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিতেছিল] কখনও যদি সুদিন আসে, কখনো যদি মা ভবাণী মুখ তুলে চায়, সেদিন আপনার মাকে আমি নিজে গিয়ে প্রণাম ক'রে ধন্য হব। [প্রস্থান]

দয়ারাম। সৈন্যগণ এখন কোনখানে বলতে পারো বৃদ্ধ?

[সত্যরামের প্রবেশ]

সত্যরাম। বৃদ্ধ কি ব'লবে দাদা, আমি দেখেছি শত্রুগণ প্রাসাদ আক্রমণ ক'রেছে। এখানে এলো ব'লে।

ধর্মদাস। য়্যা! তা'হ'লে আমার মাকে রক্ষা ক'রতে হবে আগে। না—না—এ ব্রাহ্মণ বেঁচে থেকে তোকে ম'রতে দেবে না। প্রয়োজন হ'লে এ নিজে ম'রবে—তবু তোর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগতে দেবে না।

[প্রস্থান]

নেপথ্যে—মহারাজ কার্ত্তবীর্যের জয়।

দয়ারাম। সত্যই তো সতু। কোলাহল এগিয়ে আসছে। কিন্তু আসার তো কথা নয়! দুর্গদ্বার সুরক্ষিত ছিল।

সত্যরাম। থাকলে কি হবে। অর্থলোভে সেনাপতি দুর্গের পশ্চিম দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে! এস দাদা, এগিয়ে এস—বাধা দিই। কার্তবীর্যের দর্প চূর্ণ করি। (প্রস্থানোদ্যোগ)

(সসৈন্যে কার্তবীর্যের প্রবেশ)

কার্তবীর্য। কই, কোথায়, কে বাধা দেয় ত্রিভুবন-বিজেতা কার্তবীর্যকে?

দয়ারাম। বাধা যারা চিরদিন দিয়ে থাকে, তারা।

কার্তবীর্য। তারা উপবাসী ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়?

সত্যরাম। তারা সকলে ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ ও এমনি উপবাসী শীর্ণকায় তাপসের দল।

দয়ারাম। কেন এসেছেন এই স্বর্ণপুরী ছারখার ক'রতে কি আপনার উদ্দেশ্য, রাজন্?

কার্তবীর্য। তোমার কি উদ্দেশ্য? তুমি কেন এসেছ?

দয়ারাম। একথার অর্থ?

কার্তবীর্য। অর্থ টা তুমি মুখে না ব'ললেও নিশ্চয়ই জানো সাধু।

সত্যরাম। দাদা, জানো? [ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল]

কার্তবীর্য। জানে—নিশ্চয়ই জানে। নইলে ধর্মকর্ম বিসর্জন দিয়ে কিসের পূজা ক'রতে এখানে এসেছে?

দয়ারাম। ভাষা সংযত করুন রাজন্। স্পর্ধা কিন্তু সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কার্তবীর্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কবে যে যৌবন তলিয়ে গেছে, তবু রূপের নেশা কাটে না ব'লে একজনের প্রেমের যজ্ঞে আহুতি দিতে ছুটে এলাম। কিন্তু একি? তাপস-কুমার আমার পূর্বেই সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত!

দয়ারাম। আর একবার ঐ কথা ব'ললে আপনার জিভটা আমি উপড়ে ফেলে দেব।

কার্তবীর্য। সাবধান, ব্রাহ্মণ-নন্দন! এখন সে রাজকুমারী কোথায় বলো

সত্যরাম। ব'লবো না।

কার্তবীর্য। ব'লবে—ব'লবে। মহারাজ কার্তবীর্যের কাছে ত্রি-জগতে সবাই ব'লেছে—আর তুমি তো আমার কাছে শিশু। বলো—ফলাহারী, বলো কি?—ব'লবে না? তবু নীরব? ব্রাহ্মণ বলে এত গর্ব? তাপস ব'লে এত অহঙ্কার? গলায় যজ্ঞসূত্র আছে ব'লে এত স্পর্দ্ধা? কিন্তু ঐ গর্বোদ্ধত শি এখুনি ধূলায় লুটিয়ে প'ড়বে, পিতামাতার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

সত্যরাম। সেটা পরে। তার পূর্বে, আপনি আমার হাতে আগে আত্মরক্ষা করুন।

[কার্তবীর্যকে হত্যা করিতে অগ্রসর। কার্তবীর্য তাঁহার সৈন্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সৈন্য আগাইয়া আসিল এবং উভয়েই যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

দয়ারাম। মহারাজ, আপনাকে আমিও ক্ষমা ক'রব না।

কার্তবীর্য। বাচালতা রাখো, তাপস! তোমার হাতে ঐ অস্ত্র শোভা পায় না।

দয়ারাম। না। শোভা পায় দণ্ড আর কমণ্ডলু? কিন্তু এই কৌ মাত্র বস্ত্রাবৃত ঋষির শক্তির কথা জানেন না! এরা মুহূর্তে সাগর শুকিয়ে দেয়, পর্বতের মাথা নুইয়ে দেয়! এরা প্রলয়ের তালে নেচে ওঠে, প্লাবনের তালে গেয়ে-যায়! এদের নিশ্বাসে বিষ আছে!

কার্তবীর্য। সেই ব্রাহ্মণ তুমি? তা বটে! হাঃ হাঃ-হাঃ।

দয়ারাম। কি বল'লেন, নির্লজ্জ?

কার্তবীর্য। নির্লজ্জ বটে, কিন্তু ধর্মজ্ঞান হীন নয়।

দয়ারাম। চুপ করুন, রাজন্! আপনি চরিত্রহীন, জগতের আবর্জনা আজন্ম ব্রহ্মচারীর ধর্ম আপনি কি জানবেন? রত্নাবতীর রাজকন্যা আমা ভগ্নিতুল্য! পৃথিবীর কোন রাজশক্তি দুর্বলা নারীর ডাকে সাড়া দেয়নি

বলে মাতৃ-আদেশে আমরা দু'ভাই সে ডাকে সাড়া দিয়েছি। কিন্তু কি বলব? ধর্মজ্ঞানহীন রাজনকে কি ব'লব? বিশ্বের কলঙ্ক আপনি!

বসন্তক। বল'বার কিছু নেই। ব'লতে গেলেই সব ঠাণ্ডা, বুঝলে?

দয়ারাম। তবে রে অধার্মিক?

[বসন্তককে অস্ত্রাঘাত করিতে গেল, কিন্তু কার্তবীর্য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত]

কার্তবীর্য। বটে! আমার বিদূষকের গায়ে অস্ত্রাঘাত! ঠিক আছে, মহারাজ চিত্রসেনের বংশের কলঙ্ক আজ আমি আবার তুলে ধরি।

দয়ারাম। মা—মা! শক্তি দে, মা—শক্তি দে।

[দয়ারামের সহিত যুদ্ধ, দয়ারাম পরাজিত হইয়া রণভঙ্গ দিয়া পলাইল।]

বসন্তক। এইবার সেই লাল পাখী উড়ে এল ব'লে, মহারাজ!

কার্তবীর্য। লাল পাখী!

বসন্তক। ঐ, ঐ উড়ছে। কাছে এলেই ডানা কেটে দিয়ে পায়ে শিকলি জড়িয়ে দেবেন। তা'হ'লেই শুধু বুলি কেন, নাচও আপনি দেখতে পাবেন। [প্রস্থান]

কার্তবীর্য। এবার কোথায় গেল সেই ছলনাময়ী নারী?

(তরবারী লইয়া ছুটিতে ছুটিতে কমলার প্রবেশ)

কমলা। সেই নারী আপনার সামনে!

কার্তবীর্য। এসেছ! এসেছ?—এস,—এস—আমার কাছে এস, কথা শোনো। [অগ্রসর]

কমলা। সাবধান, লম্পট! আর এক পা এগিয়ে এলে এই সতীনারী আপনাকে ক্ষমা ক'রবে না।

কার্তবীর্য। কী ক'রবে, বধ? আরে, তোমার কাছে তো আমি বধ হ'য়েই গেছি সুন্দরী, তোমার প্রেমে!

কমলা। আমার প্রেমে? কেন আপনার তো সহস্র মহিষী আছে

রাজন্! তাদের পেয়েও আমার প্রতি এমন অনুরাগ?

কার্তবীর্য। হ'বে না? তুমি যে পৃথিবীর সেরা রূপসী। কাছে এসো, হাত ধরো, কান পেতে শোনো—বুকের স্পন্দনের মধ্যে শুনতে পাবে, ঊষার নবীন রাগে বিহঙ্গের গান। দেখতে পাবে, আকাশজোড়া প্রেমের জ্যোছনা শোক থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, দেখবে দুঃখ-বেদনার সরসীতে ফুটে উঠেছে আনন্দের শতদল! হাত ধরো।

কমলা। না, তা'র চেয়ে ভগ্নি ব'লে কাছে ডাকুন, পিতৃহত্যার সমস্ত গ্লানি আমি ভু'লে যাই!

কার্তবীর্য। তাই কি হয়? তুমি যে মণি। আমি খনির যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন বুকের সৌন্দর্য বাড়াতে সে মণি বুকেই ধারণ ক'রব।

কমলা। কিন্তু এ মণি গরল! বুকে ধারণ ক'রলে সারা অঙ্গ জ্বলে নীল হ'য়ে যাবে।

কার্তবীর্য। তবে-রে দুষ্টা নারী! [তরবারি লইয়া অগ্রসর]

কমলা। কমলাও প্রস্তুত! সে মর'বে, তবু প্রেম দেবে না।

[উভয়ের যুদ্ধ শেষে তরবারি কমলার হাত হইতে পড়িয়া গেল। কার্তবীর্য তাহার হাত ধরিল।]

কার্তবীর্য। এইবার, প্রগল্‌ভা নারী?

কমলা। চলো এবার রাজা। কোথায় নিয়ে যাবে চলো। কিন্তু, তুমি আমাকে বন্দী ক'রলেও, কায়া ছাড়া মায়া পাবে না। তুমি আমার পিতা মাতা ও ভায়েদের সকলকে হত্যা ক'রেছ! আমি সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য বেঁচে রইলাম! যতদিন না তোমার রক্তে স্নান ক'রছি, ততদিন—ততদিন এই আলুলায়িত কেশ্ আমি বাঁধবো না।

কার্তবীর্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [কমলার হাত ধরিয়া আকর্ষণ]

কমলা। ভৃগুরাম! ভৃগুরাম! বিপন্না নারীকে রক্ষা কর'তে কোথায় তোমার শক্তির উৎস? কোথায় তোমার উদ্ধত কুঠার? ভৃগুরাম!

[কার্তবীর্য কমলার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।]

কার্তবীর্য। এখনো ভৃগুরামকে আকাঙ্ক্ষী? তারই জন্য তোমার তপস্যা? কিন্তু ভৃগুরামকে না চেয়ে যদি এই পৃথিবী-পতিকে চাইতে, তা'হ'লে ধন, ঐশর্য্য, যশ, কুল সমস্তই তুমি লাভ ক'রতে, সাগর-সঙ্গমে গঙ্গোত্রী ধারার মত সবই তোমার কাছে উছলে প'ড়তো। কিন্তু তা যখন তুমি চাইলে না, আমাকে চিনেও যখন এমনিভাবে.ভুল ক'রে ব'সলে, তখন এর পরের পরিণতির কথাটা নির্জনে চিন্তা ক'রো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[কমলাকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল]

নেপথ্যে কমলা। ভৃগুরাম! ভৃগুরাম!

— ঃ০ঃ —

চতুর্থ দৃশ্য

(গিরিসন্নিহিত বনভূমি)

মাতৃ-স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ভৃগুরামের প্রবেশ

ভৃগুরাম। যা-ই। ভৃগুরাম ব'লে কে যেন ডাকলে, না? যেন কত যুগের পরিচিত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কই—কেউ তো কোথাও নেই! তবে কি বাতাস কেঁদে উঠল? না বিরহিনী বসুমতী আমার পাপের ভার সহ্য কর'তে পারছে না ব'লে আমায় ধিক্কার দিল? তাই হবে। মায়ের আদেশে পৃথিবীর সাড়ে তিন কোটি মহাতীর্থে ভ্রমণ ক'রলাম,—কিন্তু কোনো তীর্থ তো মাতৃ-হত্যা মহাপাপের বোঝা গ্রহণ ক'রতে পারলে না!

[রাখালের ছদ্মবেশে কর্মফলের প্রবেশ]

কর্মফল। তাই হাতের কুঠারও খসলো না। কি ক'রেছিলে তুমি?

ভৃগুরাম। মাতৃ-হত্যা!

কর্মফল। সর্বনাশ! মাতৃ-হত্যা! তাহ'লে তো তুমি কীর্তির ধ্বজা উড়িয়েছ। তুমি তো তাহ'লে একটা খুনী!

ভৃগুরাম। সাবধান! ভৃগুরাম মাতৃভক্ত।

কর্মফল। মাতৃভক্ত! মাকে হত্যা ক'রলে তাকে মাতৃভক্ত বলে? আমাকে বোকা পেয়েছ?

ভৃগুরাম। খবরদার! আমার নামে দোষ দিলে তোমার শ্বাস রোধ ক'রে ছেড়ে দেব। মাতৃভক্ত সন্তান কারো অন্যায় সহ্য করে না, রাখাল।

কর্মফল। এখনও মাতৃভক্ত ব'লে নিজেকে ঢাকতে চাইছ? কার আদেশে মাতৃ-হত্যা ক'রেছ?

ভৃগুরাম। পিতার আদেশ পালনের জন্য মায়ের আদেশে আমি মাকে হত্যা ক'রেছি। এ কলঙ্কের জন্য জগতের বুকে হয়ত পিতৃভক্ত পরশুরাম ব'লে আমার পরিচয় থাকবে। কিন্তু আসলে আমি, মাতৃ-ভক্ত, ভৃগুরাম।

কর্মফল। তাহ'লে তুমি ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়?

ভৃগুরাম। আমি জমদগ্নি মুনির সন্তান, ব্রাহ্মণ আমি। তবে তোমাদের দেশে যারা গাই বলদে চাষ করে, তেমন ব্রাহ্মণ নই।

কর্মফল। তেমন ব্রাহ্মণ হওয়া তো ভাগ্যের কথা। তাহ'লে তোমার হাতের কুড়ুলও কবে খসে যেত।

ভৃগুরাম। কি ব'ললে ভাই?

কর্মফল। হুঁ! বিপদে প'ড়ে ভাই তুমি এখন মাতৃ-ভক্ত সেজেছো' গোলক ধাঁধাঁ দেখা, গাই বলদে চাষই চলে।

ভৃগুরাম। দেখলাম আমি।

কর্মফল। কত বামুন রাগের মাথায় বনের কাঠুরের কুড়ুল কেড়ে নিয়ে বনেই মাকে শেষ করে। আবার তখ্‌খনি ঐ কুণ্ডটায় ঝাঁপ দিলেই বস। [প্রস্থানোদ্যোগ

ভৃগুরাম। দাঁড়াও। আমাকে পরীক্ষা ক'রতে হবে। ফিরে না আস

পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা ক'রো। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা ব'লে থাকো, ভৃগুরামের এ কুঠার তোমারও রক্ত না দেখে ক্ষান্ত হবে না। [প্রস্থান]

কর্মফলের গীত

ভাগ্য-চিত্র-পটে,
যেথা যা লিখেছি, যা যেথা সৃজেছি, সবই সত্য ঘটে।
আমি করি, লোকে বলে করি আমি,
তাদের দর্পে হাসে অন্তর্যামী।
ভাঙি গড়ি আমি, কখনো না থামি, বাজি আমি ছায়া নটে।

কর্মফল। ঈশ্বর! তুমিই স্রষ্টা, তুমিই প্রলয়!

ভৃগুরাম। মা, জগৎ জননী? এই অন্ধকারে, একি তোর রূপের প্লাবন! বিশ্বচিন্তায় নিজেকে আহুতি দিয়ে আবার কি নিজেকে দৃষ্টি ক'রেছ মা? তাই কি আকাশ জুড়ে তোমার বন্দনা! (প্রবেশ করিয়া) এই যে, আছ বন্ধু?

কর্মফল। থাকবো না? তুমি দাঁড় করিয়ে রেখে গেলে, আমার কথাটা?

ভৃগুরাম। যথার্থ। আমার হাতের কুঠার খ'সে গেছে। মাতৃ-হত্যার মহা পাপ হ'তে আমি আজ মুক্ত! তোমাকে কি পুরস্কার দেব? বলো।

কর্মফল। ছোটলোক রাখাল, পুরস্কার নিয়ে কি ক'রবে বন্ধু? মনে রেখো, ছোটলোকও মানুষ—তাদের রক্ত ভদ্রলোকের থেকে কালো নয়।

[প্রস্থান]

ভৃগুরাম। অমনি ছোটলোক যদি সবাই হ'ত, তাহ'লে পৃথিবী হ'তে স্বর্গ আর দূরে থাকতো না। যাও—যাও ভাই কর্মবীর, মাতৃভক্ত সেবী ভৃগুরাম তোমার মানবতার উদ্দেশ্যে প্রথম নমস্কার জানাচ্ছে। [নমস্কার করিয়া চোখ খুলিয়া] ও কি! ও কি ব্রহ্মপুত্র!

সহসা ব্রহ্মপুত্রের আবির্ভাব

ব্রহ্মপুত্র। [লজ্জায় আরক্ত হইয়া] তাপস ব্রাহ্মণ!

ভৃগুরাম। তোমার পুণ্যময় গর্ভে স্নান ক'রে মাতৃ-হত্যা পাপ হ'তে মুক্ত

হ'য়েছিলাম ব'লে তোমার জলকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র রূপে প্রচার ক'রতাম।

ব্রহ্মপুত্র ! ব্রাহ্মণ !

ভৃগুরাম। কিন্তু তুমি আমার কুঠারের দ্বারা মুক্ত হ'য়ে, আমার আদেশ অগ্রাহ্য ক'রে যমুনার উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রেছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দিলাম।

ব্রহ্মপুত্র। তাপস !

ভৃগুরাম। আজ থেকে তোমার জল হ'ল অপবিত্র।

ব্রহ্মপুত্র। দয়া ক'রো, ক্ষমা করো ! তুমি আমার গুরু, পায়ে ধ'রে মিনতি করছি, এ অভিশাপ থেকে আমায় মুক্ত কর !

ভৃগুরাম। না—না, ব্রাহ্মণের বেদবাক্য, তুমি অভিশপ্ত।

ব্রহ্মপুত্র। দয়া করো গুরুদেব ! অভিশাপ থেকে আমায় মুক্তি না দিলে আমার এ অপবিত্র জল কেউ আর স্পর্শ ক'রবে না !

ভৃগুরাম। কেন, বলিনি তোমাকে, নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা ক'রতে ? বলিনি তোমাকে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তীর্থ রূপে পরিগণিত হবে তুমি ? বলিনি, সমস্ত তীর্থে গিয়ে তোমার কমণ্ডলুস্থিত জল দ্বারা তর্পণ ক'রব ? কিন্তু এখন ?

ব্রহ্মপুত্র। এখন দর্পিতের দর্প চুর্ণ হ'য়েছে। দয়া করো !

ভৃগুরাম। কিন্তু ব্রহ্ম-বাক্য মিথ্যা হবার নয়।

ব্রহ্মপুত্র। গুরুদেব ! গুরুদেব !

ভৃগুরাম। বৎসরে একটি দিন, যে দিন মীনে ভাস্কর থাকবে, চিত্রা কিম্বা তাহার সান্নিধ্য কোন নক্ষত্রতে পূর্ণিমার সঞ্চার হবে, সেই চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে অশোকাষ্টমীর দিনে, তোমার ঐ জলে যে স্নান ক'রবে, সে দিব্য গতি লাভ ক'রে স্বর্গে গিয়ে চির শান্তিতে বাস ক'রবে। [প্রস্থান]

ব্রহ্মপুত্র। ধন্য হ'লাম। আজ আমি মুক্ত—চির উজ্জ্বল। দূর হ'তে এই অধম সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করুন, গুরুদেব ! [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কার্তবীর্যের রাজধানী সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান

[কার্তবীর্যার্জুনের প্রবেশ]

কার্তবীর্য। একি পুষ্পোদ্যান? হ্যাঁ হ্যাঁ—এই বুঝি সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন! ক্লান্ত পথিক ভুলে যায় তার পথ-শ্রম, এমনি প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভে! ভ্রমরকে মাতোয়ারা ক'রে টেনে আনে এই কুসুমের সুমধুর গন্ধ! দেবতার মনে বাসনা জাগায় প্রকৃতির এমনি দানকে শিরেতে ধারণ করার আশায়। কিন্তু আমি? আমি ক্লান্ত পথিক নই, মদমত্ত ভ্রমর নই, দেবতা হবার যোগ্যতাও আমার নেই—তবে আমি কেন এখানে?

[বসন্তকের প্রবেশ]

বসন্তক। কেন? আপনি না আসলে এখানে কে তবে আসবে মহারাজ?

কার্তবীর্য। কেন, আমি কি জগৎকে ফুলের মত ভালবাসতে পেরেছি?

বসন্তক। তা বলছি না।

কার্তবীর্য। ফুলের মত হাসি দিয়ে স্বর্গকে কি নন্দিত ক'রতে পেরেছি?

বসন্তক। তাও নয়?

কার্তবীর্য। ফুলের মত পবিত্রতা নিয়ে পাতাল পুরীর অধিবাসীদের কি তুষ্ট করিতে পেরেছি?

বসন্তক। না তো! তাও নয়।

কার্তবীর্য। তবে এখানে কি জন্য এসেছি বসন্তক, ব'লতে পারো?

বসন্তক। কেন পারবো না মহারাজ? আমি যে, সিদ্ধান্ত-বাগীশ তাই আপনার বলার আগেই গণে প'ড়ে শ্রীচৈতন ফুলিয়ে রেখে দিয়েছি।

কার্তবীর্য। বলো—বলো তবে, কেন এসেছি এখানে ?

বসন্তক। আপনি ফুলের বুকের কীটের মত ঘুরঘুরে পোকা বলে, মহারাজ !

কার্তবীর্য। তোমাকে শূলে দেব বসন্তক।

বসন্তক। শূলে ? তাহ'লে তো কুল পাবো, মহারাজ ! সে শুভদিন আমার কবে হবে ?

কার্তবীর্য। তুমি মৃত্যু চাও বসন্তক ?

বসন্তক। না মহারাজ, ম'রে গিয়েও বাঁচতে চাই। ম'রে গেলে যে আপনার বড় কষ্ট হবে মহারাজ। তাই না ম'রে, শূলে চড়ে শূলী শিব হ'য়ে ডম্বরু বাজাবো, মহারাজ !

কার্তবীর্য। বসন্তক !

বসন্তক ! আপনি স্বর্গপতি হ'য়ে স্বর্গে যখন মেনকা, চনকা, খেঁদী, বুঁচি, পেঁচী, অপ্সরার পিছনে পিছনে ভোঁ দৌড় দেবেন, আমি তখন আপনার পাশে থেকেই ডম্বরু বাজিয়ে তাল দেব, মহারাজ !

কার্তবীর্য। বটে ! তাহ'লে তুমি আমাকে ভয় পাও না ?

বসন্তক। ধূর, সব মিথ্যা কথা। নইলে, কমলাদেবীকে ধ'রে আনলেন কেন ?

কার্তবীর্য। সে তুমি বুঝবে না বসন্তক। আর বোঝাতে গেলে তোমার চোখের দৃষ্টিতে না হ'লেও তোমার জীবনের উপর ভারী বোঝা হ'য়ে দাড়াবো।

বসন্তক। ব'লবেন না মহারাজ ?

কার্তবীর্য। অনেক দুঃখকে ভুলতে চাই বসন্তক, ঐ নারীর মমতার অন্তরালে, কিন্তু তারা ঢালে গরল, দেয় বিষের দহন। তাই তাদেব চোখে আমি উচ্ছৃঙ্খল, নারী-লোলুপ !

বসন্তক। মহারাজ !

কার্তবীর্য। পৃথিবীকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত ক'রতে গিয়ে, সবার চোখে হ'য়ে উঠেছি লোভী, স্বার্থপর ও কামান্ধ।

বসন্তক। মানে—যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! তাই হয়, মহারাজ, তাই হয়। যেমন এই ফুল বাগানে এসে ফুল তুলতে গেলে কাঁটার আঁচড়ও:খেতে হয়, আর ছ্যাঁচড় সাপেরও কামড় সইতে হয়।

কার্তবীর্য। বসন্তক।

বসন্তক। যাচ্ছি মহারাজ, বুঝতে পেরেছি। সুরা আনতেই যাচ্ছি। তবে এসেছিলাম কিন্তু ফুল পরীদের নাচ দেখতে। দেখলাম ফুলপরী নেই, অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী কিছুই নেই—আছে কেবল দুঃখের গুঞ্জন। কিন্তু রাণীমার কানে যদি ইহা প্রভুঞ্জন সৃষ্টি ক'রে তাহ'লে আমার বরাতে নির্ঘাৎ ছড়ি, নইলে হাতে পায়ে দড়ি। ও মরি—তিনিই যে এখানে আসছেন হরি! তাহ'লে পড়ি কি মরি, চলি আমি থরথরি।

[প্রস্থান]

কার্তবীর্য। একটা সমুদ্র! শব্দহীন, স্পর্শহীন সে বারিধি! অথচ তার বিপুল উচ্ছ্বাস! প্রচণ্ড আলোড়ন! তার তিমির-গর্ভে প্রেম নেই, প্রাণ নেই, রত্ন নেই—আছে শুধু শোকের উর্মি, মৃত্যুর যাতনা! যেদিকে চাই শুধু বিগলিত শব আর দুর্গন্ধ নরক! শ্বাস বুঝি রুদ্ধ হ'য়ে আসে, মৃত্যুর পদশব্দ যেন শোনা যায়। অথচ এর মায়া কাটিয়ে পালাতে পারছি না। কলুষতার মধ্যেই জীবনের পবিত্রতা খুজি—মৃত্যুর পারাবারের মধ্যেই জীবনের সূচনা দেখতে চাই—এমনি আমার প্রেম!

[অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। প্রেম! কার সঙ্গে প্রেম চলছে, প্রেমিক পুরুষ?

কার্তবীর্য। চুপ! চুপ! ঐ দূরে দেখো—দেখো রাণী হাহাকারের মাঝে শান্তির অমিয় ধারা! আঁধারের বুকে আলোর জোয়ার! গরলের মাঝে অমৃতের ভাণ্ড! কেমন ক'রে একই সঙ্গে সব দানা বেঁধে উঠেছে!

অরুণা। তুমি কি পাগল হ'য়ে গেলে মহারাজ ?

কার্তবীর্য। পাগল হ'লে বোধ হয় ভাল থাকতাম রাণী। জীবনের হিসাব নিকাশ, কৈফেয়ৎ—ভুলের তরজমা কিছুই কষতে হ'তো না।

অরুণা। রাজা !

কার্তবীর্য। কেন এসেছ তুমি? যাও—বিরক্ত ক'রো না আমায়, একটু একা শান্তিতে থাকতে দাও।

অরুণা। রাজকার্য ?

কার্তবীর্য। উৎসন্নে যাক।

অরুণা। সংসার ধর্ম ?

কার্তবীর্য। ছারখার হোক।

অরুণা। প্রজাদের দাবী ?

কার্তবীর্য। প্রজারা মরুক।

অরুণা। প্রজারা ম'রবে, আর তুমি রাজভোগ খাবে ? দেশকে তুমি শ্মশান ক'রে অট্টহাসি হাসবে, আর—সেই শ্মশানের চিতা আমায় দেখতে হবে ? ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের নারীধর্ম তুমি লুণ্ঠন ক'রবে, আর তাদের অভিশাপ বহন ক'রতে হবে আমাকে ? এইজন্য তুমি আমাকে এনেছ ?

কার্তবীর্য। রাণী !

অরুণা। এইজন্য তুমি আমাকে তোমার সংসারে বন্দিনী ক'রেছ ? তোমার লুণ্ঠিত ঐশর্যের পাহারা দিতে আমায় রক্ষী সাজিয়েছ ? পৃথিবীকে কান্নায় ভরিয়ে দিয়ে তুমি নির্বিকার চিত্তে ফুলের বনে উৎসব চালিয়েছ ? কিন্তু আমি ? তোমার কীর্তি দেখে আমি জ্ব'লে-পুড়ে মরছি। আমার কথা একবারও ভেবেছ কি রাজা ?

কার্তবীর্য। ভাববার কিছু নেই, রাণী! একজন কাজ করে, ফল ভোগ করে অপরে। মৌমাছি মধু সংগ্রহই করে যায়, ভোগ ক'রে থাকে পৃথিবীর মানুষ। এ যে শাশ্বত—এ যে সত্য, এ বাণীর মৃত্যু নেই, রাণী! [যাইতে যাইতে

ফিরিয়া] হ্যাঁ, কমলাকে তুমি চঞ্চলা হ'তে দিয়ো না, অচলা ক'রেই রেখে দিয়ো—সরিয়ে দিলে, আমি সমুদ্র মন্থন ক'রেও তাকে তুলে আনবো।

[প্রস্থান]

অরুণা। তাকে কি ক'রব, তা আমিই ভাল জানি, রাজা! রাজঅন্তঃপুরে আমি হচ্ছি রাণী। সেই সাম্রাজ্যে আমি সম্রাজ্ঞী। সেখানে যে বাধা সৃষ্টি ক'রবে, তাকে আমি ক্ষমা ক'রব না। আমার কাজ, আমার চিন্তাধারা সবার কাজ ও চিন্তা ধারার ঊর্দ্ধে। [প্রস্থান]

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য

কার্তবীর্যের রাজধানীর কারাগার

[শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দয়ারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। ওঃ! কি গভীর অন্ধকার!

[শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সত্যরামের প্রবেশ]

সত্যরাম। আর যে পারছি না দাদা। হাত পাগুলো সব যেন অসাড় হ'য়ে আসছে।

দয়ারাম। নারে ভাই—না, অসাড় হ'তে দিস না। নিজের শক্তি দিয়ে, তপস্যা দিয়ে নিজেকে সোজা রাখ, ভাই! এ দিন থাকবে না।

সত্যরাম। কি ক'রে সোজা রাখবো দাদা? আলো নেই, বাতাস নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই—নেই কোনো বাঁচার উপকরণ—আছে শুধু সীমাহীন দুঃখ আর বেদনা।

দয়ারাম। অপরের সেই দুঃখ বেদনাকে নিজেদের হৃদয় দিয়ে, স্নায়ু দিয়ে, তন্ত্রী দিয়ে উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছেন ঈশ্বর, উপলব্ধি করতে হবে।

সত্যরাম। দাদা!

দয়ারাম। ও কি! গলাটা কাঁপছে কেন? কি হ'য়েছে তোর, ভাই?

সত্যরাম। বড় পিপাসা পেয়েছে দাদা। একটু জল দেবে?

দয়ারাম। জল !

দয়ারাম। তাইত ! কাকে বলি, কেউ যে নেই।

সত্যরাম। একটু জল ! একটু জল ! দাদা—

দয়ারাম। অশ্রু নিবি ? কিম্বা রক্ত ! আমার হৃদপিণ্ডটাও উপড়ে দিতে পারি। যদি তোর পিপাসা মেটে।

সত্যরাম। একটু জল !

দয়ারাম। কি করি ! কি করি ! ঈশ্বর ! আজন্ম মাতৃসেবী তাপসের কাতর আবেদন তোমার কানে পৌঁছায় না ? তুমি তো বধির নও, তুমি ভক্ত-বৎসল—চির জ্যোতির্ময়। তাই আজ এই সূচিভেদ্য অন্ধকারে তোমার এতটুকু করুণার ধারা আমার মৃত্যুপথযাত্রী ভায়ের মুখে তুলে ধরো, একে বাঁচিয়ে তোল প্রভু !

[পাত্রে জল লইয়া রক্ষির বেশে বাঞ্ছারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। জল দাও ! আমার ভাইকে একটু জল দাও ! তামাসা করো না ভাই। এখন তামাসার সময় নয়।

সত্যরাম। দাও—জল দাও। [জল পান করিতে অগ্রসর]

বাঞ্ছারাম। তোমরা জল চাইলে ? এই যে দিচ্ছি।

[সত্যরামকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া জলের পাত্র অন্য দিকে ফেলিয়া দিল]

দয়ারাম। বাঃ ! যেমন মনিব, তেমনি তার ভৃত্য !

বাঞ্ছারাম। তবে রে উল্লুক ! [পায়ে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল।]

সত্যরাম। দাদাকে নয়, দাদাকে নয়, আমাকে যা খুশী করো, ওকে কিছু বলো না !

[সত্যরাম আগাইয়া গেল। বাঞ্ছারাম তাহাকেও লাথি মারিয়া ফেলিয় দিল]

দয়ারাম। চমৎকার ! এমনি না হ'লে কি দাসত্ব জোটে ? ছিঃ ছিঃ

ব্রাহ্মণের সন্তান ব'লে তুমি। জাতীবৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে পিতামাতার মুখে চুণ-কালি দিয়েছ? কেন, কাজ না জোটে ভিক্ষা ক'রতে পারো না? তাতেও যদি লজ্জা হয় তো, বিষ খেয়ে ম'রতে পারো নি?

বাঞ্ছারাম। আমি ম'রবো কেন বন্ধু, ম'রতে হ'লে এমনি ক'রে তোমাকেই— [পুনঃ পুনঃ লাথি মারিল]

সত্যরাম। দাদা! আমার জন্য তুমি ম'রবে কেন?

দয়ারাম। মৃত্যু যাদের খেলার সাথী, বজ্র যাদের বুকের পাঁজর, যারা অনাহার, অনিদ্রায় জপে ব'সে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে, তারা জরামরণহীন মানুষ।

বাঞ্ছারাম। বা! বা! কি আমার পণ্ডিত রে! কি ভাষা-জ্ঞান!

[দয়ারামকে লাথি মারিল]

সত্যরাম। ভাষা-জ্ঞান শেখাবে তুমি, উল্লুক? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার?

বাঞ্ছারাম। মোটেই না, মোটেই না—সে স্পর্দ্ধা কেবল তোমার।

[পুনঃ পুনঃ দুই ভাইকে লাথি মারিল]

দয়ারাম। এ অসহ্য! এ অসহ্য! আয় তো ভাই, দু'জনে একবার জ্ব'লে উঠি! নিশ্বাসে নিশ্বাসে সৃষ্টি করি প্রলয়ের মেঘ! তারপর ঝঞ্ঝা আর অগ্ন্যুৎপাতে, ঝটিকা আর বর্ষণে, কার্তবীর্যের রাজধানী চুরমার ক'রে দিই—আঃ!

[বাঞ্ছারাম, সত্যরাম ও দয়ারামকে উপর্যুপরি লাথি মারিল। তাহারা জ্ঞান হারাইল।]

বাঞ্ছারাম। বাঁচা গেল। এবার আমি দরজায় গিয়ে লম্বা ঘুম লাগাই।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

[ছদ্মবেশে রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। আহা বাবাজী, থামো, থামো। হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলে আর বাঁচবে?

বাঞ্ছারাম। কে, তুই?

রেণুকা। আমি। আমি, তোমার নিকট আত্মীয়া গো।

বাঞ্ছারাম। ভাগ, মাগী। এমন সময় আত্মীয়া সবাই হয়।

রেণুকা। সবাইয়ের কথা জানি নে। তবে আমি তোমার বড় আত্মীয়া, তাই ছুটে দেখতে এসেছি।

বাঞ্ছারাম। আমি তোকে চিনি না।

রেণুকা। আমাকে চেনার প্রয়োজন কি, বাবাজী! বলি, দাখি—দাক্ষয়িণী মাকে চেনো তো?

বাঞ্ছারাম। দাক্ষয়িণী মা!

রেণুকা। মানে, তোমার বউ। সে আমার ভাগ্নী। আমি তোমার মামীশাশুড়ী, বাবাজী।

বাঞ্ছারাম। সর্বনাশ! [প্রণাম করিয়া] আমি কি যা-তা কথা ব'লে ফেলেছি!

রেণুকা। ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। না চিনে অমন হ'য়েই থাকে।

বাঞ্ছারাম। তা আপনি এখানে কেন?

রেণুকা। আসবো নি? তুমি আমার ভাগিনজামাই। বিয়ের পর থেকে খোঁজ নিতে পারিনি। অত্যন্ত জরুরী সংবাদ ব'লেই ছুটে এসেছি।

বাঞ্ছারাম। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?

রেণুকা। হায়! হায়!

বাঞ্ছারাম। আরে, হ'য়েছে কি, তাই ব'লবেন তো?

রেণুকা। দাখি, দাখি, বোধ হয় ফুরিয়ে গেল।

বাঞ্ছারাম। ফুরিয়ে গেল কি? বেঁচে নেই?

রেণুকা। ওলাওঠা ধ'রলে আর বাঁচে? তবে শেষ চেষ্টা ক'রতেই হবে।

বাঞ্ছারাম। ওরে বাবারে! আমারও যে না দেখেই ধাত ছেড়ে আসছে। কি করি শাশুড়ী ঠাকৃরুণ? হালে বিয়ে করা যে বউ আমার! এখনো সিথেঁর সিঁদুর পাল্টে পরেনি!

রেণুকা। সে তো জানি, ছোটো—ছোটো—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো? ছোটো, বাবাজী। তুমি না এলে আমি নড়ছি নি। এখনি ছোটো।

বাঞ্ছারাম। বাবারে—আমার মা দুর্গা সে যে গো, তাকে হারালে আর বাঁচবো নি। [ছুটিতে ছুটিতে প্রস্থান]

রেণুকা। রক্ষীটাকে ভ্যাড়া বানিয়ে দিয়েছি। ভগবান খুব রক্ষা ক'রেছেন। এবার ছেলে দুটোকে উদ্ধার ক'রতে পারলেই বেঁচে যাই। ওরে দয়া, ওরে সতু! ওঠ্, বাবা, ওঠ্, আর শুয়ে থাকিস না। ঈশ্বর! সহায় হও।

তৃতীয় দৃশ্য

[মহারাজ কার্তবীর্যের রাজসভা]

[ছুটিতে ছুটিতে ছদ্মবেশী কমলার প্রবেশ]

কমলা। তাইত! ছুটতে ছুটতে এ কোথায় এলাম? ভোর হ'য়ে গেছে। আর তো পালাতে পারবো না, কি করি? [বেগে অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। কি করি! কোন দিকে দেখি? এই—কে তুমি?

কমলা। আমি দাসী।

অরুণা। কোথায় যাবে তুমি?

কমলা। রাজবাড়ীর বাইরে। পথটা দেখিয়ে দিতে পারেন আমায়?

অরুণা। দাসীর কাজ অন্তপুরে, বাইরে নয়। তুমি নিশ্চয়—

কমলা। গুপ্তচর নই। আমি দাসী।

অরুণা। তাহ'লে দাসীদের পদোন্নতি হ'য়েছে। তারা অন্তপুর ছেড়ে রাজসভায় নিজেদের স্থান ক'রে নিয়েছে!

কমলা। এটা রাজসভা! ও মা!

অরুণা। ভয় কর'লে কি হবে? তোমার কুকর্মের জন্য কারাগার যে কাঁদছে। সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার চলো কমলা। কেউ যদি দেখে ফেলে তাহ'লে বিপদ আছে।

কমলা। না, কমলাকে দিয়ে যা খুশী তাই করাতে পারেন না, মহারাণি। কারণ সে—

অরুণা। দাসী নয়, রাজকুমারি। এ কথা মহারাণী জানেন।

কমলা। তাহ'লে তার মর্যাদা—

অরুণা। রাজকুমারীর মতই তার মর্যাদা।

কমলা। কিন্তু সে তা পেয়েছে কি?

অরুণা। যদি বলি, বন্দিনীকে সে মর্যাদা দেব না।

কমলা। তাহ'লে জানবো আপনি রাজরাণী বটে, কিন্তু রাজমাতা নন।

অরুণা। মায়ের ব্যথা, তুমি কি বুঝবে কমলা! আগে মা হও, তারপর বোঝার চেষ্টা ক'রো। এস বেলা হ'চ্ছে।

কমলা। আমাকে বিদায় দিন মহারাণি।

অরুণা। বিদায় দেবার জন্য তো তোমাকে এখানে আনা হয়নি।

কমলা। তা'হ'লে কি চিরদিনই আমায় এইখানে আবদ্ধ থাকতে হবে?

অরুণা। যদি বলি, তাই।

কমলা। পতির হিতৈষিণী! [শ্লেষভরে] শাস্ত্রে যে বলে, স্ত্রী নাকি নিজের ভোগবিলাসের সমস্ত সামগ্রী বিসর্জন দিয়ে স্বামী সাজায়। স্বামীকে সুখী করার জন্য নিজে সে সন্ন্যাসিনী সাজে,—আপনি দেখছি সেই নারী।

অরুণা। মহারাণী তোমার কাছে উপহাসের পাত্রী নন।

কমলা। না। তিনি কৌশলী; কিন্তু এটাও ঠিক, যে আপনি যতই কৌশল আঁটুন, আমার আত্মধর্মের কাছে আপনার কোন কৌশলই খাটবে না

অরুণা। অর্থাৎ—

কমলা। অর্থাৎ আমি বলির জন্য উৎসর্গীকৃত পশু নই।

অরুণা। তুমি এখন আমার হাতের যন্ত্র। আমি যে পথে ফেরাবো তুমি সেই পথেই ফিরবে। যে বুলি বলাবো, সেই বুলিই ব'লবে; ে পাঠ শেখাবো, বিবেক হারিয়ে সেই পাঠই শিখবে। চলে এস।

[কমলাকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ

(কার্তবীর্যের প্রবেশ)

কার্তবীর্য। কার্তবীর্যকে না জানিয়ে কাকে এমন সময় সরিয়ে দিচ মহারাণি?

অরুণা। যাকে রত্নাবতী পুরী থেকে বন্দী ক'রে এনে আমার কা রেখে দিয়ে আরামের ঘুম ঘুমিয়েছিলে, তাকে।

কার্তবীর্য। তাকে আজ সরিয়ে দিচ্ছ?

অরুণা। না দিলে আমার ঘুম আসে না যে, মহারাজ।

কার্তবীর্য। ঘুমের সুযোগ তুমি পাবে না মহারাণী, তোমার উদ্দেশ্য ফল হ'তে দেব না।

অরুণা। কি ক'রবে তুমি? আমার মাথাটা কেটে নেবে?

কার্তবীর্য। মাথাটা হয়ত কেটে নেব না। কিন্তু হাত দুটো তোমার বশ ক'রে দেব।

অরুণা। তাই দিয়ো। তবে আমার কাজে আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ। চন্দ্র র্যর উদয়াস্তের হিসাবে ভুল হ'লেও, আমার কাজের হিসাবে ভুল হয় , মহারাজ।

কার্তবীর্য। বটে! এত উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি জানতে পারি?

কমলা। কারণটা কি আজও জানতে পারেন না রাজা? দেশের পর শ জয় ক'রে রাশি রাশি ধনরত্নই লুট ক'রতেই শিখেছেন! রাজা, াপনি দেশের পিতা, আপনি জনগণের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রবেন—না কোথায় শকে বিধবা সাজিয়ে, তাদের অভিশাপে গড়া ঐশ্বর্য দিয়ে নিজের রত্ন-াণ্ডার সাজাচ্ছেন! এতো রাজার কাজ নয়!

কার্তবীর্য। এর কৈফিয়ৎ তোমাকে আমি দেব না। রাণীকেও না

অরুণা। আমাদের না দাও, প্রজাদের দিতে হবে, মহারাজ

কার্তবীর্য। যদি না দিই?

অরুণা। তাহ'লে প্রজারাই তোমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে .বে—কৈফিয়ৎ আদায় ক'রে নেবে। আর আমিও সেই সঙ্গে তাদের াশীর্বাদ ক'রব, তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে।

কার্তবীর্য। মহারাণী আজ পাগল হ'য়ে গেছে!

অরুণা। মহারাণী পাগল হয়নি, হ'য়েছ তুমি। সাবধান রাজা, এর র আর তুমি কোন অন্যায় ক'রতে পারবে না।

কার্তবীর্য। যদি আরো অন্যায় করি?

অরুণা। আমি তা ক'রতে দেব না।

কার্তবীর্য। কিন্তু রাজকুমারীকে আমি মুক্তি দেব না।

অরুণা। সেই জন্য আমিই সর্বাগ্রে ওকে তোমার দৃষ্টির বাইরে সরি দিতে চাই।

কার্তবীর্য। কারণ ?

অরুণা। কারণ আমি শুধু রাজরাণী নই, দেশের জননী। সুতর এ অভাগিনীরও আমি মা। এস কমলা। [উভয়ের প্রস্থান

কার্তবীর্য। হাঃ-হাঃ—হাঃ! মহারাজ কার্তবীর্য! অরুণার মতো যার সংসারে—তার স্বর্গ, তার তীর্থ, তার চাওয়া-পাওয়ার শেষ এইখানে কিন্তু এতো বন্ধন—এতো তার মুক্তি নয়! তোমার কাল পূর্ণ হ' এসেছে রাজা—মহাযজ্ঞে তোমায় আহুতি দিতে হবে! পৃথিবীটা অত্যাচা ভরিয়ে দাও।

নেপেথ্য বসন্তক। মহারাজ!

কার্তবীর্য। শোকে, কান্নায় বিশ্বসংসার ডুবে যাক্। শিশু, নারী, বৃদ্ধে অভিশাপে তোমার অদৃষ্ট কালো হ'য়ে উঠুক, তবেই তুমি নারায়ণ স্বর্গচ্যুত ক'রে এই মাটির পৃথিবীতে টেনে আনতে পারবে—সার্থক হ তোমার অরিরূপে তাঁকে আরাধনা! সুতরাং চালাও হত্যা—চাল নির্যাতন।

[বসন্তকের প্রবেশ]

বসন্তক। গো-ব্রাহ্মণ আপনার দর্শনপ্রার্থী, মহারাজ।

কার্তবীর্য। গো-ব্রাহ্মণ আবার কি ?

বসন্তক। বুঝতে পারলেন না ? একটি হচ্ছে গরু, আর একটি ব্রাহ্মণ

কার্তবীর্য। রাজসভায় গরু!

বসন্তক। চারপেয়ে নয়—দু'পেয়ে। শিং না থাকলেও বড্ড সে তো

। কিনা, তাই তার বুদ্ধির পরিমাপ ক'রে সে জীবের নামকরণ ক'রেছি

কার্তবীর্য। কারা তারা ?

বসন্তক। দেখলেই চিনবেন।

[পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

পুণ্ডরীক। চিনে আর কাজ নেই বাবা। ফিরিয়ে দেন তাদের।

কার্তবীর্য। বিরক্ত ক'রো না পুণ্ডরীক। যারা আসতে চায়, তাদের াসতে দাও।

পুণ্ডরীক। না বাবা, তাদের কথাবার্তা শুনে আমার ভাল মনে চ্ছে না।

কার্তবীর্য। পৃথিবীতে ভাল অনেক কিছুই মনে হয় না। তবু তাদের াল ব'লেই মেনে নিতে হয়।

বসন্তক। যেমন বাবার জন্য সৎমাকে প্রণাম করা, আর কি !

পুণ্ডরীক। তবু তিনি মা। কিন্তু এরা কালসাপ—সোহাগ পেলে বিষ েলে দেবে,—মঙ্গল কিছু ক'রবে না। না বাবা, না, তাদের ডেকে কাজ াই। আমি নিষেধ ক'রে দিই।　　[প্রস্থানোদ্যোগ]

কার্তবীর্য। এত দুর্বল হ'লে রাজাগিরি চলে না, পুণ্ডরীক।

বসন্তক। একশোবার।

কার্তবীর্য। কাপুরুষেরা মরার আগেই মরে বটে ! কিন্তু এই ত্রিভুবন-জেতা, কার্তবীর্য—এর হৃদয় কঠিন আবরণে গড়া—কোনো অমঙ্গলের চনায় সে ভীত হয় না। কোনো কলুষ তার অদৃষ্টকে মসীলিপ্ত ক'রতে ারে না। যাও, তাদের ডেকে নিয়ে এস পুণ্ডরীক।

[প্রসেনজিতের প্রবেশ]

প্রসেনজিত। ডাকতে আর হবে না মহারাজ। তিনি ডাকার আগেই াজে এসে গেছেন।

কার্তবীর্য। মহারাজ প্রসেনজিত! কি সৌভাগ্য আমার!

প্রসেনজিত। সৌভাগ্যটা আপনার নয় মহারাজ, বরং আমার ব'লে পারেন। কেন না, বন্ধুত্ব কামনা ক'রেই এতদূর ছুটে এসেছি।

বসন্তক। হে-হে-হে! খাসা বোড়ের চাল মহারাজ! বরাতের গু বিনা নিমন্ত্রণে এসে যখন জুটেছে, তখন আঙ্গুল ফুলে এবার কলাগা না, বেচারা বিদূষক, অপরের রসের জোগাড় ক'রতে এসে তার নিজে রসের ভাণ্ডার শুকিয়ে উঠেছে। তাই, দু-চার ধামা মিষ্টান্ন উদরে না দি পারলে, রস তার আর জমছে না। (ভয়ে জিব কাটিল) [প্রস্থা

পুণ্ডরীক। বাবা, আমার একটা কথা ছিল।

কার্তবীর্য। পরে শুনবো।

পুণ্ডরীক। ছোট্ট একটা আবেদন।

কার্তবীর্য। পরে বোলো।

পুণ্ডরীক। এতটুকু একটা দাবী।

কার্তবীর্য। সময় হ'লে রাখবো।

পুণ্ডরীক। সে সময় জীবনে কোনোদিন আসবে কিনা জানি না, বা কিন্তু এইটুকু শুধু জানি যে, দেবতা মানুষের সুমতি না দিয়ে বিরূপ হ' মানুষ অমৃত ভেবে গরল পান ক'রেই ঢ'লে পড়ে—বাঁচা তার ত হয় না। [প্রস্থা

কার্তবীর্য। হ্যাঁ মহারাজ, আমার প্রতি আপনার হঠাৎ এত অনুগ্রহ?

প্রসেনজিত। অনুগ্রহ নয় মহারাজ। বিপদের দিনে স্বজাতীর প্র স্বজাতীর কর্তব্য।

কার্তবীর্য। আমার যে বিপদের দিন উপস্থিত হ'য়েছে সে খবর আপনাকে দিলে মহারাজ?

প্রসেনজিত। প্রাসাদে বসেই সে খবর আমি পেয়েছি।

কার্তবীর্য। কি পেয়েছেন? আমার বিপদের জন্য মহারাজাদের

দ্বারে গিয়ে শরণাপন্ন হ'য়েছি ?

প্রসেনজিত। না—না, তা নয়। তবে—

কার্তবীর্য। যিনি সসাগরা পৃথিবী শাসন করেন, তিনি মুখ দেখলেই টের পান। যাক্ মহারাজ, আপনি যখন আমার শক্তি বৃদ্ধি ক'রতে এসেছেন, তখন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। আপনার স্বজাতি-প্রীতির জন্য আপনাকে প্রশংসা না ক'রে পারি না। আপনার অযাচিত করুণার জন্য সুহৃদয় না ভেবে পারি না। তবু, কি জানি, না বুঝে যখন এলেন—

প্রসেনজিত। না বুঝে আসিনি মহারাজ, বুঝেই এসেছি।

কার্তবীর্য। কিন্তু আমার যা কর্মসূচী, তার ফলে আপনার দৌহিত্রগণের যে শিরচ্ছেদ—

প্রসেনজিত। শুধু দৌহিত্রগণ কেন ? কন্যা বিধবা হ'লেও ক্ষতি নেই। কেন না, আগে স্বজাতির ধর্ম রক্ষা, তারপর আত্মীয়তা।

কার্তবীর্য। বেশ, বেশ এই তো চাই। এতদিন পরে বুঝলাম মহারাজ কার্তবীর্যের উপযুক্ত বন্ধু মিলেছে। রক্ষি, বন্দি দয়ারাম আর সত্যরামকে নিয়ে এসো।

বিষ্ণুপদকে লইয়া বাঞ্ছারামের প্রবেশ

বাঞ্ছারাম। দয়ারাম ও সত্যরাম কারাগারে নেই মহারাজ। তারা পলায়িত।

কার্তবীর্য। পলায়িত ! কার দ্বারা একাজ সম্ভব হ'লো ?

বাঞ্ছারাম। বলতে পারি না। তবে আমার অনুমান—

কার্তবীর্য। অনুমান— ?

বাঞ্ছারাম। এই শয়তানই তাদের মুক্ত ক'রে দিয়েছে। [প্রস্থান]

কার্তবীর্য। বল ব্রাহ্মণ, এ কথা সত্য ?

বিষ্ণুপদ। না, আমি কিছুই জানি না মহারাজ।

প্রসেনজিত। সত্য কথা বলো বিষ্ণুপদ, তুমি কি ক'রেছিলে ?

বিষ্ণুপদ। আমি ওসব কিছুই জানি না। আমি রাজকর দিতে পারিনি ব'লে—

প্রসেনজিত। দয়ারাম আর সত্যরামকে হাতে ক'রে কারাগারে দল পাকিয়েছিলে? শেষে তারা পালিয়ে গেলেও তোমার বুদ্ধির দৌড় কম ব'লে একা তোমাকে সেখানে ঘানি টানতে হ'য়েছে? এবার মরো। [প্রস্থান]

কার্তবীর্য। রাজ্যে বাস ক'রে তুমি রাজকর দাওনি কেন, বিষ্ণুপদ?

বিষ্ণুপদ। তার প্রথম উত্তর, দেবার ক্ষমতা নেই।

কার্তবীর্য। আর দ্বিতীয় উত্তর?

বিষ্ণুপদ। সদাচারী ব্রাহ্মণ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য রাজা মানে না, তাই রাজকরও সে দেয় না।

কার্তবীর্য। না দিলে এমনি ক'রে আদায় হবে, শয়তান ব্রাহ্মণ।

[বিষ্ণুপদর মাথায় পদাঘাত]

[বেগে অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। আহা! কি করো, কি করো রাজা, এ যে ব্রাহ্মণ!

কার্তবীর্য। মহারাজ কার্তবীর্য দুষ্টকে শাসন ক'রতে জাতিধর্ম মানে না। পাষণ্ড জানে না যে, তাদের ঈশ্বর হচ্ছি আমি। তাই আমার শাসনের কাছে স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ব্রাহ্মণ নেই, শূদ্র নেই—নেই কোনো ন্যায়ের বিচার উদ্ধত মানুষের শাস্তি দিতে হ'লে এমনি ক'রেই তার মাথাটা আমি গুড়িয়ে দিই। [পুনঃ পুনঃ বিষ্ণুপদর মাথায় পদাঘাত]

অরুণা। জ্বলে যাবে, জ্বলে যাবে, নিশ্বাসে ওর বিষ আছে! থামো মহারাজ।

বিষ্ণুপদ। নারায়ণ! নারায়ণ!

কার্তবীর্য। নারায়ণ? নারায়ণ? [পদাঘাত] তোমার এই শাস্তি দেখে সমস্ত ব্রাহ্মণকুল আগামীকাল হ'তে ব্রাহ্মণ পল্লীতে নারায়ণের নাম স্মরণের

পরিবর্তে আমার নাম স্মরণ ক'রে গাত্রোত্থান ক'রতে হ'বে। এ আমার আদেশ। যে জন অমান্য ক'রবে, তার সংসারের স্ত্রী-পুত্র নির্বিশেষে সকলকে হত্যা ক'রে ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে সে স্থান শ্মশান ক'রে ছেড়ে দেব। [প্রস্থান]

অরুণা। ব্রাহ্মণ, তুমি অভিশাপ দিলে না তো ?

বিষ্ণুপদ। এ ব্রাহ্মণ অভিশাপের মন্ত্র ভুলে গেছে মা। সব ভুলিয়ে দিয়েছেন দয়াল হরি।

[সোমদেবের প্রবেশ]

সোমদেব। হ্যাঁ,—হ্যাঁ, যাবার সময় ঐ মন্ত্র ব'লেই চলে যাও বিষ্ণুপদ।

অরুণা। এ কাজ কেন ক'রলেন, ব্রাহ্মণ ?

বিষ্ণুপদ। এরও প্রয়োজন ছিল, মা।

অরুণা। প্রয়োজন ছিল ! কেন ? কেন ?

বিষ্ণুপদ। আমি মহাপাপী, মা। দেবতার চরণে মহাপাপ ক'রেছিলাম, তাই এই শাস্তি। মা, ব্রাহ্মণ সমাজকে বাঁচাবার জন্য আমি নিজের জীবন দিয়ে গেলাম। এর পরের কর্তব্য তুমি ক'রো মা। নারায়ণ ! নারায়ণ !

[টলিতে টলিতে প্রস্থান]

অরুণা। পুরোহিত মশাই— !

সোমদেব। পারলাম না, মা। পক্ষকাল ব্যাপী মহামায়ার মন্দিরে স্বস্ত্যয়ণ ক'রেও দেবীকে তুষ্ট ক'রতে পারলাম না। তিনি রাঙা পায়ে ফুল নিলেন না।

অরুণা। আর কোনো অন্য উপায় নেই ?

সোমদেব। আছে মা, শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ।

অরুণা। তবে আর হ'ল না দেবতা ! আমার ইষ্ট স্বামী। স্বামীর ইষ্ট শঙ্কর। সুতরাং স্বামীর উপাসক যিনি, স্ত্রীরও উপাসক তিনি। সেই শঙ্করকে উপাসনা ক'রে যদি স্বামীর মৃত্যু আসে, তাঁর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীও হাসতে হাসতে আশ্রয় নেবে। তবু নিজ ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে সতী নারী পরধর্ম গ্রহণ ক'রবে না। [প্রস্থান]

সোমদেব। হ'ল না! মহারাজের কাল পূর্ণ হ'য়ে এসেছে। চক্রধারী আজ পৃথিবীতে শত্রু দমনের জন্যই নিজে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। সুতরাং এ সময় সদুপদেশ সকলের কাছেই বিষতুল্য। চক্রধারি! পৃথিবীর কলুষ মুক্ত ক'রে, আবার মোহন মুরলী বাজিয়ো প্রভু! নিশাঅন্তের মত তপস্যা ভঙ্গ ক'রে শুনতে পাই যেন দ্বাপরে রাধাকুঞ্জে মুরলীর ঝঙ্কার। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

জমদগ্নি মুনির তপোবনের পার্শ্বদেশ

গান গাহিতে গাহিতে টেঁপা ও টেঁপির প্রবেশ

[টেঁপার কাঁধে কুঠার এবং টেঁপির মাথায় কাঠের বোঝা]

গীত

টেঁপা। ওরে টেঁপি, গেছি ম'জে তোমার প্রেমে।
কাছে না ঘেসঁলে পরে, মাইরি বলছি উঠবো ঘেমে।
টেঁপি। বলিস্ কি তুই, ওরে ট্যাপা আমায় আজ,
না-না-না, টানিস্ না আর, পাচ্ছে লাজ।
টেঁপা। চোখ ঠারলি. প্রেম দিবি না? মর্ তবে, পালাই আমি।
টেঁপি। তুই পালালে আমি ছাড়ি? এক নারীর কি আর দশটা স্বামী?
টেঁপা। তুলে তবে কাঠের বোঝা চল্‌না সোজা, যাস্‌না থেমে।
টেঁপি। না, বরং সাঁতার দেব, (যখন) প্রেম-সাগরে গেছি নেমে॥

কমলা। [প্রবেশ করিয়া] হ্যাঁগা, এখানে জমদগ্নি মুনির আশ্রমটা কোথায়?

টেঁপা }
টেঁপি } ওই দেখা যাচ্ছে। [উভয়ের প্রস্থান]

কমলা। ঠিক—ঠিক—ঐ তো ভারতের ঐতিহ্যবাহী তপোবন! ওরই রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রেমের মধু! পাতায়, ফুলে-ফলে স্বর্গের সুষমা! গাম্ভীর্যে যেন দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ধ্যানমগ্ন এক মহানযোগী। কিন্তু আমি কে? আমি রাজার দুলালী হ'য়েও আজ তপস্বিনী। এক জনের ধ্যান ভাঙাতেই আজ আমার এই যাত্রা!

[ফুলের সাজি লইয়া দয়ারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। কোন্ যুগ-সন্ধিক্ষণে মানুষ যাত্রা শুরু ক'রেছে, কোথায় তার শেষ, কে তা জানে? কে!—আপনি?

কমলা। এত আত্মীয়তার পরেও আবার আপনি? বলুন, তুমি।

দয়ারাম। একটা বিরাট রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের যিনি কর্তা, তিনি দয়া ক'রে গরীবদের কুটির দ্বারে এসেছেন ব'লে, তাঁকে কি অসম্মান ক'রতে পারি?

কমলা। তিনি তো দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হ'য়ে আসেন নি, এসেছেন আত্মীয়া হিসাবে। সুতরাং আত্মীয়াকে 'আপনি' বলে দূরে রাখতে নেই, 'তুমি' ব'লেই কাছে টানতে হয়।

দয়ারাম। তুমি যে রাজকুমারি!

কমলা। না, বলুন ভগ্নি।

দয়ারাম। বেশ। তাহ'লে তুমি বলার অধিকার হ'তে আর যেন কখনো বঞ্চিত না হই, ভগ্নি।

কমলা। বঞ্চিত না হ'য়ে বরং সম্বন্ধটা পাকিয়ে তোলার জন্যই তো মায়ের কাছে ছুটে এলাম আজ।

[রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। মায়ের কাছে! রাজার নন্দিনী আজ পর্ণ-কুটিরবাসীর দ্বার-প্রান্তে! কেন মা?

দয়ারাম। তুমি একে চেনো মা?

রেণুকা। মেয়েকে মা চিনবে না বাবা? তাকে কি আর কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় রে?

কমলা। [প্রণাম করিয়া] কি ক'রে আমায় চিনলেন? কে আমি— ?

রেণুকা। তুমি আমার মেয়ে, আর আমি তোমার মা। দয়ারাম, তোর দাদার জন্য কমলার মত এমনি একটি মেয়েই আমার প্রয়োজন, বাবা।

দয়ারাম। ঠিক। ঠিক ব'লেছ মা।

কমলা। আমি যে দুষ্ট মেয়ে, মা?

রেণুকা। এমনি দুষ্টু মেয়েই আমি ভালবাসি। যে শাসন ক'রবে, আবার সোহাগ দেবে। কিন্তু পর্ণ-কুটিরবাসীর পক্ষে এ হ'চ্ছে আকাশ-কুসুম কল্পনা।

কমলা। আকাশ-কুসুম কল্পনা নয় মা, আমি মেয়ে হ'য়েই প্রণাম ক'রতে এসেছি। কিন্তু আপনি আমায় প্রথমেই চিনলেন কি ক'রে, সত্য ক'রে বলুন তো মা?

রেণুকা। তুমি আমায় যেমন ক'রে প্রথমেই চিনেছিলে।

দয়ারাম। কমলাকে কোথায় রাখবে মা? কোন্ স্বর্গে তাকে বসাবে? কি দিয়ে তাকে বাঁধবে?

রেণুকা। সত্যই তো দয়ারাম, দীন-দরিদ্র পর্ণ-কুটিরবাসীদের না আছে সম্পদ, না আছে ঐশ্বর্য্য; ভগ্ন কুটির আবার হাওয়ার ভরে ভেঙে পড়ে, বৃষ্টির জলে গলে যায়। কিন্তু আমি তো মা। আমার বুক ভরা স্নেহ দিয়ে, প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ দিয়ে মাকে আমি রাজ-রাজেশ্বরী ক'রে বেঁধে রাখব। সে স্বর্গে দুঃখের ছোঁয়াচও কখনো লাগবে না। এস মা, আশ্রমে এস।

[কমলার হাত ধরিয়া প্রস্থান]

দয়ারাম। মহারাজ কার্তবীর্য আজ আমাদের অতিথি!

[সত্যরামের প্রবেশ]

সত্যরাম। কিন্তু সে ব্যাটা নাক কাটা, দাদা।

দয়ারাম। নাক কাটা কিরে সতু? কি বলছিস তুই?

সত্যরাম। নাক কাটা না হ'লে শত্রুর দ্বারে কেউ কি পাত চাটতে আসে?

দয়ারাম। ওকথা বলিস্ না ভাই। রাজ রাজাদের উদার মন। ঝগড়া মিটে গেলে তাদের কাছে শত্রু মিত্র ভেদাভেদ থাকে না।

সত্যরাম। সোজা কথাটা কি, জানো দাদা? রাজপুরুষ যারা, তারা সুবিধাবাদী। বিপদে পড়লেই বিনয়ের অবতার, নইলে জ্বলন্ত অঙ্গার।

[কার্তবীর্যের প্রবেশ]

কার্তবীর্য। আজ আমি আমার আশার আলো আনতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি পথহারা পথিকের মত! জানি না কি আমার পথ, কি আমার পরিণাম!

দয়ারাম। মহারাজ, কি চান আপনি?　　[প্রস্থান]

কার্তবীর্য। হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ! মহারাজ কার্তবীর্য যে কি চান, কি তার মনের ঠিকানা—কেন তার এই অভিনয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ!

(জমদগ্নির প্রবেশ)

জমদগ্নি। মহারাজ! একি আপনার আনন্দের উচ্ছ্বাস, না বিদ্রূপ? আপনি আজ আমার পাতার কুটীরে অতিথি! তপস্বী ব্রাহ্মণ আপনাকে অতিথির মর্য্যাদা নিশ্চয়ই দেবে।

কার্তবীর্য। আনন্দের উচ্ছ্বাস নয় ব্রাহ্মণ? আপনার পাতার কুটিরে অতিথি সৎকারের কোন উপকরণইতো দেখলাম না, কিন্তু—

জমদগ্নি। তা ঠিক। আমরা ফলমূলাহারী বনবাসী। তার ওপর লোকসমাজের আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং আপনাদের মত মহান অতিথিদের সম্মান রক্ষা ক'রতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। জেনে শুনেও, দয়া ক'রে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য ক'রে নেবেন, সেইটাই আমাদের কাম্য।

কার্তবীর্য। হাঁ! জীবনে এমনি সৌভাগ্যের অধিকারী যদি একদিনও হ'তে পারতাম, নিজেকে তাহ'লে ধন্য মনে কর'তাম। যাক্, এ সৌভাগ্যের মূল উৎস কি? যোগবল?

জমদগ্নি। আমি সামান্য ব্রাহ্মণ। যোগবলের অধিকারী এখনও হ'তে পারিনি, মহারাজ।

কার্তবীর্য। তাহ'লে অরণ্য-গর্ভ হ'তে কি কোন গুপ্তধন পেয়েছিলেন?

জমদগ্নি। ধনের অন্বেষণ তো আশ্রমবাসীদের কাম্য নয়, রাজন্।

কার্তবীর্য। তবে—তবে, ত্রিভুবন-বিজেতার অনাস্বাদিত অমন স্বর্গীয় খাদ্য কোথা থেকে পেলেন? কে দিলে?

জমদগ্নি। কে আর দেবে মহারাজ। ঋষিদের বরাবরই যে যুগিয়ে থাকে, সেই সুরভি মায়েরই দান।

কার্তবীর্য। সুরভি!

(রেণুকার প্রবেশ)

রেণুকা। হ্যাঁ—মহারাজ! শোনেননি কামধেনুর কথা? শোনেননি আপনি, বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ? শোনেননি আপনি, গো-মাতার শক্তির কাহিনী?

কার্তবীর্য। সেই সুরভি?

জমদগ্নি। সেই সুরভি।

কার্তবীর্য। আপনারাই কি এখন তার অধিকারী?

রেণুকা। শুধু আমরা নই। অধিকারী হ'চ্ছেন সপ্ত ঋষি। মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য বর্তমানে আমরা অধিকারী।

কার্তবীর্য। সুরভি কে?

রেণুকা। প্রজাপতি দক্ষের তিন কন্যা। প্রসূতি হ'চ্ছেন সুরভির মা। দক্ষরাজ তাঁর তেত্রিষটি কন্যার মধ্যে সতের জন কন্যাকে কাশ্যপের হাতে

সমর্পণ করেন। সেই সতের জনের মধ্যে সুরভি হ'চ্ছেন একজন। সুতরাং মহান কাশ্যপ হ'চ্ছেন সুরভির স্বামী। তাঁর ক্ষীরে চারলোক পুষ্ট। তাছাড়া, তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা করে, তিনি কল্পতরুর মত তাকে তাই দান করেন।

কার্তবীর্য। তাহ'লে প্রার্থীরূপে আপনার যখন শরণাপন্ন হ'য়েছি আমাকে সেই কামধেনু দান করুন, ব্রাহ্মণ। অপাত্রে প'ড়বে না। আমি সুরভিকে অতি যত্নেই রেখে দেব। সম্রাট আমি, পৃথিবী-পতি আমি, : আমার করায়ত্ত ধন। দৌলত, মান, ভোগের উপকরণ কিছুরই অভাব নেই, তথাপি আপনার ঐশ্বর্যের কাছে মনে হয় আমি ভিক্ষুক। সুতরাং সুরভিকে—

জমদগ্নি। সে কি মহারাজ! কার ধন দেব আমি? তাছাড়া শুনলেন তো আমি একা কামধেনুর অধিকারী নই।

কার্তবীর্য। ও সব আমি বুঝি না। শুধু অনুনয় ক'রে বলছি, ধন, সম্পদ, মুকুট, এমন কি সসাগরা পৃথিবীর বিনিময়েও কামধেনু আমায় দান করুন।

জমদগ্নি। সাধ্য থাকলে ব'লতে হ'তো না মহারাজ। কিন্তু উপায় নেই। আপনি ফিরে যান। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির এমন দীনতা আমি সহ্য কর'তে পারছি না। চেয়ে দেখুন, আপনার করুণ দৃষ্টির কাছে সমস্ত তপোবন লজ্জায় মলিন হ'য়ে উঠেছে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কার্তবীর্য। বটে! এত অহঙ্কার তোমার ব্রাহ্মণ! শত্রু হ'য়েও প্রার্থীরূপে দ্বারে এসেছি ব'লে আমাকে এই অপমান?

রেণুকা। না, এর নাম অপমান নয়, শত্রুতাও নয়। তাছাড়া শত্রু কাকে বলে জানি না, রাজা। এইটুকু শুধু জানি—প্রার্থীরূপে, অতিথিরূপে দ্বার-প্রান্তে যাঁরা এসে দাঁড়ান, অমঙ্গলের দূত হ'লেও, তারা আমাদের বরণীয়। দেবতা জ্ঞানেই তাদের সেবা ক'রে থাকি, সর্বস্ব বিলিয়ে দিই—কেননা ব্রাহ্মণ দধিচীর জাতি।

কার্তবীর্য। চুপ করো, নির্লজ্জ সুন্দরী নারী!

জমদগ্নি। কি ব'ললে মূর্খ? সতী নারীর নামে কলঙ্ক? ওকে তুমি চেনো না। জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে।

কার্তবীর্য। জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাই সেও ভাল। তবু সুন্দরী নারীকে—

রেণুকা। ওরে মূর্খ রাজা, জগৎ-সংসারে ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে মাকে চিনলি না? মায়ের জাতি নেই? সুন্দরী কি শ্যামা তার পরিচয় মায়ের মধ্যে নেই? আমি যে সেই মা। সেই মাকে কাম দৃষ্টিতে দর্শন ক'রতে তোর স্পর্ধা হয়?

কার্তবীর্য। হবে না? তুমি যে শুধু রূপসী নও, তুমি প্রেমময়ী।

রেণুকা। হাঁ, হাঁ—মা যে প্রেমময়ীই হয় তা জানিস না? সন্তানের বেদনায় যে ছুটে যায় প্রেম নিবেদন ক'রতে, মন্দাকিনী ধারার মত তৃষিত সন্তানের মুখে তার প্রেমের সহস্র ধারা ঝরিয়ে দিতে—সেই তো প্রেমময়ী মা। [প্রস্থান]

কার্তবীর্য। ও, এত দূর! প্রতিশোধ চাই। ব্রাহ্মণ! এত অনুনয় বিনয় সত্বেও কামধেনু যখন দিলে না, তখন জোর ক'রেই তাকে নিয়ে চ'ললাম। সাধ্য থাকে আমাকে বাধা দাও। সৈন্যগণ, কামধেনুকে জোর ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে যাও, যে বাধা দেবে, তার শিরোচ্ছেদ ক'রে পথ পরিষ্কার ক'রে এগিয়ে যাবে।

জমদগ্নি। সাবধান,—মরণের যদি পালক গজিয়ে না থাকে, তা'হ'লে পুনরায় বলছি, তুমি সাবধান, রাজা।

কার্তবীর্য। তুমি সাবধান হও, ব্রাহ্মণ। সমস্ত পূর্ব শত্রুতা মুছে দিয়ে অতিথিরূপে তোমার দ্বারপ্রান্তে এসে যা সম্মান পেলাম, তারই ফল স্বরূপ কামধেনু হরণের পর সুন্দরী রেণুকা হরণ, তারপরের অধ্যায় সূচিত হবে তোমাকে হত্যার সঙ্গে তপোবনে অগ্নিসংযোগ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান]

জমদগ্নি। সত্যরাম। সত্যরাম।

[তরবারি লইয়া সত্যরামের পুনঃ প্রবেশ]

সত্যরাম। কামধেনু ওরা যে নিয়ে চ'লে গেল! আমরা দু ভায়ে বাধা দিয়েও রক্ষা ক'রতে পারলাম না! কি করি পিতা? [প্রস্থান]

[তরবারি লইয়া বাঞ্ছারামের প্রবেশ]

বাঞ্ছা। পারলে না, ব্যাটা কাপুরুষ, পালিয়ে গেল। কিন্তু, আমি যে আবার ছুটে এলাম, ব্যাটাকে সায়েস্তা ক'রে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে।

[তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দয়ারাম ও বসন্তকের প্রবেশ]

বসন্তক। আজ আমার হাতে তোমার পরিত্রাণ নেই, তাপস!

দয়ারাম। সে কথা আমিই ঘোষণা ক'রতে চেয়েছিলাম, তপস্বী ব্রাহ্মণ যখন জ্বলে উঠেছে, তখন তোমাদের কারো পরিত্রাণ নেই।

বসন্তক। বটে! কামধেনুর গর্ভ থেকে যে সমস্ত সৈন্য বেরিয়েছিল, তারা তো সব শেষ। এবার তুমিও শেষ হবে।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

[তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে রেণুকা ও প্রসেনজিতের প্রবেশ]

প্রসেনজিত। কার সঙ্গে অস্ত্র ধ'রেছিস্? চিনিস্ আমাকে?

রেণুকা। চিনি না আবার! তুমি যে কাল সর্প, নিজের সন্তানকে নিজেই গিলে খাও!

প্রসেনজিত। তবে রে, দর্পিতা নারী!

[উভয়ের যুদ্ধ। শেষে সহসা প্রসেনজিতের হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল।]

রেণুকা। কি হ'ল পিতা? কোথায় গেল তোমার বিপুল শক্তির উৎস? ছি-ছি-ছি! তোমার লজ্জা নেই, তুমি তোমার আত্মীয়কে না চিনে ঘর-ভেদী শত্রুর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরের পদলেহন ক'রতে ব্রতী হ'য়েছ! এই কি তোমার ধর্ম? এই কি তোমার কর্তব্য? এই কি তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়?

[যুদ্ধ করিতে করিতে জমদগ্নি ও কার্তবীর্যের প্রবেশ]

কার্তবীর্য। থাক, আর মনুষ্যত্বের পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, এবার শক্তির পরিচয়ই দেখা যাক।

[উভয়ের যুদ্ধ, সহসা জমদগ্নির হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল]

রেণুকা। অসি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। ভয় নেই স্বামী, আমি আছি। শয়তান, কাপুরুষ! আজ সতী নারীর হস্তেই তোমার নিধন।

[কার্তবীর্যের সঙ্গে রেণুকার যুদ্ধ, রেণুকার হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল।

কার্তবীর্য। সুন্দরী নারী! মহারাজ কার্তবীর্যের সঙ্গে যুদ্ধের কি শোচনী পরিণাম তাই দেখো। [রেণুকাকে পদাঘাত]

রেণুকা। উঃ! স্বামী!

জমদগ্নি। একটা তরবারি, একটা তরবারি।

কার্তবীর্য। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আবার তরবারি চায় যে, রাজা প্রসেনজিত?

প্রসেনজিত। তরবারিটা দিয়ে দেন তবে। হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ!

[পদাঘাত করিতে ইঙ্গিত করিল]

কার্তবীর্য। হাঁঃ-হাঁঃ-হাঃ—এই না হ'লে শ্বশুরের কাজ? ঠিক, ঠিক তোমার শ্বশুরের দেওয়া তরবারি আমিই দিলাম।

[জমদগ্নির মাথায় পদাঘাত]

রেণুকা। স্বামী?

জমদগ্নি। ওঃ! নারায়ণ! নারায়ণ!

কার্তবীর্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ এক-দুই-তিন।

[জমদগ্নিকে ছুরিকাঘাত]

জমদগ্নি। আর না, আর না, রাজন! [উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল]

কার্তবীর্য। চার-পাঁচ-ছয়! সাত-আট-নয়-দশ-এগার-বার।

প্রসেনজিত। হাঃ-হা-হাঃ! বারো নয় একুশবার। [ছুরিকাঘাত]

রেণুকা। পাপের পরিণাম স্মরণ কোরো রাজা। স্ববংশে ধ্বংসের ব দেরী নেই।

কার্তবীর্য। তের-চোদ্দ-পনর-ষোল-সতের-আঠার-উনিশ, কুড়ি-একুশ! একুশবার আবেদন ক'রেও ব্যর্থ হওয়ার এই চরম প্রতিশোধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জমদগ্নি। আঃ! সতী, আমি যাচ্ছি, তুমি প্রতিশোধ নিয়ো। বি- —বি-দা-য়।

[টলিতে টলিতে জমদগ্নির প্রস্থান]

রেণুকা। শোন, জল্লাদ পিতা! শোনো, পাপিষ্ঠ রাজন! আমার স্ব

মৃতদেহ প'ড়ে থাকবে। যুদ্ধের সময় যে সহস্র বাহুতে তুমি যুদ্ধ ক'রেছ, সেই সহস্র বাহুতে চিতা সাজিয়ে আমি সহমৃতা হব। চন্দ্র সূর্য যদি মিথ্যা না হয়, এই সতীর বাক্যও তাহ'লে মিথ্যা হবে না।

প্রসেনজিত। পালিয়ে আসুন, পালিয়ে আসুন মহারাজ। নতুবা, সতীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আপনার রাজশক্তি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। এযে মহাসতীর আত্মদান। পালিয়ে আসুন, পালিয়ে আসুন। [প্রস্থান]

কার্তবীর্য। ও কি! আকাশ পথে সুরভি স্বর্গের দিকে যাচ্ছে, নয়? তাইত! তাইত! সুরভি কি যাদু-বিদ্যায় মুক্তি লাভ ক'রে উড়ে যাচ্ছে? যাবি কোথায় মায়াবিনী গাভী? আমিও উড্ডায়ন বিদ্যার বলে উড়ে গিয়ে স্বর্গে গিয়েও তোকে বন্দী ক'রব। তোর পরিত্রাণ নেই, আমার হাতে তোর নিষ্কৃতি নেই। তোর মহাশত্রু তোর পিছনে ছুটে চললো! [প্রস্থান]

রেণুকা। একি! শোকে আমি ভেঙ্গে পড়েছি কেন, একি আমার দুর্বলতা? না—না, আমি কাঁদবো না—আমি পাষাণী, আমি হৃদয়হীনা। কেঁদে, কেঁদে স্বর্গ-পথের যাত্রী স্বামীর অমঙ্গল সূচনা ক'রব না, করব না সেই বিদায়ী আত্মার অধোগতি। জরা-মরণ হীন হ'য়ে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে যুগ যুগ ধ'রে অপেক্ষা ক'রব এর প্রতিশোধের আশায়। যতদিন—যতদিন না ভৃগুরাম ফিরে আসে, যতদিন না সে এসে মাতৃবন্দনা করে—যতদিন না সে এসে মাতৃ পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নেয়, ততদিন—ততদিন, আমি স্বামী-শয্যা পাশে প্রহরী! ভৃগুরাম! ফিরে এস তুমি, ভৃগুরাম!

[মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে উন্মত্ত অবস্থায় ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম। মা, একি বেশ তোমার? রুক্ষ কেশ, আরক্ত নয়ন! আশ্রমও নিস্তব্ধ কেন? পিতা কোথায়?

রেণুকা। তোমার পিতা—!

ভৃগুরাম। বলো মা, বলো—কথা কইছ না কেন? বলো মা, পিতার সংবাদ?

রেণুকা। তোমার পিতা নিহত।

ভৃগুরাম। নিহত! মা, মা! বলো মা, বলো—কার চক্রান্তে, কে পিতা নিহত ক'রেছে?

রেণুকা। তোমার দাদামহাশয়ের চক্রান্ত, মহারাজ কার্তবীর্যের শতব অস্ত্রাঘাতে তিনি নিহত। ঐ দেখ, তপোবনে তাঁর শব!

ভৃগুরাম। কি বললে, প্রসেনজিত আর কার্তবীর্যের এই কাজ? কে সুরভি ছিল না?

রেণুকা। সে শেষ চেষ্টা ক'রেছে। তার সৈন্য বল, অস্ত্রবল সব ব হ'য়েছে। শেষে নিজেকে রক্ষা ক'রতে না পেরে, স্বর্গ-পথে সে উড়ে গেছে।

ভৃগুরাম। তা'হলে এখন তোমার কি আদেশ, মা? বলো, বলো।

রেণুকা। যে আদেশ পালন ক'রতে ব'লবো, মাথা পেতে গ্রহণ ক'রবে?

ভৃগুরাম। ক'রব, ক'রব—যত অন্যায় হোক, যত নিদারুণ হোক, মাতৃ-আ মাথা পেতে গ্রহণ ক'রব, মা!

রেণুকা। আমার প্রথম আদেশ হচ্ছে, তোমার দাদামশায়ের শিরোচ্ছেদ

ভৃগুরাম। তারপর?

রেণুকা। আমাকে যে পদাঘাত ক'রেছে, তোমার পিতার দেহে যে একুশব ধ'রে অস্ত্রাঘাত ক'রেছে, মহারাজ কার্তবীর্যকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রে একুশব ধ'রে তুমিও পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রবে। পারবে?

ভৃগুরাম। পারব মা। তোমার আশীর্বাদের জোরে, আমি পারব মা কিন্তু পিতার সৎকার?

রেণুকা। এখন না। আমার প্রতিজ্ঞা,—যেদিন তুমি পাপিষ্ঠ কার্তবী সহস্র বাহু ছেদন ক'রে সেই বাহুর দ্বারা চিতা সাজাবে, সেইদিন—সেইদিন, আম প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'লে। সেইদিন, এই বুকের জ্বালা নিবারণ ক'রে তোমার বাব পাশে একই চিতায় আমি সহমৃতা হব! জ্ব'লে ওঠ পরশুরাম—জ্ব'লে ওঠ দাবাগ্নি মত।

ভৃগুরাম। উত্তম। মাতৃ-আদেশে পরশুরাম জ্ব'লে ওঠবে! ক্ষত্রিয়কুল নিঃক্ষত্রিয় ক'রে বিশ্বে সৃষ্টি ক'রবে সে পরম শান্তি!

রেণুকা। কিন্তু এর জন্য কি প্রয়োজন জানো, রাম?

ভৃগুরাম। কোনো প্রয়োজন নেই, মা! তোমার আদেশে, তোমাকেই হত্যা ক'রেছিলাম। আবার তোমার আদেশেই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে সে পাপ স্খলন ক'রে এসেছি। এখন আমি মাতৃমন্ত্র জপ ক'রে জগতে যেন অজেয় হ'তে পারি। আশীর্বাদ করো। [প্রণাম করিতে অগ্রসর]

রেণুকা। না, আমি দূর থেকেই তোমায় আশীর্বাদ করছি।

ভৃগুরাম। দূর থেকে আশীর্বাদ ক'রছ কেন মা, পাদস্পর্শের অধিকার দেবে না?

রেণুকা। না, অধিকার দেব সেদিন—যেদিন, দেখবো তুমি পাপাত্মা কার্তবীর্যের শিরোচ্ছেদ ক'রে তার তপ্ত শোনিতে আমাকে স্নান করাতে পেরেছ! যাও বৎস, শঙ্করের আরাধনা ক'রে যুদ্ধ-যাত্রা ক'র।

ভৃগুরাম। জ্বলে উঠেছে ভৃগুরাম, জ্বলে উঠেছে! রে কার্তবীর্য। এত দর্প, এত অহঙ্কার তোর? আজন্ম তপস্বী ভৃগুরামের মায়ের পিঠে পদাঘাত? দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর অথবা ক্ষত্রিয়—কান পেতে শুনে নাও, পরশুরামের প্রতিজ্ঞা। যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণকে এক বিংশতিবার ছুরিকাঘাত ক'রেছে, ধরাকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় ক'রে সেই নরপিশাচ ক্ষত্রিয়ের বক্ষরক্তে মা রেণুকার চরণ রঞ্জিত ক'রে পিতৃআত্মার পরিতৃপ্ত ক'রবে। আর যদি না পারি, তাহ'লে জগৎ জানবে, এই পরশুরাম রেণুকার সন্তান ভার্গব-নন্দন ভৃগুরাম নয়! (প্রস্থান)

রেণুকা। স্বামি! স্বামি! তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে বেঁচে রইলাম! তার জন্য তোমাকেও আমি মলিন হ'তে দেব না। জীবনের সাধনা দিয়ে, সতীত্বের দীপ্তি দিয়ে, তোমাকে আমি উজ্জ্বল ক'রে রেখে দেব। যতদিন না, ভৃগুরাম কার্তবীর্যের তপ্ত শোনিতে আমায় স্নান করায়, ততদিন—ততদিন, আমি ভীমা-ভয়ঙ্করী মূর্তিতে আলুলায়িত কেশে তোমার শব-শয্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রব। তারপর প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হ'লে তোমার সাথে সহমৃতা হব, স্বামী!

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমদগ্নি মুনির আশ্রম

ধর্ম্মদাস আসিতেছিল

ধর্ম্মদাস। তাইত! আমার মা জননী গেল কোথায়? রাজ্যের পর রাজ্য ছুটেছি—বন, নদী, পাহাড় পার হ'য়ে এসেছি, কোথাও মায়ের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত দেখলুম না! আর কি মা আমার বেঁচে আছে। যাই, একবার রেণুকা মায়ের পা দুটোকে জড়িয়ে ধ'রব—যদি তিনি ছেলে দুটোকে পাঠিয়ে দিয়ে আমার মায়ের উদ্ধারের সাহায্য করেন, এগিয়ে দেখি।

[দয়ারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। মা, মা—কে, ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাস এখনও মরে নি, দাদাঠাকুর। যম তাকে কাঁদবার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছে।

দয়ারাম। কেন, কি হ'য়েছে? কাঁদছো কেন?

ধর্ম্মদাস। কাঁদতে তো চাই নি, কিন্তু বুকটাকে চেপে রাখতে পারি না যে, দেবতা? আমার কমলা মা—

দয়ারাম। ধর্ম্মদাস!

ধর্ম্মদাস। আর পোড়া চোখ দুটোই কি কথা শোনে?

দয়ারাম। তাই হয় ধর্ম্মদাস, তাই হয়। মানুষ যা চায়, তা পায় না, ভাগ্যহীনের হাত থেকে প্রাপ্ত বস্তুও উড়ে যায়, তোমাকে আর বোঝাবো কি? তুমি তো পণ্ডিত।

ধর্ম্মদাস। পণ্ডিত না ছাই, নিজে যা দুপাতা প'ড়েছি, মা জননীকে তাই শিখিয়েছিলুম। এখন সেই মাকে খুঁজতে এসেছি। যদি একটু দয়া করো—

দয়ারাম। কমলাদেবীর কথা ব'লছো তো, কমলাদেবী আমাদের সম্মানের

পাত্রী। একাধারে যেজন তাঁর অভিভাবক, স্নেহের যে জন পিতা, বিপদে যে তাঁর বন্ধু, আদেশ পালনে যে তাঁর দাস, তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য জীবন দিতে পারি, কিন্তু দয়া ক'রতে পারি না। দয়া যিনি ক'রতে পারেন, তিনি হ'চ্ছেন মা, সেই মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রবে তো চলে এসো। দেখবে, তোমার কাঁদন ভরা মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে। [প্রস্থান]

ধর্মদাস। সেই বরাতই বটে! যে চ'লে গেছে তাকে আর পেয়েছি! সব ভাওতা, সব ধোঁকাবাজী, মা আমার ঠিক বেঁচে নেই। যাক, যাক—সব যখন চ'লে গেছে, তখন এই ধর্মদাস ঠাকুর আর থাকছে না! তপস্বিনী মায়ের কাছে দেখা করে, সটান লম্বা দেবে—আর শর্মা ফিরবে না। (প্রস্থানোদ্যোগ)

[কমলা আসিতেছিল]

কমলা। কে যেন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছে! না, কতদিনের যেন পরিচিত কণ্ঠ। (ভিতরে প্রবেশ করিয়া) কে? জ্যাঠামশাই? (প্রণাম করিল)

ধর্মদাস। মা জননি!

কমলা। তুমি এসেছ জ্যাঠামশাই, এসেছ?

ধর্মদাস। না এসে কি থাকতে পারি রে, মা! তুই যে বুড়োর মা। তোকে হারিয়ে আমি আহার, নিদ্রা, পূজোর মন্ত্র তন্ত্র সব ভুলে গেছি। আহা, কতদিন তোকে দেখিনি! দেখ্—দেখ্, তোর জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো আমার অন্ধ হ'তে ব'সেছে।

কমলা। আর কাঁদতে হবে না। শান্ত হও, জ্যোঠামশাই!

ধর্মদাস। দেখিস এ বুড়োকে ফাঁকি দিয়ে আর কোথাও পালাসনি যেন? হ্যাঁরে, কি ক'রে এখানে এলি বলত, মা?

কমলা। আশ্চর্য হবার কথাই বটে।

ধর্মদাস। দুষ্টের শিরোমণি কার্তবীর্য—

কমলা। তিনি আমার ছায়াও স্পর্শ ক'রতে পারেন নি, জ্যাঠামশাই। মহারাণী অরুণাদেবী—

ধর্মদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাপিষ্ঠ রাজার স্ত্রী, তোকে সে খুব নির্যাতন ক'রেছে বুঝি?

কমলা। না জ্যাঠামশাই, তিনি সদাশয়া নারী। তিনি শুধু রাণী নন, সত্যই তিনি জননী! তিনিই মহারাজের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার ক'রে দাসী দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ধর্মদাস। বলিস্ কিরে মা? সারকুড়েও তাহ'লে পদ্মফুল জন্মায় দেখছি! কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস্?

কমলা। কি জ্যাঠামশাই?

ধর্মদাস। পাপের ঘরেও পুণ্যবান জন্মাতে পারে, মা। তোকে ভগবান বাঁচাবে বলেই, তাঁর অন্তরে এতটুকু মায়া এনে দিয়েছিল। এই বুড়োর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যই সে দয়াল ঠাকুরের এমনি কৌশল!

কমলা। কোথায় চ'ললে তুমি?

ধর্মদাস। যাইনি কোথাও, তবে যাব। আর গেলে কিন্তু একা আমি যাব না, তোকে নিয়েই যাব, মা। ছন্নছাড়ার মত ঘুরতে তোকে দেব না, বনে বনে কাঁদতে আর দেব না, মা বাপ মরা এই মা-টাকে আমি রাজাধিরাজ স্বামী দেখে তার ভাগ্যের সাথে গেঁথে দেব। [প্রস্থান]

কমলা। রাজাধিরাজ স্বামী আমার প্রয়োজন কি? আমি যার ধ্যান ভাঙাবার জন্য পক্ষকাল ধ'রে পূজারিণী সেজে মন্দির দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ছাড়া এ জীবনে আর কাউকে রুচি হবে না—আর কারো ভাগ্যে গাঁথা প'ড়ে কখনই সুখী হব না। আমি তাঁরই পূজার ফুল—সেই আমার ধ্যান!

[ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম। ধ্যান?—পক্ষকাল ধ'রে ধ্যান ক'রেও তাঁকে পাই না কেন? কোথায় গেল সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ! কোন পূজায় কি ভাবে তাঁকে তুষ্ট করি—? মাও তো এখানে নেই! কে তুমি, ধ্যানমগ্না নারী?

কমলা। আমি পূজারিণী।

ভৃগুরাম। পূজার জন্য মন্দির আছে, সেখানে যাও। এখানে কেন?

কমলা। সে মন্দিরে পাষাণ দেবতার সাড়া মেলে না।

ভৃগুরাম। ধ্যানের মাঝেই সাড়া পাবে।

কমলা। আপনি তো পক্ককাল ধ'রে ধ্যান ক'রলেন, আপনি পেয়েছেন ?

ভৃগুরাম। আমার ধ্যানে, আমার পূজায় বিঘ্ন হ'য়েছে।

কমলা। আমার ধ্যানে, আমার পূজাতেও বিঘ্ন হয়; মন্ত্রের অর্থ ভুলে যাই—জপের সময়, মনের মাঝে একজনের ছায়া পড়ে! আমি অবশ হ'য়ে পড়ি; সব কিছু ভুলে যাই।

ভৃগুরাম। তাহ'লে তুমি এখন কি চাও ? কি ক'রবে তুমি ?

কমলা। কি ক'রবো তা নিজেই জানি না। যা চাই, তা দিবেন বলুন ? তাহ'লে একটা কর্তব্য বরং স্থির ক'রতে পারি।

ভৃগুরাম। তুমি মহাভ্রমে প'ড়েছ, নারী! তাই মানুষ না চিনে কাকে কি ব'লছ তুমি নিজেই বোধ হয় জানো না। আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছে, আমি পাগল হ'য়ে মায়ের কাছে ছুটেছি। সেই মহাদেবীর মহাআজ্ঞার আগামী দিনের মহা কর্মসূচী স্থির হবে। এসব কথা তুমি জানো না, জানবে না, আমিও আর জানাতে বা বোঝাতে তোমায় পারছি না। তুমি পথ ছাড়ো।

কমলা। আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে, আমি পথ ছাড়বো না।

ভৃগুরাম। তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত আমার সময় নেই, ধৈর্যও নেই। তুমি স'রে দাঁড়াও।

কমলা। আমি কে, তা জিজ্ঞাসা করলেন না ?

ভৃগুরাম। প্রয়োজন নেই।

কমলা। সত্যকার আমার অভাব কিসের, জানলেন না ?

ভৃগুরাম। জেনে আমার লাভ ?

কমলা। কি আমার ব্যথা, কি আমার দুঃখ, কি আমার স্বপ্ন, কিছুই আপনি শুনবেন না ?

ভৃগুরাম। অবসর নেই।

কমলা। আপনি পাষাণ ?

ভৃগুরাম। পাষাণ হ'লে ফেটে যেত, এ মরুভূমি। এত উত্তাপ সহ্য হ'ত না। এ দেহ আমার মরুভূমি। এক ফোঁটা জল নেই, ফুল নেই, ফল নেই—এতটুকু

ছায়ার পর্য্যন্ত চিহ্ন নেই—আছে—শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী, হৃদয়-ব্যাপী উত্তাপ, আর প্রতিহিংসার তীব্র দহন! সরো, মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে ইষ্ট-সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাই। তুফান মানবো না, মানবো না কোনো বাধা—সৃষ্টির বিভীষিকা হ'য়ে যাত্রা ক'রবো। চ'লতে শুরু ক'রব অবিচলিত গতিতে—অনির্দিষ্ট পথে! পথ ছাড়ো।

কমলা। তাহ'লে আমাকে হত্যা ক'রেই যাত্রা করুন।

ভৃগুরাম। আঃ! নারী, তুমি বুঝবে না আমার কি জ্বালা!

কমলা। আমার কি বুঝেছেন?

ভৃগুরাম। জানবে না, আমার কি ব্যথা?

কমলা। আমার কি জেনেছেন?

ভৃগুরাম। অনুভব ক'রবে না, আমার হৃদয়ব্যাপী শোকের কি উৎস!

কমলা। আপনি কি অনুভব ক'রেছেন? নাই করুণ আপনি, কিন্তু আপনার সঙ্গ ছাড়ছে না আপনার এই সেবিকা।

ভৃগুরাম। সেবিকা! তবে যে ব'ললে তুমি পূজারিণী!

কমলা। রত্নাবতী পুরীর ভূতপূর্ব মহারাজ ভোজের নন্দিনী, এই কমলা দেবী। যেদিন, পিতার মুখে আপনার মাতৃভক্তির কথা শুনতে পাই, সেই দিন থেকেই, সে মনে-মনে আপনাকে পূজা ক'রে আসছে, দেবতা! অতএব, এ নারী কি পূজারিণী নয়?

ভৃগুরাম। দূর হও, ছন্নমতি কুমারী। আবাল্য-তপস্বী, রুদ্রশিষ্য ভৃগুরামের কাছে প্রণয়?

কমলা। আর্য সন্তান!

ভৃগুরাম। এই মহা বিপদের মুখে একি পরীক্ষা? একে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা?

কমলা। না, স্বামী! কোন পরীক্ষার ছলে নয়, আপনাকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ক'রতেও আসিনি—কোনও পাপ আমি জানি না। এসেছিলাম নারীত্ব বিকাশের পূর্ণ কামনা নিয়ে।

ভৃগুরাম। আবার সেই একই কথা? ভৃগুরামের জী নে প্রেম নাই। প্রেমের মধু তার শুকিয়ে গেছে।

কমলা। প্রেমের মধুতে এই নারীরও প্রয়োজন নেই, তপস্বী!

ভৃগুরাম। তবে? তবে তুমি কি চাও, নারী?

কমলা। এইখানে একটু ঠাঁই। [পদতলে বসিল] সেবা করার এতটুকু অধিকার!

ভৃগুরাম। না—না, হবে না। মার পূজা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই, নেই কোন আকর্ষণ, এ জীবনে অন্য কেনো নারী আমায় বাঁধতে পারবে না, কমলা! মা আমার ইষ্ট, সেই আমার পূজার মন্ত্র। [প্রস্থানোদ্যোগ]

[বেগে রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। তাই ব'লে কোন নারীই অমর্যাদার পাত্রী নয়। কোনো নারীকে তুমি অসম্মান ক'রতে পারো না, পুত্র!

ভৃগুরাম। একি, মা! আমার জীবনের মহা সন্ধিক্ষণে একি তোমার বাণী? আরাধনায় ব্যর্থ হ'য়ে, বিরাট এক সমস্যা নিয়ে ছুটে এসেছি, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবে, উপদেশ দেবে, সত্যকার পথনির্দেশ ক'রবে—না তুমি আমাকে আরো অন্ধকারে ঠেলে দিতে চাও, মা?

রেণুকা। আলো যে চেনে না, তার চোখে চিরদিনই অন্ধকার জ'মে থাকে, বৎস!

ভৃগুরাম। সেকি মা! কি ব'লতে চাইছ তুমি?

রেণুকা। সে কথা আমাকে ব'লতে হবে? এর জন্য তোমার পিতার মৃতদেহ ফেলে আমায় ছুটে আসতে হবে? অনুভব ক'রতে পার না নির্বোধ, নিজের ত্রুটি?

ভৃগুরাম। তোমার নির্বোধ সন্তানের তো শাস্ত্র-জ্ঞান নেই মা, কি ক'রে সে অনুভব ক'রবে?

রেণুকা। অনুভব ক'রতে না পারো, চোখ তো আছে, দেখতে পাও না, সাধ্বী নারীর চোখের জল!

ভৃগুরাম। চোখের জল!

রেণুকা। বুঝতে পারো না, তার বুকের ভাষা?

ভৃগুরাম। বুকের ভাষা! মা?

রেণুকা। কার দীর্ঘশ্বাসে তুমি পূজায় আজ ব্যর্থ হ'য়েছো, জানতে পারো না?

ভৃগুরাম। তাহ'লে, কি তোমার মনের কথা—? না মা, না—সম্ভব নয়। আমি যে আজনম ব্রহ্মচারী ?

রেণুকা। তাই তো আমার বেশী ক'রে আজ কান্নার দিন। কমলা! তোকে যখন আশ্রয় দিয়েছি মা, কারো কথা আমি শুনবো না। তোর চোখের জল আমি মুছিয়ে দেব। তুই ওঠ, মা!

কমলা। মা!

ভৃগুরাম। এ আমার ভুল নয়, মা। এর জন্য তুমি শাস্তি আমায় দিতে পারো না। আমার কার্য সিদ্ধির জন্য সত্যকার পথ তুমি নির্দেশ ক'রে দাও, মা!

রেণুকা। মাতৃভক্ত যদি তুমি হও, আমার আদেশ পালন কর আগে, বৎস!

ভৃগুরাম। উত্তম। বলো মা, যজ্ঞের আয়োজন কোথায় ক'রতে হবে, নিজালয়ে ?

রেণুকা। না বৎস, নিজালয়ে হবে না।

ভৃগুরাম। মন্দিরে ?

রেণুকা। না, না।

ভৃগুরাম। নদীতীরে ?

রেণুকা। না, না।

ভৃগুরাম। তবে ? তবে কোথায় সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রতে হবে ?

রেণুকা। নর্মদার তীরে, শিবালয়ে। সেই শিবালয়েই তুমিও চ'লে যাও, কমলা। সেইখানেই স্বামীর সঙ্গে শিবের আহুতি দিয়ে সীমন্তিনী হ'য়ে উঠবে। নারীত্বের গরিমা, বধূত্বের গৌরব, একই সঙ্গে অর্জন ক'রবে তুমি।

কমলা। আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে সেই মহাতীর্থেই যাত্রা ক'রছি, মা। যোগসিদ্ধা আপনি। আপনার মহাবাণী, যেন এই নারী-জীবনে মহাসম্পদরূপে দেখা দেয়। দেখা দেয় যেন, ছন্দহারা জীবনের স্থললিত গতিরূপে। স্নেহে দীপ্তিতে, মাধুর্যে এ নারীর জীবন যেন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, জননী!

[সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

ভৃগুরাম। একি তোমার অভিশাপ না আশীর্বাদ, মা ?

রেণুকা। [দীপ্তকণ্ঠে] কোন্‌টা তোমার অভিরুচি? কোন্‌টা তুমি শুনতে চাও, বৎস ?

ভৃগুরাম। আমি কোনোটাই শুনতে চাই না, মা।

রেণুকা। তাহ'লে এ তোমার জীবনের অভিশাপ।

ভৃগুরাম। তাহ'লে অভিশাপকেই জীবনের আশীর্বাদ ব'লে মেনে নেব।

রেণুকা। আর যদি বলি, আশীর্বাদ?

ভৃগুরাম। সে আশীর্বাদ উপেক্ষা করার মত ক্ষমতাও আমার নেই। কিন্তু মা—এই কি মাতৃভক্তির শেষ প্রতিদান?

রেণুকা। বলো, বলো—আরো বলো, এই কি মাতৃপূজার দক্ষিণা, এই কি অবদান? মা তো তোকে গর্ভে ধারণ করেনি, সে তো তো'কে স্তন্য-ধারা দেয়নি!

ভৃগুরাম। মা!

রেণুকা। তোকে দেয়নি সে স্নেহের পরশ! তোর মায়ের দেহে মায়া নেই, দয়া নেই, সান্ত্বনা নেই, নেই তার আপন বিবেক। সে একটা ঝড়, একটি ঘূর্ণি বায়ু, একটা জলোচ্ছ্বাস—চ'লতে চ'লতে পৃথিবীর বুকে সে ছিঁড়ে প'ড়েছে!

ভৃগুরাম। মাগো—এ বাণী যে বজ্রের থেকেও কঠিন!

রেণুকা। মা যে তোমার বজ্রময়ী।

ভৃগুরাম। মৃত্যুর চেয়েও এ যে নির্মম!

রেণুকা। মা যে তোমার মৃত্যুর দূতী।

ভৃগুরাম। সন্তানের জন্য এই কি জননীর সান্ত্বনার ভাষা, মা?

রেণুকা। সান্ত্বনার ভাষা সে পাবে কোথায়? শেখাবে কে তাকে?

ভৃগুরাম। আর না, আর না—পুত্রের হৃদয়টা আর রক্তাক্ত ক'রে দিয়ো না, জননী।

রেণুকা। রক্তাক্ত তোমার মায়ের অন্তর। পুত্রকে সেখানে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়নি—এরপর আর জানানোও হবে না। সেখানে দুঃখ ভোগের আমন্ত্রণ!

ভৃগুরাম। তোমার রুদ্রমূর্তি থামাও মা, আমি সইতে পারছি না। আর সেই সঙ্গে ব'লে দাও, বুঝিয়ে দাও—এ তোমার মাতৃ-হৃদয়ের সুপ্ত করুণা না, অনন্ত দুঃখের সীমাহীন প্রচ্ছদপট?

রেণুকা। এর সদুত্তর মাতৃভক্ত সন্তানকে মনের প্রচ্ছদপটেই সন্ধান ক'রতে হবে। এর বেশী উত্তর আমি দেব না। এতে যদি তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তাহ'লে তোমার পিতৃ-মাতৃ কাজ করার প্রয়োজন নেই—তোমার মাই তার নিশ্চল স্বামীর শব-শয্যায় যুগ-যুগান্ত ধ'রে বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রবে। তবু তোমার মত সন্তানকে সে একটি মুখের কথাও আর শোনাবে না। [প্রস্থান]

ভৃগুরাম। ছন্নছাড়া জীবনকে অন্ধকার কুয়াশায় ঢেকে দিলি! দে—দে, তাই দে, জননী! তোর এই সন্তানের ভবিষ্যৎ যদি মসীলিপ্ত হয়—বিষের ধোঁয়ায় যদি এর জীবন হ'য়ে যায় কালোয় কালো—তবু—তবু তোর সন্তানের এ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কর্তব্যচ্যুত হবে না। প্রতিজ্ঞা যেদিন পূর্ণ হবে, সংকল্প যেদিন সিদ্ধ হবে—এই হতভাগ্য মাতৃ-সেবক সেইদিন, ক্ষত্রিয়ের রক্ত এনে তোর সেই রাঙা চরণ দুটিকে রাঙিয়ে দেবে, জননী! [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নর্ম্মদাতীর শিবালয়

পার্বতীর প্রবেশ

পার্বতী। ওকি! এত নিষেধ সত্বেও চললে, মহেশ্বর? ফিরে এস, ফিরে এস।

মহেশ্বরের প্রবেশ

মহেশ্বর। পিছু ডাকছো, পার্বতী? কিন্তু তোমার নিষেধ শুনবো না। কার্তবীর্য আমার পরম ভক্ত, আমার উপাসক।

পার্বতী। তাই তাকে কোলে নিয়ে, ভৃগুরামের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে?

মহেশ্বর। নিশ্চয়।

পার্বতী। কিন্তু ভৃগুরামের তুমি অস্ত্রগুরু না? সে তোমার ভক্ত নয়? তোমার সে উপাসক নয়?

মহেশ্বর। সে আমায় ছেড়ে চ'লে গেছে।

পার্বতী। সেই জন্য তাকে ভুলে গেছ ?

মহেশ্বর। অবশ্য।

পার্বতী। কিন্তু, সে কি তোমাকে ভুলে গেছে ?

মহেশ্বর। সে কথা সেই জানে।

পার্বতী। তুমিও জানো ঠাকুর। তার মনে ব'সে পূজা নাওনি ?

মহেশ্বর। না তো।

পার্বতী। সে যে ক্ষত্রিয়-কুল বিনাশের জন্য দীর্ঘদিন ধ'রে আরাধনা ক'রলে, সবই ভুলে গেলে !

মহেশ্বর। ভুল।

পার্বতী। ও! তাহ'লে কার্তবীর্যের রানীর বড় বড় থালার ভোগে তোমার নজর প'ড়েছে, নয় ? সেইজন্য বুঝি ?

মহেশ্বর। সাবধান পার্বতী, আমার নামে কলঙ্ক দেবে না। আমি চ'ললাম কার্তবীর্যের কাছে। তার রানী সাতদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে শিবালয়ে প'ড়ে ছিল। তার কাতর ডাকে আমি নিজে কেঁদেছি—সাড়া তবু দেইনি। এখন সেই রানী আমার এখানে ছুটে আসছে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

পার্বতী। তাই, এখানে পৌঁছোবার পূর্বেই তাকে তুমি ধরা দেবে ? ফিরে এস, এদিকে পরশুরাম আসছে।

মহেশ্বর। পরশুরাম ! [ফিরিল]

পার্বতী। ওঃ! ভৃগুরামকেই চেনো শুধু, পরশুরামকে চেনো না ?

মহেশ্বর। ওঃ! সেই মাতৃ-ঘাতী সু-সন্তান ?

পার্বতী। উপহাস ক'রছ কেন ? মাতৃ-ঘাতী হ'লেও সে মাতৃ-বৎসল। মায়ের কথাতেই সে পিতার আদেশ পালন ক'রেছিল।

মহেশ্বর। তার ওপর আমার কোনো দয়া মায়া নেই, পার্বতী !

পার্বতী। দয়া ক'রবে বুঝি অরুণা দেবীকে ? তাহ'লে আর পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ নির্যাতন হবে না! সতী সীমন্তিনীরা আর বিধবা হ'য়ে চোখের জল ফেলবে না! বালক, বৃদ্ধ আর পথে পড়ে শুকিয়ে কেউ ম'রবে না!

মহেশ্বর। পার্বতি!

পার্বতী। শোনো মহেশ্বর! মহাপাপী কার্তবীর্যের কাল এতদিনে পূর্ণ হ'য়ে এসেছে। ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে পৃথিবী আজ শোকে কাতর। তাই পৃথিবীর অশ্রু মুছাবার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু আজ নর-রূপী ভৃগুরাম। একথা তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি। তাই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, অরুণা দেবী আসুক বা স্বয়ং কার্তবীর্যই আসুক, ভৃগুরামকে যদি পরিত্যাগ করো, তোমার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে স্বর্গে গিয়ে বাস ক'রব। সাবধান—খুব সাবধান! [প্রস্থান]

মহেশ্বর। আমি সব জানি, দেবী! সব কথা আমার মনে আছে। কিন্তু সব জেনেও সব কিছু ভুলে যাই। শত্রুও বিপদে পড়ে আমার জন্য যদি কাঁদে, তার ডাকে সাড়া দিতে শত্রুতা ভুলে যাই। এই জন্যই ভিখারী শিবের ভোলানাথ নাম।

নেপথ্যে অরুণা। ভোলানাথ! আশুতোষ!

মহেশ্বর। এসে প'ড়েছে দেখছি! তাহ'লে আর না, এই পাষাণ মূর্তির মধ্যেই আমায় আত্মগোপন ক'রতে আজ বাধ্য হ'তে হ'ল। [অন্তর্দ্ধান]

[ফুলের সাজি হস্তে অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। ভোলানাথ! আশুতোষ! সতীর কাতর নিবেদন তোমার কানে পৌঁছায়নি ঠাকুর, তুমি পাষাণ?

[কমলার প্রবেশ]

কমলা। পাষাণ—পাষাণ না হ'লে, আশুতোষ সাড়া দেয় না? কে?

অরুণা। কমলা, তুমি এখানে!

কমলা। আমি তাই ভাবছি, আপনি কেন এখানে এলেন! আর, কার সঙ্গেই বা হাজির হ'লেন?

অরুণা। এসেছি ফুল্লরার সঙ্গে। কুলপুরোহিত সোমদেব তপস্যায় চ'লেছেন—তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর কেন এসেছি, সে কথা তুমি তো জানো, মা। নারীদের মান, সম্ভ্রম, সুখ, ঐশ্বর্য যতই থাক, স্বামীর বড় তাদের কিছু নেই।

কমলা। মা!

অরুণা। তাই, সেই স্বামীর মঙ্গলের জন্য, সসাগরা পৃথিবীশ্বরের মহিষী হ'য়েও, একজনের করুণার দ্বারে আমি আজ ভিখারিণী! কিন্তু তুমি?

কমলা। আমি? আমার কথা তো সবই জানেন, মা। তাই, এর ব্যর্থ জীবনের কথা আর কি শুনবেন, বলুন?

অরুনা। না, আর শোনাতে হবে না। ভৃগুরাম তোমার মত স্বাধ্বীকে যখন ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন কম জ্বালায় জ্ব'লে-পুড়ে মহেশ্বরের শরনাপন্ন হওনি, একথা বুঝেছি।

[ফুল্লরার প্রবেশ]

ফুল্লরা। সুতরাং, দুজনের যখন একই পথ, তখন মহেশ্বরের কাছে মাথা ফাটাও—পাষাণ গ'লে যাবে।

অরুণ। ভৃগুরাম যত বড়ই তাপস হোক, আমাদের দুজনের তপ্ত নিশ্বাসে সে জ্ব'লে যাবে। এস, আমরা মহেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

কমলা। আমার পথ অন্য।

ফুল্লরা। অন্য! তা'ত হবেই।

অরুণা। কি তোমার পথ?

কমলা। আমার পথ, ভৃগুরামের মঙ্গল কামনা।

ফুল্লরা। ওলো সর্বনাশি, ঝ্যাটা মরো মা, ঝ্যাটা মারো।

অরুণা। যে গ্রহণ ক'রলে না, রাজকুমারী হ'য়েও যার কুটির দ্বার থেকে ভিখারিণী হ'যে ফিরে এলে, তার তুমি মঙ্গল চাও?

কমলা। শুধু একবার নয় একশো বার চাই, তিনিই আমার মনে মনে বরণ করা স্বামী। তিনি এ জীবনে গ্রহণ না ক'রলেও, জন্মে জন্মে আমি তারই প্রণয়ের প্রার্থিনী হ'য়ে থাকব।

ফুল্লরা। বেরো ছুড়ি—এখান থেকে; বেরো—কুলনাশিনী।

অরুণা। দূর হ'য়ে যাও, এখান থেকে।

কমলা। কেন যাবো? এ দেবতার স্থান। এখানে সকলের সমান অধিকার। আপনি প্রার্থনা করুণ আপনার স্বামীর মঙ্গলের জন্য, আর আমি ক'রব—

ফুল্লরা। তোর স্বামীর মঙ্গলের তরে? মেয়েদের শুধু একটা কেন দুটো, তিনটে স্বামী থাকলেও, মহারাণীর সামনে একথা ব'লতে কেউ সাহস করে না, আর তোর সাহস হ'ল? স্বামী উনি কিনা? দূর হ', দূর হ'। স্বামী উনি!

অরুণা। যাও—চলে যাও, নইলে তাড়িয়ে দেব।

কমলা। আপনি এত নীচ মনা?

ফুল্লরা। কি! আমাদের রাণীকে এত বড় কথা!

অরুণা। নীচ মনা আমি, না তুমি? পৃথিবী শাসন ক'রতে, শাসকের প্রয়োজন নেই?

কমলা। সেই শাসক যদি অত্যাচারী হন, নারী-লোলুপ হ'ন, তাহ'লে তাঁর মৃত্যুই কাম্য।

অরুনা। তোকে আমি—

ফুল্লরা। আপনি পারবেন না। আমি ওকে মেরে তাড়াব।

কমলা। আমাকে? মার খাইয়ে মানুষকে শাসন করা যায় না, রাণী মা! তাতে, তার মনের আগুন আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে। পৃথিবী শাসন ক'রতে হ'লে সেখানে প্রয়োজন ভালবাসার গ্রন্থি, স্নেহের সূত্র। চোখ রাঙিয়ে যিনি শাসন করেন তিনি দস্যু।

অরুণা। না, আমার স্বামী ত্রি-ভুবন-বিজেতা। দস্যু ন'ন।

ফুল্লরা। বরং রাজার মত রাজা।

কমলা। সেই জন্যই বুঝি পৃথিবীতে এত হাহাকার?

অরুণা। আমার স্বামী করুণাময়।

ফুল্লরা। এবং দয়ার সাগর লো, কুলনাশিনী!

কমলা। সেই জন্যই দেশের লোক শুকিয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে, কুঁকড়ে ম'রছে

অরুনা। আমার স্বামী সু-শাসক।

ফুল্লরা। এবং ভাল বিচারপতি। এমন বিচারক দেখেছিস লো?

কমলা। সেই জন্যই পৃথিবী আজ বিধবা সেজেছে! আমার পিতৃবংশে বাতি দিতে আজ কেউ আর জীবিত নেই!

ফুল্লরা। ঠিকই ক'রেছে। আমিও তো তাই চাইছিলুম। বেরো, আবাগীর বেটি, বেরো। দূর হ'। উনি, আমাদের শত্রুর মঙ্গল চায়!

[কমলাকে প্রহার করিতে করিতে বাহিরে লইয়া যাইতেছিল]

কমলা। আর না, আর না! মহারাণী, আপনার দ্বারা একদিন মহা উপকৃত হ'য়েছিলাম। তাই এত নির্যাতনের পরেও আর অভিশাপ দিলাম না। কিন্তু ধ্বংসের ঝড় উঠেছে। মা বসুমতি ত্রাহি ত্রাহি ক'রে কাঁদছো তাই রাজা থাকবে না, রাজ্য থাকবে না। পৃথিবী শ্মশান হ'য়ে উঠবে। আপনার এত শ্রম, এত প্রচেষ্টা, এত আরাধনা সমস্তই ব্যর্থতায় পরিণত হবে!

[ফুল্লরা সহ প্রস্থান]

[সোমদেবের প্রবেশ]

সোমদেব। ছি-ছি! মা, এ কি ক'রলে তুমি? হিংসার দ্বারা কখনই ইষ্ট লাভ হয় না, মা!

অরুণা। আমি সব জানি, বাবা। এ আমার বিধিলিপি!

সোমদেব। তাহ'লে তুমি এখানেই থাকবে?

অরুণা। থাকবো—থাকবো—অনন্তকাল ধ'রেই হয়ত থাকবো। যতদিন না আশুতোষ সাড়া দেন!

সোমদেব। ডাকতে জানলে, তোমার প্রাসাদে বসেই সাড়া পেতে, মা। এতদূর কি আসতে হয়, পাগলী মেয়ে?

অরুনা। জানি, বাবা। কিন্তু তেমন ডাকার ভাষা তো জানি না। তাই স্থান-মাহাত্ম্যের জন্য এখানে এসেছি। যদি, তিনি সাড়া দেন।

সোমদেব। তাহ'লে আমি আসি, মা!

অরুনা। কুলপুরোহিত যখন পায়ে দ'লে চ'লে যাচ্ছেন, তখন কোনো বাঁধনেই তো আপনাকে আটকাতে পারবো না, বাবা!

সোমদেব। কুলপুরোহিতকে কি বাঁধন দিয়ে বাঁধতে হয়, মা? তিনি গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য নিজের বাঁধনেই নিজে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সেই

পুরোহিতের যেখানে সম্মান থাকে না, পতি-পরায়না স্বাধ্বীর সঙ্গে যেখানে পাষাণ-পতির হৃদয়-দ্বারেও ঈশ্বরের নাম প্রবেশ করে না, সেখানে তো পুরোহিত থাকে না, মা!

অরুনা। তা'হ'লে এ আপনার বৈরাগ্য?

সোমদেব। বৈরাগ্যই বটে। তবে জটা কমণ্ডলু নিয়ে গৈরিক বসন ধারী যে বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্য নয়, মা। তোমাদের ভালবেশেই আমি চ'লে যাচ্ছি আমার ইষ্ট-চিন্তার সঙ্গে তোমাদের মঙ্গল চিন্তাও আমার অন্তরে জাগ্রত রইল। যদি কখনো তোমাদের মঙ্গল সংবাদ পাই, আমি নিজেই ফিরে আসবো মা, নচেৎ এই যাত্রাই, আমার মহাযাত্রা!

[প্রস্থান]

অরুণা। মহেশ্বর! এখানে এসেও এত বাধা, প্রভু? পূজায় এত বিঘ্ন? অন্যায় ক'রেছি ব'লে, ক্ষমা নেই? আচ্ছা, দেখি, তুমি সাড়া দাও কিনা। নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় (তিন বার)।

[পাষাণ মূর্তিতে ফুল বেলপাতা দিল।]

নেপথ্যে মহেশ্বর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। ফিরে যাও।

অরুণা। না, এসেছি যখন ফিরবো না। আমার স্বামীর জীবনের স্বীকৃতি না পেলে ফিরবো না। নমঃ শিবায়। [ফুল বেলপাতা দিল]

নেপথ্যে মহেশ্বর। আমি ধ্বংসের দেবতা! এর জন্য নারায়ণের শরণাপন্ন হও।

অরুণা। যে হাতে আপনার পূজা ক'রেছি, সে হাতে নারায়ণের পূজা সম্ভব নয়। অন্ততঃ এই স্বীকৃতি দেন প্রভু, যদি কখনো নররূপী নারায়ণ ভৃগুরাম, আমার স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হ'ন, তিনদিন আমার প্রাসাদের দ্বারে প্রহরী হ'য়ে তাঁর জীবন রক্ষা ক'রবেন।

নেপথ্যে মহেশ্বর। তথাস্তু।

[প্রস্থান]

অরুণা। মহেশ্বর! কৌশলে আপনায় বন্দী ক'রলাম।

[অঙ্গিরার প্রবেশ]

অঙ্গিরা। কা'কে বন্দী ক'রলেন, মা ?

অরুণা। ত্রিলোকেশ্বর শিবকে। আজ তিনদিনের স্বীকৃতি পেয়েছি। কাছে পেলে, পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাকব। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেব, আর সেই সঙ্গে ভক্ত-বৎসল হ'য়ে কেমন ক'রে পা ছাড়িয়ে চ'লে আসেন, তাই দেখব।

[প্রস্থান]

অঙ্গিরা। বেটি, পাগলী কোথাকার !

[কশ্যপের প্রবেশ]

কশ্যপ। অঙ্গিরা, সব ঠিক আছে তো ? কোন ত্রুটী আছে নাকি ?

[দয়ারামের প্রবেশ]

দয়ারাম। ঋষি কশ্যপ যে যজ্ঞে ব্রতী থাকেন, সে যজ্ঞে ত্রুটি থাকার উপায় আছে ? সত্যরাম !

[সত্যরামের প্রবেশ]

সত্যরাম। সত্যরাম উপস্থিত, দাদা। এখন বড় দাদা কোথায়, ঋষিগণ ?

[ধনুর্বান হস্তে ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম। যার জন্য এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সে কি আর দূরে থাকতে পারে, ভাই ?

নেপথ্যে মহেশ্বর। অয়মহম্ভোঃ !

ভৃগুরাম। কঃ ত্বম্ ?

নেপথ্যে মহেশ্বর। অতিথোঽস্মি।

ভৃগুরাম। স্বাগতম্ভো।

[ছদ্মবেশে মহেশ্বরের প্রবেশ]

মহেশ্বর। মন্দিরে প্রবেশের বোধ হয় আপত্তি নেই ?

ভৃগুরাম। স্বাগতরবে পূর্বেই আবাহন ক'রেছি। আসুন, পাদ্য-অর্ঘ্যাদি গ্রহণ করুন !

মহেশ্বর। আপনি কি তপস্বী ?

ভৃগুরাম। না, তবে সাধনায় রত।

মহেশ্বর। "অহিংসা পরমোধর্ম, মুনীনাঞ্চ বিশেষতঃ।" তবে এ শিব-মন্দিরে ধনুর্বান দেখছি কেন?

ভৃগুরাম। আমি অহিংসা মন্ত্রের উপাসক নই।

মহেশ্বর। ঈশ্বর সাধনায় অহিংসা পালনীয়।

ভৃগুরাম। তাই যদি হয়, তাহ'লে সে আমার সাধনা নয়।

মহেশ্বর। তবে এ কি আপনার কোন প্রতিহিংসাপূরণার্থে ভগবৎ সমীপে বর প্রার্থনা?

ভৃগুরাম। হ্যাঁ, তাই।

কশ্যপ। কাজে বিঘ্ন ঘ'টছে, ভৃগুরাম। যজ্ঞের কর্মাধ্যক্ষগণ সকলেই উপস্থিত। কিন্তু ভৃগুরাম যে চিরকুমার, ঋষিগণ! স্ত্রী পাশে না থাকলে, যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে কেমন ক'রে! তাহ'লে কি কুশপুত্তলিকা—?

দয়ারাম। সে চিন্তা আমাদের চেয়ে মায়ের ছিল বেশী।

সত্যরাম। তাই, মা নিজেই সে ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়েছেন।

অঙ্গিরা। কে তিনি?

দয়ারাম। লক্ষ্মীর অংশে যার জন্ম, মহারাজ ভোজের নন্দিনী, সেই কমলাদেবী। দাদাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রেছেন।

[কমলার প্রবেশ]

কমলা। মা রেণুকা দেবীর আদেশে এখানে আমি অনেক আগেই পৌঁছে গিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ক'রে রেখে দিয়েছি, ঋষিগণ!

ভৃগুরাম। হুঁ, হুঁ, এখানেও মাতৃ-আজ্ঞা পালন ক'রতে এসেছ? আচ্ছা, অগ্নি জ্বালুন, ঋষিগণ!

কশ্যপ। তার আগে হস্তবন্ধনীর প্রয়োজন। এস মা, আমিই সে কাজটা আগে সুসম্পন্ন করি। [ভৃগুরামের হাতে কমলার হাত মিলাইয়া দিল] আজ থেকে তুমি হ'লে মা, ভৃগুরামের সহধর্মিনী।

অঙ্গিরা। এবার মায়ের সীমন্ত-সিন্দুর রাগে রঞ্জিত করার প্রয়োজন।

মহেশ্বর। ওই কাজটি এই পীঠস্থানে আমাকেই ক'রতে দিন।

[কমলার সিঁথিতে সিন্দুর দিলেন] সীমন্তিনী হও, মা। [প্রস্থান]

অঙ্গিরা। অগ্নি জ্বালো, সত্যরাম।

সত্যরাম। আমি প্রস্তুত।

[অগ্নি জ্বালিল]

অঙ্গিরা। ভৃগুরাম, এই আজ্যস্থালী গ্রহণ করো।

[ভৃগুরামের হাতে আজ্যস্থালী দিল]

অঙ্গিরা। তুমি কুশী নাও, মা!

[কমলার হাতে কুশী দিল।

কশ্যপ। ওঁ অগ্নে যত্তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যংশ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ স্বাহা।

ভৃগুরাম। [মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন এবং অগ্নিতে ঘৃত দিলেন]

অঙ্গিরা। ওঁ বিশ্বেশ্বর বিশ্বেন মা ভাসা পাহি স্বাহা।

ভৃগুরাম। [মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন এবং ঘৃত দিলেন]

দয়ারাম। ওঁ অববর্ত্তেন মলিনা যেনেন্দ্রো অভিববৃধে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মানস্পাতেভি রাষ্ট্রায় বধায় স্বাহা।

ভৃগুরাম। [মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃত দিলেন]

ভৃগুরাম ও সকলে। ওঁ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোমি
অহং দ্যাবা-পৃথিবী আবিবেশ স্বাহা।

[পূর্ণাহুতি দিলেন]

ভৃগুরাম। যজ্ঞশেষে দক্ষিণান্তের প্রয়োজন। কিন্তু আমি নিজেই আজ কপর্দক-হীন। তাই এই হরিতকীই দক্ষিণা দিলাম। এরপর দিগ্বিজয় শেষ ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রব। তারপর যজ্ঞ শেষে সসাগরা পৃথিবী

দক্ষিণা স্বরূপ আপনাদের·মধ্যেই বিতরণ ক'রে দিয়ে, মহেন্দ্র পর্বতে আমি যোগধর্মে নিযুক্ত থাকব।

[ভৃগুরাম কশ্যপের হাতে এক একটি হরিতকী দিলেন।]

কশ্যপ। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।

[প্রস্থান]

ভৃগুরাম আপনি গ্রহণ করুণ।

[অঙ্গিরার হাতে একটি হরিতকী দিলেন]

অঙ্গিরা। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।

[প্রস্থান]

[দয়ারাম ও সত্যরামকেও হরিতকী প্রদান করিলেন]

দয়ারাম। দাদা, এর পরের কর্তব্য তুমি জানো? মা আশ্রমে একা আছেন। শত্রুর এখনও শেষ হয় নি। তাই তাঁকে রক্ষার জন্য আমায় ছুটতে হ'চ্ছে। শীঘ্র যেন দর্শন পাই। গর্ভধারিনীর সঙ্গে আমিও আশা-পথ চেয়ে দিন গুনবো। যতদিন না শত্রু নিপাত হয়, যতদিন না তোমার বিজয়-বার্তা শুনতে পাই, যতদিন না আবার কাছে তোমায় ফিরে পাই, ততদিন—ততদিন তোমাকে ছেড়ে থাকার যে কি কষ্ট, ভাষায় তা বোঝাতে পারবো না, দাদা—ভাষায় তা বোঝাতে পারবো না।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

সত্যরাম। দুঃসহ বেদনায়, তোমায় ছেড়ে কি ক'রে থাকব, দাদা? মায়ের সেবাই বা কে ক'রবে? বল, বল দাদা, তুমি কবে ফিরে আসবে?

ভৃগুরাম। স্নেহের ভাই আমার, একবার তোরা আমাকে আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় দে! আমার কর্তব্য কাজ সমাধা ক'রে আবার ফিরে আসব, ভাই। মা কাঁদলে, আমার হ'য়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিস।

সত্যরাম। সে কথা আমায় ব'লে দেবে, দাদা? শীঘ্র ফিরে এসো, তোমার স্নেহের ছোট ভাই অবোধ, অশান্ত সত্যরামকে আবার এমন ক'রেই করুণার চোখে দেখো দাদা, এইটুকু শুধু কামনা।

[প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান]

কমলা। প্রভু, আমি তাহ'লে আপনার সঙ্গেই যুদ্ধে যাবো।

ভৃগুরাম। না। তুমি কোথায় যাবে—সেখানে?

কমলা। আমি যে ছায়া। আমি তো সেখানেই যাব, প্রভু। নইলে, কায়া গেলে ছায়া কি ক'রে থাকবে?

ভৃগুরাম। সাবধান, কমলা। অমন ভাষা আমাকে শোনাবে না। মায়ের অনুরোধে কেবল স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছো। এ জীবনে এর বেশী দাবীর আশা ক'রবে না।

কমলা। আমি স্ত্রী। আমি আশা ক'রবো না? স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গ প্রত্যাশা করা কি অপরাধ?

ভৃগুরাম। নিশ্চয়। তুমি রাজনন্দিনী, আমি তপস্বী। তপস্বীর কাছে, রাজনন্দিনীর কোনো প্রত্যাশা থাকতে পারে না।

কমলা। পারে। আমিও তপস্বিনী হব।

ভৃগুরাম। আমি মায়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য, ব্রতচারী!

কমলা। আমিও তেমনি ব্রতচারিণী হব, স্বামী!

ভৃগুরাম। নারী, পথের কণ্টক। তুমি চ'লে যাও, কমলা।

কমলা। তাহ'লে কোথায় যাবো, প্রভু? আপনাকে ছেড়ে কেমন ক'রে জীবন কাটাবো?

ভৃগুরাম। কৈলাসধামে, দেবী দুর্গার কাছে চ'লে যাও। তিনিই তোমায় পথ নির্দেশ ক'রে দেবেন। যাও, আমার দাঁড়াবার আর সময় নেই।

কমলা। এই আপনার আদেশ? স্ত্রীর প্রতি এই আপনার শেষ কর্তব্য? রত্ন হাতে পেয়েও সে রত্ন কণ্ঠে ধারণ করার অধিকার নেই? নিরাভরনা হ'য়ে জীবন কাটাতে হবে? বেশ। আপনার আদেশ মাথায় নিয়েই কৈলাসধামে যাত্রা ক'রলাম। কিন্তু জীবনভোর আমি কাঁদবো। কখনো যদি দয়া হয়, কখনো যদি মনে পড়ে, সেদিন—সেদিন দাসীকে কাছে ডেকে চরণে একটু ঠাঁই দেবেন—এইটুকু শুধু মিনতি, স্বামী!

[প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান]

মাতৃ-সত্য পালনের জন্য, পিতার অন্তিম ইচ্ছা মেটাবার জন্য প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আমাকে অবিরত দগ্ধ ক'রছে। সে জ্বালা বজ্রের চেয়েও নিষ্ঠুর, মৃত্যুর চেয়ে নির্মম! দেখা দিন। কি, এখনও অভিনয়? বেশ, আপনার এই রুদ্রশিষ্য শাস্ত্র-জ্ঞান হীন। তাই এই পাষাণস্তুপ আজ সমূলে উৎপাটন ক'রে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিই

[মহেশ্বরের শিলামূর্ত্তি উৎপাটন করিয়া চূর্ণ করিতে উদ্যত হইলে ছদ্মবেশে মহেশ্বর আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।]

মহেশ্বর। এ কি ক'রছো, তপস্বী? মহাপাপে লিপ্ত হ'বে যে! এই কি গুরুর নির্দেশ? তোমার গুরু কে?

ভৃগুরাম। গুরু আমার তিন জন, প্রভু।

মহেশ্বর। সে কি! এক শিষ্যের তিন গুরু? ও, তাই তুমি পথহারা? কে কে তোমার গুরু?

ভৃগুরাম। প্রথম গুরু আমার গর্ভ-ধারিণী মাতৃদেবী, দ্বিতীয় হ'চ্ছেন জন্মদাতা পিতৃদেব, তৃতীয় গুরু হ'চ্ছেন, স্বয়ং দেবাদিদেব—মহেশ্বর।

মহেশ্বর। কার কাছে কি মন্ত্র পেয়েছ, ভৃগুরাম?

ভৃগুরাম। মহেশ্বরের কাছে অস্ত্র চালনার মন্ত্র।

মহেশ্বর। পিতামাতার নিকট?

ভৃগুরাম। একমন্ত্র—পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমঃ তপঃ। পিতরি প্রতিমা পন্নে, প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ

মহেশ্বর। তাহ'লে তোমার আদি-অন্ত হিংসাময়? আচ্ছা, কখনো কি দেখেছো, হিংসার বীজ-মন্ত্রে কেহ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ ক'রেছে?

ভৃগুরাম। আপনি কি কখনো দেখেছেন, হীনবর্ণ উচ্চবর্ণের মাথায় পদাঘাত ক'রেছে? ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণ বধ ক'রেছে? তার অত্যাচারের ফলে সত্যে লোপ পেয়েছে?

মহেশ্বর। তাই নাকি? কিন্তু ও পথে ঈশ্বরের করুণা লাভ অসম্ভব

ভৃগুরাম। অসম্ভব হ'লেও, ভৃগুরামের শক্তি আছে। ধ্বংস-রূপী মহাকাল যার গুরু—!

মহেশ্বর। ভৃগুরাম! [ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন]

ভৃগুরাম। গুরুদেব!

মহেশ্বর। তোমার এই সাধনায়, আর তোমার পিতৃ-মাতৃ ভক্তি দেখে আমি পরিতৃপ্ত, বৎস। গ্রহণ করো, এই পরশু। এই অস্ত্রে বসুন্ধরাকে শান্তি দান ক'রতে সক্ষম হবে, আর সেই সঙ্গে তোমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হবে।

[পরশু দিয়া প্রস্থান]

ভৃগুরাম। প্রণাম লহ, গুরুদেব! [নতজানু হইয়া] এত করুণা, তোমার! সত্যং শিবং সুন্দরম্। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজা কার্ত্তবীর্যের তোরণদ্বার

[বসন্তকের প্রবেশ]

বসন্তক। গেল, গেল। পালিয়ে যা, সব পালিয়ে যা। খুন, খুন—ওরে বাবা, পৃথিবীতে আর ক্ষত্রিয় নেই! সব শেষ, বাকী শুধু কার্তবীর্য।

[বাঞ্ছারামের প্রবেশ]

বাঞ্ছারাম। শুধু কার্তবীর্যও নয়, আমরাও আছি। পঞ্চাশ হাত কুড়ুলে সব ফেড়ে ফেলেছে! ও গুরু, তুমি বেঁচে আছো?

বসন্তক। কেন, ম'লে ভাল হয় বুঝি? আমার বউটাকে নিয়ে—?

বাঞ্ছারাম। ছি-ছি-ছি! গুরু, অমন ক'রে মহা পাপে ডুবোয়? তুমি পালাও এখনি, গুরু। সে একেবারে—!

বসন্তক। কি, একেবারে? তুই তাকে দেখেছিস?

বাঞ্ছারাম। দেখিনি আবার? তার চোখ গুলো দেখলুম যে করতালের মত! কান নয় তো, যেন কুলো! দূর থেকে দেখেই, আমি ভো। দৌড়।

বসন্তক। দৌড়টা দিলি কি ক'রে শুনি? যুদ্ধে তো তুই কুপোকাত হচ্ছিলি! নিজে তো তোকে ট্যাক-খরচ ক'রে বাঁচালুম। হ্যাঁ, তুই তো বিছানা থেকে উঠে আসছিস? কি ক'রে দেখলি? হ্যাঁ, দেখেছি বটে আমি।

বাঞ্ছারাম। দূর, তুমি তার কাছে ঘেসতে পারো? সে হাতীর মত লো সবাইকে ধ'রছে, আর আছড়ে মেরে ফেলছে। মিথ্যাবাদী!

বসন্তক। সেটা তুই। আমি গাছ থেকে দেখলুম যে!

বাঞ্ছারাম। কি দেখলে?

বসন্তক। দেখলুম, একটা বুড়ি তাকে এত কটা মুড়ি দেওয়া যা, অমনি ত চার বছরের নাতীটাকে মুড়ির চাট হিসাবে মুখে ফেলাও তা।

বাঞ্ছারাম। চিবুতে দেখলে?

বসন্তক। দেখলুম নী!

বাঞ্ছারাম। আমি কিন্তু তার দিকে চেয়ে একটা লোকের পিলে উল্টে যে দেখেছি।

[ফুল্লরার প্রবেশ]

ফুল্লরা। য়্যা, শুনেই যে আমি চিৎপটাং রে বাবা, সে কি!

বাঞ্ছারাম। আর চিৎপটাং হ'তে হবে না। পটলীর মা অম্বল শূলে প্রায় পট তুলেছিল, তাকে দেখেই তার অম্বল শূল কোথায় উড়ে গেছে। তোম হাঁফানীটা এমন সময় আরম্ভ হ'লে, অমনি ক'রেই চ'লে যেত।

ফুল্লরা। হাঁফানী যাওয়া বটে! বরং পটলীর মায়ের অম্বল শূল আমার বু বুক-শূল হ'য়ে ফিরে এল। গেলুম, গেলুম!

বসন্তক। আরে, কি হ'ল? কি হ'ল ফুল্লরা? ও ফুলি দিদি?

ফুল্লরা। শুধু কাটছে যে গো! যাকে দেখছে, তাকেই ফেড়ে ফেলছে!

বাঞ্ছারাম। ঠিক, ঠিক। বুড়োগুলো পাচ্ছে অক্কা, ছেলেদের লাগছে ভীরমী

বসন্তক। কিন্তু আমার কি হবে, ভায়া? আমার যে চতুর্থ পক্ষের বউ তার যে একটু বার টান আছে। যদি তাকে দেখে ম'জে যায়?

বাঞ্ছারাম। গেল, গেলই। আমাদের ফুলি দিদি তো আছে, গুরুদেব।

ফুল্লরা। তবে রে, মুখপোড়া! আমার মত সতী সাবিত্রীর নামে বদনা আয়, তোর মুখে আমি নুড়ো জেলে দি।

বসন্তক। আহা, আহা! তোমার হাতে নুড়ো, মানে স্বর্গের বাতি। য গে। হাতের পাঁচ তুমি তো রইলেই। এখন যে রাক্ষস ব্যাটা আসছে, শুধু ধ'রেছে আর গিলছে, কাটছে আর ছুঁড়ছে! ক্ষত্রিয় বংশ সব লোপাট!

লা আপাতত ঘর সামলাও   কারো প্রসব-বেদনা ধ'রলে তাকে দাবড়ি দিয়ে মিয়ে রেখো, এখন সব পালাও। কেননা, যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

[প্রস্থান]

বাঞ্ছারাম। শুনেই যে মুখটা বেগুন পোড়া হ'য়ে গেল, দিদি। এখন চাকরী কের তুলে দিয়ে চম্পট লাগাই। আপনি বাঁচলে বাবার নাম। বুঝলে?

[প্রস্থান]

ফুল্লরা। আমি কোন পথ দিয়ে পালাই রে, বাঞ্ছা?

[উদভ্রান্ত অবস্থায় ধর্মদাসের প্রবেশ]

ধর্মদাস। পালাবে কেন? মারের ভয়ে? কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধর্মদাস সব ভয় পায় না। চলো তো, তোমাদের সেই পাপিষ্ঠ রাজা কোথায় আছে, ইখানে একবার হাজির হই।

ফুল্লরা। এই রে! বামুন ক্ষেপেছে যে।

ধর্মদাস কি, এত বড় কথা? আমি ক্ষেপেছি?

না, তুমি পাগল হ'য়েছ। পালাও ঠাকুর, পালাও।

ধর্মদাস। কেন পালাবো, তোমার ভয়ে?

ফুল্লরা। না, রাক্ষসের ভয়ে। রাক্ষস আসছে!

ধর্মদাস। এলে, তোমাকেই আচ্‌তো গিলে খাবে। তু'মি তাহ'লে পিঁপড়ের র্তে লুকোও

ফুল্লরা তুমিও লুকোবে। মূর্তি দেখলে, ছেলেদের দাত কপাটি লাগে, বুড়োরা া একেবারে ভিরমি যাবে!

ধর্মদাস। তাহ'লে কি আমার মা জননীকে সেই রাক্ষসই গিলে খেয়েছে লতে চাও? না, খেয়েছে তোমাদের রাক্ষস রাজা।

ফুল্লরা। তবে রে, বুড়ো! আমাদের রাজার নিন্দে?

[ধর্মদাসকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল]

ধর্মদাস। বুড়োকে ফেলে দিলি, ডাইনি! উৎছন্নে যাবি তুই, উৎছন্নে যাবি। াতে তোর কুষ্ঠব্যাধি হবে, দেখিস। আমাকে যে হাত দিয়ে ফেলে দিলি, তোর া হাত খ'সে যাবে। [প্রস্থান]

ফুল্লরা। এ গোলোক ধাঁধায় কে কার খোঁজ নেয়? কাকে জিজ্ঞাসা ব
সেই রাক্ষসের কথা?

[তরবারি লইয়া অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। সে রাক্ষসকে মোটেই ভয় নেই রে ফুল্লরা। ভয় শুধু
রাক্ষসীকে [নিজেকে দেখাইল]। এই না, শেষ পর্যন্ত সবাইকে খেয়ে বসে।

ফুল্লরা। না মা, সে মেয়ে তুমি নও। সে, বটে আমি। আমি বা
বাড়ীর, শ্বশুর বাড়ীর সবাইকে খেয়ে ব'সেছি। আজকাল পুণ্ডরীক আ
আঁচলে আঁচলে ঘোরে। সেইটাকে খুঁজে তোমার আঁচলেই গেরো দিয়ে য
মা। পারোতো, তাকে আটকে রেখো। নইলে, আমার মত রাক্ষসীই হ
তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, আর খুঁজে পাবে না।

[প্রস্থান]

অরুণা। পুণ্ডরীক তো দূরের কথা, পুণ্ডরীকের মত সহস্র সন্তান আ
আছে, তাদের কথা একবারও ভাবছি না। ভাবছি—ভাবছি শুধু সন্তানের চে
নারীর কাছে যিনি বড়, সেই স্বামীর কথা!

[বেগে কার্তবীর্যের প্রবেশ]

কার্তবীর্য। কার্তবীর্য পঙ্গু নয়, অক্ষম নয়, নির্বীর্য নয়—তাঁর কথা ভাব
আগে, ভাবো তো, ঐ রক্তাক্ত দেহধারী মানুষটি তোরণ-দ্বারে প্রবেশ ক'রলো
ক'রে?

অরুণা। কই, রাজা?

কার্তবীর্য। দেখতে পারছো না—ঐ যে, ঐ সেই শত্রু!

অরুণা। কই, কেউ তো নেই, রাজা!

কার্তবীর্য। আঃ! তুমি দেখতে পারছো না? আমি শয্যা ছেড়ে
তোরণ-দ্বারে ছুটে এসেছি। ঐ যে, ঐ দাঁড়িয়ে আমার দিকে চোখ রাঙাচ্ছে

অরুণা। তুমি স্বপ্ন দেখে ছুটে এসেছ। আমি তরবারি নিয়ে তো
দ্বার রক্ষা ক'রছি। যমেরও প্রবেশাধিকার এখানে নেই। তুমি বিশ্রাম
মহারাজ!

কার্তবীর্য। বিশ্রাম! এ সময় বিশ্রাম! দেখ্‌তে পারছো না, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সে ক্রুর হাসি হাসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এবার চিনেছি। জমদগ্নির বিদ্রোহী আত্মা, সে। দূর হও, নির্বীর্য ব্রাহ্মণ! তোমাকে পদাঘাতে শেষ ক'রেছি; পালাও, নইলে আবার পদাঘাত ক'রব।

অরুণা। ছি-ছি-ছি! কি, যা-তা ব'লছো? ওগো, কি কুক্ষনেই না কামধেনুকে তুমি দেখে'ছিলে! তার জন্যই এত ভাঙাগড়া, এই বিপর্যয়!

কার্তবীর্য। অরুণা!

অরুণা। তুমি ভিতরে যাও, মহারাজ! আর পদাঘাত তুলো না, তাহ'লে ঐ পদাঘাতে আমারও কপাল ভেঙে যাবে।

কার্তবীর্য। কপাল ভেঙে যাবে ত্রিভুবন-বিজেতা কার্তবীর্যের? না অরুণা, কার্তবীর্য পুরুষকার দিয়ে যে অভ্রভেদী সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছে, তাকে অভিশাপ বা চোখের জলে গলাবার মত ক্ষমতা আজো কারো নেই।

অরুণা। কিন্তু, এ ব্রাহ্মণের অভিশাপ!

কার্তবীর্য। সে তোমাদের মত নারীর কাছে।

অরুণা। না, তোমার মত রাজার কাছেও। অতি দর্প ভাল নয়, রাজা! বলি তাই পাতালে আবদ্ধ। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, জানি না। জানি না, কেন সেই নররূপী নারায়ণ বীরের বেশে মাহেষ্মতী পুরীতে পদার্পণ ক'রতে আসছেন!

কার্তবীর্য। হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ! যে রাজা ভুলেও কখনো দেব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষসকে বীরের মর্যাদা দেয়নি, তার কাছে মহাশক্তিধর মানুষও পাদুকাবাহী ভৃত্য ছাড়া বীরের আখ্যা পাবে না। রাজা কার্তবীর্য মানে না অদৃষ্ট, মানে না কর্মফল। তার শাসনযন্ত্রের কাছে মন্ত্র, তন্ত্র, কান্না, অনুরোধ, উপরোধ সমস্তই তলিয়ে যায়। সে জানে মারতে, না হয় ম'রতে।

অরুণা। রাজা!

কার্তবীর্য। সত্যই যদি নারায়ণ তারই জন্য পৃথিবীতে এসে থাকেন, তাহ'লে যোগী ঋষিদের ধ্যানের অতীত যেই বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ, তাকেই আমি অরিরূপে কাছে পাব! আমার চেয়ে ভাগ্যবান কে? আমার চেয়ে পরম ভক্ত ক'জন? তুমি চিন্তিত হ'য়ো না, রাণী! [প্রস্থান]

অরুণা। না, মহেশ্বর আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনিই তিনদিন দ্বার রক্ষা ক'রবেন। আমি এখন নিশ্চিত। নিদ্রায় চোখ, বুজে আসছে। যাই—।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

[প্রসেনজিতের প্রবেশ]

প্রসেনজিত। কোথায় যাচ্ছেন, রাণীমা? রাজার সংবাদ জানেন কি?

অরুণা। তাঁকে কি প্রয়োজন, আপনার?

প্রসেনজিত। তাঁকে সাহায্য ক'রতেই এসেছি, মা।

অরুণা। ত্রি-ভুবণ-বিজেতা পৃথিবীর সম্রাটের, একজন সামন্ত রাজার অনুগ্রহে প্রাণরক্ষা হোক, এ আমার ইচ্ছা নয়, তাও অনাহূত ভাবে।

প্রসেনজিত। সামন্ত রাজার কথা ভাবছেন কেন, মা? সামন্তরাজা হিসাবে আসিনি, এসেছি আত্মীয় হিসাবে। যে আত্মীয়, বিপদের সময় সে অনাহূত ভাবেই এসে থাকে।

অরুণা। বটে! কিন্তু বড় আত্মীয় কে আপনার, ভৃগুরাম না আমার স্বামী?

প্রসেনজিত। আপনার স্বামী। ভৃগুরাম ক্ষত্রিয় নির্যাতনকারী।

অরুণা। তবু ভৃগুরাম আপনার পিণ্ডদানের প্রথম অধিকারী।

প্রসেনজিত। সে হিংস্রক।

অরুণা। আপনার চেয়ে বেশী নয়। প্রতিশোধের জন্য আত্মীয় ছেড়ে অনাত্মীয়ের সঙ্গে সে হাত মেলায় না।

প্রসেনজিত। সে নিষ্ঠুর।

অরুণা। না, যিনি অপরকে উত্তেজিত ক'রে কন্যার বৈধব্য ঘটান, তাঁর চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর সে নয়। তার অন্তরে পিতৃমাতৃ ভক্তির বিগলিত উৎস!

প্রসেনজিত। আমাকে সব কথাতেই অবিশ্বাস ক'রছেন, মা!

অরুণা। অবিশ্বাস ক'রলে, এ দ্বারি এতক্ষণ আপনাকে বন্দী ক'রত। যান কালকূট হ'য়ে কন্যার মাথায় দংশন ক'রেছেন, আর কারো মাথায় দংশন না ক'রে সেই বিষের কিছু অংশও যদি তুলে নিতে পারেন, তারই চেষ্টা করুন।

প্রসেনজিত। মহারাণী!

অরুণা। ছি-ছি-ছি! শাস্ত্রে কুপুত্রের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু -পিতার কথা এই প্রথম শুনলাম।

প্রসেনজিত। আমিও এই প্রথম শুনলাম, কন্যাস্থানীয়া নারীকে পিতৃসদৃশ বৃদ্ধের অপমান ক'রতে। আপনার মস্তিষ্ক আজ চঞ্চল, মা। আপনি যতই অপমান করুন, এই বৃদ্ধ আপনাদের চির হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থ দিয়ে, সৈন্য দিয়ে ভৃগুরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছি। সেনাপতি এতক্ষণ সব শেষ ক'রে ফেলেছে। সেই শুভ সংবাদটা জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু দেখা যখন হ'ল না, তখন আপনিই আমার হ'য়ে সে সংবাদটা তাঁকে জানিয়ে দেবেন। আর, এও আমি ব'লে যাচ্ছি, আপনার যদি বিপদ দেখি, আবার এসে হাজির হ'ব! কোনো কথাই শুনব না। [প্রস্থান]

অরুণা। কিন্তু কোথায় তাঁকে লুকিয়ে রাখি? চতুর্দিকে ধ্বংস, চতুর্দিকে আর্তনাদ, চতুর্দিকে প্রলয়ের গর্জন! এ সময় একমাত্র রক্ষার স্থল, মহেশ্বরের মন্দির। স্বামীকে সেইখানেই লুকিয়ে রেখে আসি। মৃত্যু হয়, আমারই আগে হ'য়ে যাক্, বৈধব্য জ্বালা সইতে হবে না। [প্রস্থান]

[ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম। এই, মাহেষ্মতীপুরীর প্রাসাদ হবে। এই স্থানেই একদিন মহা যজ্ঞের হোমাগ্নির মে ত্রিলোক আচ্ছন্ন হ'ত। আর আজ?

[নেপথ্যে মহেশ্বর]

মহেশ্বর। কে যায়? দাঁড়াও ওখানে।

ভৃগুরাম। কে ডাকে? দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ ক'রলাম, এই মাহেষ্মতীপুরী ছাড়া যেখানে যা ক্ষত্রিয় ছিল, সমস্ত নির্মূল ক'রেছি। রক্ত-স্রোতে পৃথিবী ভেসে গেছে, কোথাও বাধা পাইনি। কে? কে আমাকে বাধা দেয়?

[মহেশ্বরের প্রবেশ]

মহেশ্বর। আমি, আমিই আজ তোমার পথের বাধা, ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। একি, গুরুদেব! আমার শত্রুর দ্বারে আপনি কেন?

মহেশ্বর। মহারাজ কার্তবীর্য আর তার রানী যে আমার পরম ভক্ত।

ভৃগুরাম। সে কি, গুরুদেব! তাহ'লে আমার উপায়?

মহেশ্বর। মহারাণী অরুণার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিন দিন এ দ্বার রক্ষার ভার আমার।

ভৃগুরাম। আপনার মত আমিও তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, গুরুদেব। প্রণাম গ্রহণ করুন। এইবার আসুন, নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় ব্রতী হই।

মহেশ্বর। তিন দিন অপেক্ষা করো, বৎস। তিন রাত্রি গত হ'লে আমি দ্বার ছেড়ে চ'লে যাব।

ভৃগুরাম। সে উপদেশ গ্রহণ, ক'রব, যখন আপনার চতুষ্পাঠীর ছাত্র হব। গুরুদেব, এ হ'চ্ছে মরণের খেলা! এখানে নিয়ম শৃঙ্খলা ব'লে কিছু থাকার কথা নয়।

মহেশ্বর। কি—! আমার বরে বলীয়ান হ'য়ে, শেষে আমাকেই অপমান ক'রতে চাও! এত স্পর্ধা তোমার?

ভৃগুরাম। গুরুদেব! আমি শিষ্য, সেবক। আপনার দাসানুদাস আপনার উপর ওঠার মত স্পর্ধা আমার নেই। এই আপনার দেওয়া পরশু, মাতা-পিতার নাম স্মরণ ক'রে তুলে নিলাম। এবার আপনার ভীম-ভয়ঙ্কর অষ্টসিদ্ধ প্রদানকারী ত্রিশূল গ্রহণ ক'রে আপনার পথের কণ্টক নিষ্কণ্টক করুন, নচেৎ আমার পথ ছেড়ে চ'লে যান।

মহেশ্বর। বটে! এত স্পর্ধা! তাহ'লে তাই হোক। ধরো অস্ত্র

[উভয়ের যুদ্ধ ও মহেশ্বরের সংজ্ঞালোপ]

ভৃগুরাম। প্রলয়কারী আজ প্রলয়ের কোলে! গুরুদেব! আপনি ভোলানাথ কিনা, তাই আপনার ভুল করার জন্যই বুঝি প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ব'লে, আমিও বা এ কি ক'রলাম! মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র তোমার কানে আমি শুনিয়ে দিলাম, গুরুদেব! আজ হ'তে জগতে প্রচার হোক, শিব-রাম উভয়েই উভয়ের গুরু এবং শিষ্য। হরে মুরারে মধুকৈটভ হারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

মহেশ্বর। [চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া] হরে মুরারে, মধুকৈটভ হারে, গোপ

গোবিন্দ, মুকুন্দ সৌরে। অদীক্ষিত শঙ্করকে দীক্ষা দিলে, ভৃগুরাম! তাই জগৎ আমার চোখে আজ নূতন, অভিনব। যাও ভৃগুরাম, স্বকার্য সাধনে ব্রতী হও, বিজয় তোমার অনিবার্য। [প্রস্থান]

ভৃগুরাম। এইবার কার্তবীর্য, তুমি সাবধান।

[অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। তুমিই ভৃগুরাম? তুমিই নবরূপে নারায়ণ? ভিক্ষা দাও, দেবতা আমায়!

ভৃগুরাম। এমন সময় ভিক্ষা? দেখতে পাচ্ছেন মা, সর্বাঙ্গ যার রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠেছে, তার কাছে তো ভিক্ষা দেবার মত কিছু নেই, জননী!

অরুণা। আছে।

ভৃগুরাম। আছে? কী আছে মা? কী আপনাকে দিতে পারি?

অরুণা। একজনের জীবন-ভিক্ষা।

ভৃগুরাম। তাহ'লে আপনি ক্ষত্রিয়-রমনী। সম্ভব হবে না, মা!

অরুণা। সম্ভব হবে না! কিন্তু তুমি না ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের নীতি তো প্রতিহিংসা নয়।

ভৃগুরাম। ক্ষত্রিয়ের নীতিও তো রাজ-করের মিথ্যা অজুহাতে ব্রহ্ম-বধ নয়, মা। আর কেউ যদি তা ক'রে থাকে, তার কি শাস্তি ব'লতে পারেন, মা?

অরুণা। ক্ষত্রিয়ের নীতি দুষ্টের দমন। আর তারজন্যই সে সাজা দেয়।

ভৃগুরাম। কিন্তু তাদের নীতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মাথায় পদাঘাত নয়! নিজের খেয়াল মেটাতে, তাকে হত্যা নয়! আর কেউ যদি তা ক'রে থাকে, তার কি সাজা, ব'লতে পারেন জননী?

অরুণা। ক্ষত্রিয়-নীতি ধর্ম রক্ষা, তারজন্যই সে দণ্ড বিধান করে।

ভৃগুরাম। ক্ষত্রিয়ের কোন্ ধর্ম-নীতিতে নারীর মাথায় পদাঘাত লেখা আছে, মা? আর তাই যদি কেউ ক'রে থাকে, তা হ'লে তার কি দণ্ড ব'লতে পারেন, জননী?

অরুণা। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, পুত্র! আমি মা হ'য়ে তোমার পায়ের তলায় পড়ছি। তুমিও পিতা মনে ক'রে, আমার স্বামীকে আজ ফিরিয়ে দাও, দেবতা!

ভৃগুরাম। এবার আপনাকে চিনতে পেরেছি, মা। কিন্তু আপনি অনুরোধ করার আগে বুঝে দেখুন মা, সত্যবাদী, ধার্মিক, ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবী, পিতার মৃত্যু আর মায়ের বৈধব্য দেখে, কোনো সুযোগ্য সন্তান কি চঞ্চল না হ'য়ে থাকতে পারে?

অরুণা। ভৃগুরাম!

ভৃগুরাম। আমি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মা। প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে। পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়ের বংশ আমি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেব।

অরুণা। অত নিষ্ঠুর হ'য়ো না, ভৃগুরাম। স্বামীর জন্য সহস্র পুত্রের বিনিময়ে, আমি তোমার কাছে করুণা প্রার্থী।

[দ্রুতবেগে অসি লইয়া প্রসেনজিতের প্রবেশ]

প্রসেনজিত। পৃথিবীশ্বরী হ'য়ে কার কাছে ভিক্ষা ক'রছেন, রানী মা? ও কি মানুষ?

ভৃগুরাম। কে? কে, আপনি?

অরুণা। ইনি একটি পাগল।

প্রসেনজিত। কি—! কি ব'ললেন আপনি—? আমি পাগল!

অরুণা। না, তারও বড়, শয়তান।

প্রসেনজিত। বটে! বিনা আহ্বানে আপনাকে রক্ষা ক'রতে এসেছি বলে? কিন্তু আমি আর ক্ষমা ক'রব না।

অরুণা। ক্ষমা করার ক্ষমতাও আপনার নেই। আপনি যান বৃদ্ধ। নইলে, এখুনি যাকে অপমান ক'রবেন, সে শত্রু হ'লেও আমার সন্তান। মা হ'য়ে আমার সন্তানকে অপমান ক'রতে দেব না।

ভৃগুরাম। অভিশাপ দিন মা, অভিশাপ দিন! আমি বলছি, ভিক্ষা চাইবেন না। হাত আমার বাঁধা।

অরুণা। কিন্তু সতী নারীর দীর্ঘশ্বাসে— ?

প্রসেনজিত। অভিশাপ নেমে আসবে।

ভৃগুরাম। সেই হবে আমার নির্মমতার পুরস্কার। তবু সংকল্প-চ্যুত হ'য়ে মায়ের কাছে প্রবঞ্চক হ'তে পারব না। স্বামী পুত্রগণের জীবনভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন প্রার্থনা থাকলে, এ সন্তান নিশ্চয় বিমুখ ক'রবে না, মা।

অরুণা। তা হ'লে, তাই যদি সত্য হয়, তবে এই আমার প্রার্থনা – তুমি যে শক্তিরই অধিকারী হও, কখনো যদি মানুষের কাছে পূজা পাবার অধিকারী হ'য়ে ওঠো, তখন—তখন ছবির মত পটেতেই তুমি আঁকা থাকবে, ঘটে বা কলসে তোমার পূজার স্থান হবে না। [প্রস্থান]

প্রসেনজিত। আমিও তোমায় এই স্থান থেকে স্বর্গ স্থানে পাঠিয়ে দেব।

ভৃগুরাম। সে সময় পাবেন বৃদ্ধ ? তার আগে, আপনার সত্যকার পরিচয় আমার জানার প্রয়োজন।

প্রসেনজিত। সেই সত্য পরিচয় দেবে, আমার এই অস্ত্র। [অসি নিষ্কাষন]

ভৃগুরাম। [বাম হাত দিয়া ধরিয়া] বৃদ্ধ, যথার্থই আপনি রাজার হিতাকাঙ্খী : কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের দেহে ছাড়া অস্ত্রাঘাত করা নয়।

প্রসেনজিত। তবে মরো এইবার। [ভৃগুরামের দেহে অস্ত্রাঘাত]

ভৃগুরাম। এত স্পর্দ্ধা! এত ক্রোধ, তোমার ? তা'হ'লে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষত্রিয় ... মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

প্রসেনজিত। মৃত্যুর জন্য ভীত নয়, ক্ষত্রিয় প্রসেনজিত।

ভৃগুরাম। প্রসেনজিত! তুমি তাহ'লে, রাজ-নন্দিনী রেণুকার পিতা! আমার মাতামহ ?

প্রসেনজিত। না—ক্ষত্রিয় নিধনকারী যে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। সে আমার মহা শত্রু।

ভৃগুরাম। উত্তম। মহাকাল-রূপে পরশুরামও এই মহা-শত্রুকেই এত

দিন অন্বেষণ ক'রছিল। ধর অস্ত্র। দয়া নাই, মায়া নাই—পিতৃ-মাতৃ অপমানের পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে তোমার রক্ত আমার চাই। ভৃগুরাম আজ রক্তপিশাচ!

[উভয়ের যুদ্ধ. ভৃগুরাম প্রসেনজিতকে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভূ-লুণ্ঠিত করিল]

প্রসেনজিত। আঃ—! রাজা প্রসেনজিত, আজ তোমার আত্মা ধন্য! তুমি যে পাপ ক'রেছো, অবিচার ক'রেছো—দৌহিত্রের হাতে মৃত্যুতে তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ শেষ। এ তোমার রক্তধারা নয়, এই তোমার পিণ্ডদান! তোমার অনন্ত স্বর্গ! [টলিতে টলিতে প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কার্তবীর্যের রাজ্যের শিব-মন্দির সম্মুখ

[পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

পুণ্ডরীক। মা, মা !

(ফুল্লরার প্রবেশ)

ফুল্লরা। এখানে কোথায় তোর মা? তোর মা অন্দর-মহলে আছে। আয়, পালিয়ে আয়, পুণ্ডরীক !

পুণ্ডরীক। না, না – আমি যাব না। মা বাড়ীতে নেই। তাকে না পেলে আমি বাড়ী যাব না।

ফুল্লরা। তাকে তোর কি প্রয়োজন, বাবা ?

পুণ্ডরীক। তাকে প্রণাম ক'রে আমি যুদ্ধে যাব।

ফুল্লরা। যুদ্ধে যাবি তুই ! সোনামানিক আমার। বীরের ছেলে, বীরের মতই কথা বটে। কিন্তু ভৃগুরাম যে রাক্ষস রে, বাপ ! তার কাছে কারো রেহাই নেই।

পুণ্ডরীক। না থাকে, ম'রব। ত্রিভুবন-বিজেতার সন্তান আমি, আমি তো মৃত্যুভয়ে জড়ের মত ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকতে পারব না।

ফুল্লরা। পারতে হবে। সবাই ছাড়লেও আমি তোকে ছাড়বো না। পালিয়ে আয়, বাবা।

[হাত ধরিয়া আকর্ষণ]

[রক্তাক্ত ভৃগুরামের প্রবেশ]

ভৃগুরাম। কোথায় পালাবি, বালক ?

ফুল্লরা। ওগো রাক্ষস-দেবতা, বালককে ছেড়ে দাও। এ বংশের এ কেউ না।

ভৃগুরাম। বালক, তোর পরিচয় ?

পুণ্ডরীক। মহারাজ কার্তবীর্যের কনিষ্ঠ পুত্র আমি। নাম পুণ্ডরীক।

ভৃগুরাম। তবে নারী, তুমি মিথ্যা ব'ললে কেন ?

ফুল্লরা। না, না — আমি মিথ্যা কথা বলিনি। বালকই ভয়ে মিথ্যা কথা ব'লেছে। এ বংশের, এ কেউ নয়।

পুণ্ডরীক। না। বীরের সন্তান যে, প্রাণের ভয়ে সে মিথ্যা কথা বলে না।

ভৃগুরাম। তাহ'লে, তারই এবার যাবার পালা।

ফুল্লরা। না, না—আমার হাতে ক'রে মানুষ করা শাবককে আমি ছাড়বো না বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখবো।

ভৃগুরাম। পারবে কি নারী ? ভৃগুরাম নিষ্ঠুর। মাতৃ-হত্যার সময় থেকে আজ পর্যন্ত যার চোখে জল নেই, তোমার অশ্রুতে আজো তাকে গলাতে পারবে না। আয়, বালক !

[ফুল্লরার বাহু হইতে পুণ্ডরীককে জোর করিয়া কাড়িতে লাগিল]

পুণ্ডরীক। আমার অপরাধ কি, জানতে পারি বীর ?

ভৃগুরাম। সেটা তোর পিতাকেই জিজ্ঞাসা করিস।

[পুণ্ডরীককে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

ফুল্লরা। ওগো ঘাতক, রাজার শেষ সম্বলটুকু ফিরিয়ে দিয়ে যাও দয়া করো !

ভৃগুরাম। দয়া, মায়া, প্রেম সব এ দেহ থেকে চ'লে গেছে, মা। ক্ষত্রিয়ের নির্যাতন এ অন্তরকে পাষাণ ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। দয়া কি বস্তু, তাই ভুলে গেছি। তবে দয়া ক'রব সেইদিন, যেদিন দেখবো, ক্ষত্রিয়ের বংশ শেষ হ'য়েছে ব্রাহ্মণ আবার জাতির শ্রেষ্ঠ হ'য়ে সকলের কাছে পূজার অধিকারী হ'য়েছে দেশ হ'য়ে উঠেছে, শান্তি ও প্রেমের নূতন রাজ্য !

[পুণ্ডরীককে লইয়া প্রস্থান

ফুল্লরা। নিষ্ঠুর —! কেন দাসী হ'য়ে এ ঘরে এসেছিলুম, কেনই হ

ছেলেটাকে মানুষ ক'রেছিলুম, কেনই বা আজ পুণ্ডরীককে বাঁচাতে ছুটে এলুম? কি করি—আমি, কোথায় যাই!

[কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল]

[ভৃগুরাম পুনরায় আসিতেছিল]

নেপথ্যে ভৃগুরাম। তৃপ্ত হও জননী, তৃপ্ত হন পিতা। আর একটাকে শেষ ক'রতে পারলেই পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়-বীজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। অপেক্ষা করো, জননী! ক্ষত্রিয়ের রক্তে, মাতামহের শোনিতে পিতৃলোকের তর্পণ শেষ ক'রেছি, এবার পাপিষ্ঠ কার্তবীর্যের রক্তে তোমার চরণ রাঙিয়ে দেব, মা [প্রবেশ] এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছো, ফুল্লরা?

ফুল্লরা। থাকবো নি? তুমি আমার বাছাধনের রক্ত এনে হাজির ক'রবে, আমি মা হ'য়ে তা দেখবো না? যাও—যাও নিষ্ঠুর! সবই যখন নিয়েছ, তখন যার পাপে সব চ'লে গেল, সেই রাজাটাকেও এবার নাও।

ভৃগুরাম। কোথায় আছে সেই পাপিষ্ঠ রাজা?

ফুল্লরা। এই শিব-মন্দিরেই লুকিয়ে ব'সে আছে। [প্রস্থান]

ভৃগুরাম। তবে আজ আর তার পরিত্রাণ নেই। [তীব্র কণ্ঠে] মহারাজ কার্তবীর্য! যদি পিতার যথার্থ সন্তান হও, তা'হলে স্ত্রীলোকের ঘোমটার মত অন্ধকার পুরীতে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে না থেকে, বীর্যবান পুরুষের মত বেরিয়ে এস। নচেৎ, পদাঘাতে মন্দির-দ্বার চূর্ণ ক'রতে বাধ্য হবো।

[বেগে কার্তবীর্যের প্রবেশ]

কার্তবীর্য। তার আগে আমিও বাধ্য হবো তোমার মত ধর্মজ্ঞানহীন জন্তুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে।

[অসি উত্তোলন]

ভৃগুরাম। সাবধান, রাজা!

[পরশু উত্তোলন]

কার্তবীর্য। এ কি! পরশু? এই নিয়ে যুদ্ধ, ছি-ছি-ছি! শৃগালের উপর সিংহের বিক্রম শোভা পায় না।

[অসি কোষবদ্ধ করিল]

ভৃগুরাম। সিংহই যদি তুমি, তাহ'লে শৃগালের বৃত্তি নিয়ে আত্মগোপন ক'রেছিলে কেন ? তাতে বুঝি তোমার লজ্জা পায় না, রাজা ?

কার্তবীর্য। আমার শক্তির কথা তুই কি জানবি, যুবক ? আমি ত্রিলোক-বিজেতা।

ভৃগুরাম। সেটা বলে নয়, কৌশলে।

কার্তবীর্য। আমি দশানন বিজয়ী।

ভৃগুরাম। তাহ'লে তাঁকেই তুমি স্মরণ ক'রো।

কার্তবীর্য। দেবতাগণ আমার ভয়ে ভীত।

ভৃগুরাম। তাঁদেরই তাহ'লে সাহায্য নাও।

কার্তবীর্য। শয়তান ! আমি তোকে এখনই হত্যা ক'রব।

ভৃগুরাম। পশুকে কি ক'রে মাতৃ-যজ্ঞে বলি দিতে হয়, আমিও সেটা জানি।

কার্তবীর্য। স'রে যা পাপিষ্ঠ, সাক্ষাৎ কালান্তকের নিকট হ'তে সরে যা। নচেৎ তোর পিতার মত তোরও দশা হবে।

ভৃগুরাম। আমি তো সেইজন্যই নিজে কষ্ট ক'রে তোমার সামনে এগিয়ে এসেছি, নির্বিষ সর্প ! সাধ্য থাকে, এগিয়ে এসো।

কার্তবীর্য। তাপস !

ভৃগুরাম। ওঃ ! কি ব'লবো, সেদিন আমি আশ্রমে উপস্থিত ছিলাম না ! নচেৎ তোমার মত নর-পশুকে সেইদিনই মৃত পিতার পদতলে আমি বলি দিতাম। কিন্তু তা হয়নি। সেইজন্যই প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে এসেছি ! আমার মায়ের শিরে তুমি পদাঘাত ক'রেছ, আমার পিতাকে একবিংশতিবার ছুরিকাঘাত ক'রেছ ! আজ, তার প্রতিশোধ চাই। ধ'রো অস্ত্র

কার্তবীর্য। তবে রে, বাচাল !

[উভয়ের যুদ্ধ]

ভৃগুরাম। থামলে কেন ? ধরো অস্ত্র।

কার্তবীর্য। পালিয়ে যা, যুবক। এর পর আকাশে ঝড় উঠবে !

ভৃগুরাম। উঠুক ঝড়! ঝড়ের পরেই বিশ্বে আসবে শান্তি।

কার্তবীর্য। তাতে প্লাবন দেখা দেবে।

ভৃগুরাম। দিক্। ও ভয়ে ভীত নয়, ভৃগুরাম।

কার্তবীর্য। পৃথিবী মহাপ্রলয়ে ডুবে যাবে।

ভৃগুরাম। যাক্। প্রলয় এলেই ক্ষত্রিয়-কুল ধ্বংস হবে। ত্রি-ভুবনে আসবে পরম শান্তি।

কার্তবীর্য। তবে রে পাষণ্ড, ধর পরশু।

উভয়ের পুনরায় যুদ্ধ]

কার্তবীর্য। [যুদ্ধ করিতে করিতে] দেখ্, দেখ্, আমার বিক্রমে পৃথিবী থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। আকাশের বুকে ঘন ঘন তূর্যনাদ হ'চ্ছে। সৃষ্টির বুকে আসছে ধ্বংসের সূচনা!

[হঠাৎ কার্তবীর্যের হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল]

ভৃগুরাম। কি হ'ল, মহারাজ কার্তবীর্য! তোমার দম্ভ কোথায় রইল, পশু? [ভৃগুরাম তাহার মাথায় পদাঘাত করিল]

কার্তবীর্য। মা! মা! একটা অস্ত্র! একটা অস্ত্র!

ভৃগুরাম। অস্ত্র? দেখ্ পাষণ্ড, কি অস্ত্র তোকে দান ক'রছি!

[কার্তবীর্যের শিরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত, শেষে কুঠারাঘাত]

কার্তবীর্য। মা! মা!

ভৃগুরাম। এই রক্তের অলক্তে মায়ের পা দুটি রাঙিয়ে দেব, আর এর সহস্র বাহুতে রচনা ক'রবো পিতার সহিত মাতৃদেবীর চিতা-শয্যা। পিতা, তৃপ্যতাম্। জননী, তৃপ্যতাম্। ভৃগুবংশম্ তৃপ্যতাম্।

[মহেশ্বরের প্রবেশ]

মহেশ্বর। শান্ত হও, ভৃগুরাম! তোমার মায়ের কাছে আর যাবার প্রয়োজন নেই। [ভৃগুরামের চোখে হাত বুলাইয়া] তোমায় দিব্যদৃষ্টি দান ক'রলাম। এবার নিজেকে চেনো, আর সেই সঙ্গে স্মরণ কর পূর্বস্মৃতি।

নিজে শ্রীবিষ্ণু হ'য়ে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার জন্য তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়েছিলে। আজ তোমার কাজ শেষ। বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ার্তবীর্য, শ্রীবিষ্ণুর হাতেই জীবন দিয়েছে! এখন চেয়ে দেখো, কার্তবীর্যের রক্তস্রোত তোমার জননীর পায়ে গিয়ে উছলে প'ড়েছে। পাপিষ্ঠের সহস্র বাহুতে তোমার মা চিতা-শয্যা রচনা ক'রেছেন। তুমি চলো মহেন্দ্র পর্বতে, যোগধর্মে রত থাকবে। আর কমলা? সে চন্দ্রাবলী রূপে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে সেদিন, যেদিন তুমি দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম নেবে, পরশুরাম।

[ভৃগুরামকে লইয়া মহেশ্বরের প্রস্থান]

[নেপথ্যে কর্মফলের গীত]

যেথায় ধর্ম, সেথায় জয়;
যেথায় অধর্ম, সেথায় ক্ষয়।

ধর্ম রক্ষা তরে,
নিজে নারায়ণ অবতীর্ণ হন
যুগে যুগে ধরাপরে।

এল শান্তি,
গেল অশান্তি;
সত্যের হ'ল অভ্যুদয়,
গাও ধর্মেরই জয়!

॥ য ব নি কা ॥